উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৬ কার্তিক ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 2 November 2024 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 163 JAL

এএফসি'র কোয়ার্টারে ইস্টবেঙ্গল

চোদ্দোর পাতায়

মোদির উপদেষ্টা বিবেক প্রয়াত

নয়ের পাতায়

লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে বার্তা

শিলিগুড়ির বাঘা যতীন কলোনিতে রাম মন্দিরের আদলে কালীপুজোর মণ্ডপ হয়েছে। সেখানে গেলেই দর্শনার্থীদের হাতে হাতে দেওয়া হচ্ছে লাভ জেহাদের তীব্র বিরোধিতা করে হ্যান্ডবিল। কালীপুজোর মাধ্যমে হিন্দুত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

হিন্দু সমাবেশে বাধা

বাংলাদেশে হিন্দুদের সভাসমাবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে। শুক্রবার চট্টগ্রামে সনাতন জাগরণ মঞ্চের প্রতিবাদ সভায় আসার পথে বাধা দেওয়া হয়। ব্যারিকেড সরিয়ে পৌঁছোন হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষজন।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

জলপাইগুড়ির একটি ক্লাবে প্রতিমা দর্শনে ভিড়। মালবাজারে ফানুস উড়িয়ে উৎসব। -সংবাদচিত্র

সাদা চোখে সাদা কথায়

ফারাক নেই রাজনীতি ও অপরাধের শব্দভাণ্ডারে

গৌতম সরকার

'ইজম' এখন ফিকে। রাজনীতির অভিধান উথালপাতাল বদল। গান্ধিবাদের চর্চা কোথায়? শোনেন কোথাও? বাংলাদেশে মুজিবুর রহমানের জাতির পিতার মর্যাদা আর নেই। তাঁর মূর্তি পর্যন্ত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁর রণহুংকার ইতিহাস হয়ে আছে, বাঙালিকে 'দাবায়ে রাখতে পারবা না।' তাঁকে চিরতরে দাবিয়ে দেওয়ার (অস্বীকারের) প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলা হয়েছে সরকারের তত্ত্বাবধানে। ভাবতে ভাবতে আরেক জাতির পিতাকে নিয়ে শঙ্কা হচ্ছে। তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। প্রবাস থেকে যাঁর প্রতি সুভাষচন্দ্র বসুর উদাত্ত সম্বোধন 'ফাদার অফ দ্য নেশন' পুরো জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল একসময়। রাজনীতির অভিধানে শক্তপোক্ত ঠাঁই ছিল গান্ধিবাদের। ছিল। কিন্তু এখন? রাজঘাটে প্রদীপ জ্বলে। ২ অক্টোবর ও ৩০ জানুয়ারি- জন্ম আর মৃত্যুদিনে নামটা উচ্চারিত হয়। তাতে কি গান্ধিবাদের অনুসরণ হয়?

ভাগ্যিস ভারতীয় মুদ্রায়, বিশেষ করে নোটে ছবিটা আছে। নাহলে গান্ধিজি হয়তো আরও অচেনা হয়ে যেতেন। শুধু গান্ধিবাদ নয়, মার্কসবাদের উচ্চারণ নিঃশব্দে কমে যাচ্ছে। কিছু বাম দলের নামে আছে শব্দটা। বামেদের দপ্তরে কার্ল মার্কসের ছবি থাকে। পার্টি সম্মেলনের মঞ্চে মার্কসবাদ জিন্দাবাদ লেখা হয়। এর বাইরে রোজকার রাজনীতিতে মার্কসবাদের অনুশীলন কতটা? উত্তরটা জানতে নিজেদেরই প্রশ্ন করি না কেন।

কেবি হেডগাওয়ারের নাম কি আমরা জানি? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। কিংবা মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আরেক আইকন। দীনদয়াল উপাধ্যায় অবশ্য আটকে আছেন স্টেশন ও রেলের কোচের নামে। হিন্দুত্বের রাজনীতির ধ্বজাধারী বিজেপির দৈনন্দিন চর্চাতেও এঁদের পাবেন না। তাঁদের ভাবনা, মতবাদ নিয়ে আলোচনা শোনেন কোথাও? মাও সে তুং যেন হয়ে উঠেছেন সন্ত্রাসের আরেক নাম। মাওবাদ আর উগ্রপন্থাকে সমার্থক করে ফেলা হয়েছে।

এঁদের মতবাদ আমাদের সকলের পছন্দ নাও হতে পারে। আমরা তাঁদের ভাবনার সমর্থক নাই হতে পারি। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক অভিধানে গান্ধিবাদ, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ, হিন্দুত্ববাদ ইত্যাদি শব্দগুলির জোরালো উপস্থিতি ছিল দীর্ঘদিন। মতবাদ নির্বিশেষে রাজনীতির অনুশীলনকারীরা এসবের চর্চা করতেন।

এরপর দশের পাতায়

ছয় মাসে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন

মাতৃত্বকালীন মৃত্যুতে উদ্বেগ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : চলতি বছরের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় ১৬ জনের মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হয়েছে। ছয় মাসে এই মৃত্যুর সংখ্যা যথেষ্টই উদ্বেগজনক। নিয়মিত গর্ভবতীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সরকারি তরফে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পরেও কেন এতজনের মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। দেখা গিয়েছে, চলতি বছর এখনও পর্যন্ত জেলার ধূপগুড়ি ব্লকে সব থেকে বেশি মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হয়েছে। প্রতিটি মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হয় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে। সেক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, লিভারের সমস্যা, কিডনির সমস্যা, ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া সহ একাধিক কারণ রয়েছে।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার বলেন, 'মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনাই তদন্ত করে দেখা হয়। মৃত্যুর কারণ জানতে সংশ্লিষ্ট ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছ থেকে মহিলার গর্ভবতী হওয়ার সময় থেকে যাবতীয় রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়। যদি কোথাও কারও খামতি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করি। তবে একজন মহিলার গর্ভবতী হওয়ার দিন থেকে বেশ কিছু নিয়মের মধ্যে চলতে হয়। সেক্ষেত্রে আশাকর্মীদের যেমন একটা ভূমিকা থাকে, একইভাবে পরিবারের সদস্যদের সচেতন থাকতে হয়।'

স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য বলছে, ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরে জলপাইগুড়ি জেলায় ২৮ জনের মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হয়েছিল। চলতি আর্থিক বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত জেলায় মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের। গত বছরের তুলনায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে কি না তা এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য দপ্তর জানাতে পারেনি। তবে ছয় মাসেই ১৬ জনের মৃত্যু যথেষ্টই উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে। কী কারণে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হয়ে থাকে? উত্তরে এক স্বাস্থ্য আধিকারিক জানালেন, মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর একাধিক কারণ থাকতে পারে। মূলত সব থেকে বেশি যে কারণ দেখা যায় তা হল অপুষ্টি, হাইপারটেনশন, রক্তাল্পতা, ব্লাড সুগার। এই রোগগুলো যদি কোনও গর্ভবতীর শরীরে থাকে এবং সেগুলোর যদি সঠিক সময় চিকিৎসা না করানো হয় তার থেকে কিডনি, লিভারের সমস্যা তৈরি হয়। এছাড়াও রয়েছে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে শিরার মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করে। এর কারণেও মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী, একজন মহিলা গর্ভবতী হওয়ার দিন থেকেই একজন আশাকর্মী নিয়মিত তাঁর নজরদারিতে থাকেন। ওই আশাকর্মী একদিকে যেমন তাঁর পুষ্টি, খাবার নিয়ে সচেতন করে থাকেন, একইভাবে সময় অন্তর গর্ভবতীকে নিয়ে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। অভিযোগ রয়েছে, অনেক সময় গর্ভবতীর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে গাফিলতি থাকছে। এক্ষেত্রে আশাকর্মীদের পাশাপাশি মহিলার পরিবারকেও সচেতন হতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি আর্থিক বছরে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ধূপগুড়ি ব্লকে সব থেকে বেশি ৬ জনের মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হয়েছে। গত আর্থিক বছরেও ধূপগুড়ি ব্লকে সব থেকে বেশি ৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। গত বছর রাজগঞ্জ ব্লকে ৭ জনের মাতৃত্বকালীন মৃত্যু

হলেও চলতি আর্থিক বছরে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বছরের তুলনায় মাল এবং ময়নাগুড়ি ব্লকে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কম রয়েছে। সেই জায়গায় গত বছর মেটেলি এবং নাগরাকাটা ব্লকে মাতৃত্বকালীন কেউ মারা না গেলেও চলতি বছর ওই দুটি ব্লকে ৫ জন গর্ভবতীর মৃত্যু হয়েছে।

কেবলমাত্র যে আশাকর্মী বা পরিবারের গাফিলতিতেই গর্ভবতীর মৃত্যু হয় এমনটা নয়। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগে দিনকয়েক আগের ঘটনা। গড়ালবাড়ির নয় মাসের এক গর্ভবতী মহিলাকে চিকিৎসকের পরামর্শে প্রসবের জন্য ভর্তি করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। ভর্তি করার সময় সুস্থ ছিলেন ওই গর্ভবতী বলে দাবি করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ, ওই গর্ভবতীকে একটি ইনজেকশন এবং কিছু ওষুধ দেন কর্তব্যরত নার্সরা।

এরপর দশের পাতায়

ঠাকুর দেখতে গিয়ে দুর্ঘটনার বলি ৩

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : কালীপুজোর রাতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে দুটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন তরুণের। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কে। দ্বিতীয় বাইক দুর্ঘটনাটি ঘটে ময়নাগুড়িতে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের চৌরঙ্গি মোড়ে বাইক দুর্ঘটনায় কাঞ্চন দত্ত (২৬) এবং সুজয় সরকার (২০) নামে দুই তরুণের মৃত্যু হয়। অপর ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। সেখানে মৃত্যু হয়েছে সুমন সরকার (২৫) নামে এক তরুণের। কাঞ্চনের বাড়ি মোহিতনগর এলাকায় এবং সুজয় ধাপগঞ্জের বাসিন্দা। অন্যদিকে সুমন কোচবিহার জেলার মোরঙ্গার বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার কালীপুজোর রাতে মোটরবাইক নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন সুজয়। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু জয় সরকার। অন্যদিকে, রাতে মোহিতনগরের বাড়িতে বাইক নিয়ে চৌরঙ্গি মোড়ের ক্লাবের পুজো দেখতে যাচ্ছিলেন কাঞ্চন। পুজোমণ্ডপের সামনে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয়রাই দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসক কাঞ্চনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুজয়কে ভর্তি করা হয় মেডিকেল কলেজে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সুজয়ের চিকিৎসা শুরু হয়। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসকরা সুজয়কেও মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে জয় গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে জলপাইগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মোহিতনগর এলাকার বাসিন্দা পার্থ দাস বলেন, 'কাঞ্চন স্থানীয় একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। ক্লাবের পুজোর সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আমরা মাঝপথেই পুজো বন্ধ করে দিই। এই ঘটনার পর আর পুজো হয়নি।' অন্যদিকে ধাপগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা নৃপেন মণ্ডল বলেন, 'সুজয় পেশায় একজন ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি ছিলেন। পাড়ার এক বন্ধুকে নিয়ে সে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিল। কেন ওরা চৌরঙ্গি মোড়ের দিকে গেল তা আমরাও জানি না।'

অন্যদিকে মোরঙ্গার বাসিন্দা সুমন তাঁর এক বন্ধু নিতাই মণ্ডলকে নিয়ে ময়নাগুড়িতে তাঁর দিদির বাড়ি আসছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দিদির বাড়ি এসে ময়নাগুড়ির ঠাকুর দেখবেন। কিন্তু জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার ওপর উলটে যায়। পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে পাঠালে চিকিৎসক সুমনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিতাই বর্তমানে মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছেন। দুটি দুর্ঘটনায় পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে।

বেলা গড়াতেই পথে ভিড়

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার বৃষ্টিবিঘ্নিত কালীপুজোর পর শুক্রবার যেন বাঁধ ভেঙেছিল সাধারণ মানুষের। বেলা গড়াতেই মানুষের স্রোত নেমেছিল রাজপথে। শীত জাঁকিয়ে না পড়লেও কালীপুজোর রাতে শীতের প্রকোপ জলপাইগুড়ি শহরে ছিল। শীতকে উপেক্ষা করে বহু মানুষ শহরের বড় পুজোগুলি ঘুরে দেখার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী পুরোনো পুজোমণ্ডপে গিয়েছেন। অনেকেই দীর্ঘক্ষণ যোগমায়া কালীবাড়ির মণ্ডপ চত্বরে অপেক্ষা করে সন্ধ্যার আরতি দেখতে পাননি। যোগমায়া কালীবাড়ির সম্পাদক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কালীবাড়িতে এবারে সমাগম গতবারের তুলনায় বেশি হলেও আরতি দেখা সম্ভব হয়নি। সকাল থেকেই যোগমায়া কালীবাড়ি কর্তৃপক্ষ ভক্তদের জন্য খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করেছেন।' জেলা শহরে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত যত বাড়ছে দর্শনার্থীদের সংখ্যা ততই বাড়ছে। জলপাইগুড়ি দাদাভাই ক্লাবের পুজোমণ্ডপে বৃহস্পতিবার ভিড়ের চাপে দর্শনার্থীদের একটি বড় অংশ প্যান্ডেলের ভিতরে ঢুকতে পারেননি। শহরের প্রাণকেন্দ্রে মুনলাইটের পুজো প্যান্ডেলে আলোকসজ্জার বিচ্ছুরণ ঘটেছে। অতীতে প্রচারের বৃত্তের বাইরে থাকলেও গত কয়েক বছরে নবারুণ সংঘ যে মণ্ডপসজ্জা প্রদর্শন করছে তা দর্শকদের টানছে। বৃহস্পতিবার রাত ১১টার সময় কালীপুজো শুরু হওয়ার মুখে প্রবল বৃষ্টিতে বেলাকোবা পুজো কমিটি এবং দর্শক উভয়ই ভোগান্তির শিকার।

বেলাকোবা স্টেশন কলোনির আগ্রহী সংঘের ২৬তম পুজোর আয়োজন করা হয় কৃত্রিম গুহার মধ্যে। পাশাপাশি ছিল জ্যান্ত তিনটি ভূতপ্রেতের স্ট্যাচু সহ শ্মশানঘাট। বৃষ্টির কারণে তা বাতিল হয়। এদিন থেকে তিনদিন সেই অনুষ্ঠান হবে বলে পুজো কমিটির সম্পাদক তীরেন রায় জানিয়েছেন। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল তিনটি জ্যান্ত ভূতপ্রেতের স্ট্যাচু। রাজগঞ্জ শ্মশানকালী পুজোয় এবারে থিম জ্যান্ত ভূত। আর সেই ভূত দেখতেই অমাবস্যায় ভিড় উপচে পড়ে সাধারণ মানুষের। শুক্রবার সূর্যাস্তের পরেই মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। গেছো ভূত, শাঁকচুন্নি ভূত, মেছো ভূত দেখে আঁতকে উঠছেন অনেকেই।

এদিন বিকেল থেকে ময়নাগুড়িতে কালীপুজোর প্যান্ডেলে ভিড় শুরু হয়ে যায়। ভিড় সামলাতে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়, দুর্গাবাড়ি মোড়, জাগৃতি মোড় এবং নতুন বাজার মোড়ে অতিরিক্ত পুলিশ নামানো হয়। জাগরণী সংঘে এদিন ভোর পর্যন্ত ভিড় ছিল। এদিকে রাত যত বেড়েছে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভিড়। শিবাজি সংঘ, নিউ ভারত সংঘের পুজোর ভিড় ছিল যথেষ্ট।

ধূপগুড়ি শহরে এদিন বেলা গড়াতেই ভিড়ে পথ চলা দায় হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ মানুষের। পুলিশ ও ট্রাফিক কর্তারাও এদিন বিকেল থেকেই শহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে নেমে পড়েন।

তোলপাড় ফালাকাটা

গণপিটুনিতে মৃত্যু ধর্ষণে অভিযুক্তের

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১ নভেম্বর : ছয় বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর তার দেহ পুকুরে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ লোপাটের সমস্ত চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু তার সেই চেষ্টা শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। ওই শিশুর পরিবারের পাশাপাশি প্রতিবেশীদের হাতে সে ধরা পড়ে যায়। শুক্রবার ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। প্রতিবেশীরা অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই বাসিন্দারাই ওই ব্যক্তিকে সুপারি গাছে বেঁধে প্রচণ্ড মারধর শুরু করেন। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে ঘটনার রেশ এখানেই থেমে থাকেনি। বিভিন্ন এলাকা থেকে বাসিন্দারা অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হন। নিমেষের মধ্যেই ওই বাড়ির একটি ঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। একে তো শিশুর ওপর ধর্ষণের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা। তার ওপর উত্তেজিত জনতা যেভাবে গোটা ঘটনাটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে অভিযুক্তকে শাস্তি দিল তাতে এলাকায় যথেষ্টই উত্তেজনা রয়েছে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদার বলেন, 'গণপিটুনির জেরে অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে।' পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে শিশুটি তাদের বাড়ির সামনেই খেলাধুলো করছিল। কিছুক্ষণ পর থেকে তার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বেলা ৪টে নাগাদ প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে বাড়ির সামনে টিউবওয়েলে হাত-পা ধুতে দেখা যায়। তার হাত-পা রক্তে ভরা ছিল। শিশুর ঠাকুমা তা দেখতে পেলে তাঁর সন্দেহ হয়। কী করে ওই ব্যক্তির শরীরে রক্ত লাগল সে বিষয়ে তিনি তাকে প্রশ্নও করেন। কিন্তু ওই প্রতিবেশী ব্যক্তি নিরুত্তর ছিল। বৃদ্ধার কথায়, 'নাতনি আমার সামনেই খেলা করছিল। ও হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়ায় আমি খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে প্রতিবেশীকে বাড়ির সামনের কলে রক্তমাখা হাত-পা ধুতে দেখে খুবই সন্দেহ হয়। ঘরে গিয়ে দেখি রক্তমাখা জামাকাপড় পড়ে রয়েছে।'

এরপর ওই মহিলা ওই ব্যক্তিকে সমানে প্রশ্ন করতে থাকলে সে সবকিছু স্বীকার করে নেয়। শিশুটিকে ধর্ষণের পর সে মৃতদেহ পুকুরে ছুড়ে ফেলে বলে স্বীকার করে নেয়। ওই বৃদ্ধা সবাইকে তা জানালে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রতিবেশীরা ওই ব্যক্তিকে বাড়ির সামনে একটি সুপারি গাছে বেঁধে রাখেন। পরে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ওই ব্যক্তিকে ব্যাপক মারধর করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তির পাশাপাশি শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

এদিকে, গোটা ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা যেভাবে আইন হাতে তুলে নিয়েছেন তাতে প্রশ্ন উঠেছে। ধর্ষণের ঘটনায় আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা অবশ্য এটাই প্রথম তা নয়। দেশে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে।

এরপর দশের পাতায়

বাসিন্দাদের রোষ

- ছয় বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে তাকে পুকুরে ছুড়ে ফেলা হয়
- পরে রক্তমাখা হাত-পা ধোয়ার সময় ওই ব্যক্তি ধরা পড়ে যায়
- পুলিশ এলাকায় পৌঁছানোর আগেই ওই ব্যক্তিকে সুপারি গাছে বেঁধে মারধর
- হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়

শৈলরানিতে দার্জিলিংয়ের জনকের প্রপৌত্রী

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : সন্দেহ জাগিয়েছিল ডিএনএ রিপোর্ট। ভারতীয়দের সঙ্গে মিল ছিল মাত্র ৫ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডের বাসিন্দা পেশায় চিকিৎসক সুজান এলিজাবেথের তবু বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তাঁর শিকড় ছড়িয়ে আদতে ভারতেই। সেই শিকড়ের সন্ধানেই সম্প্রতি শৈলরানি দার্জিলিংয়ে এসে পৌঁছেছেন তিনি। সঙ্গী তাঁর স্বামী উইলিয়াম ও কন্যা এস্থার।

সুজান সম্পর্কে দার্জিলিংয়ের 'জনক' জেমস উইলিয়াম গ্রান্টের প্রপৌত্রী (পঞ্চম প্রজন্ম)। তিনি এখন খুঁজে বেড়াচ্ছেন গ্রান্টের স্থানীয় সঙ্গী সেই মহিলা এবং তাঁর বংশধরদের। ঘুরে বেড়াচ্ছেন পূর্বপুরুষদের স্মৃতিবিজড়িত একাধিক স্থান। যদি কোনও সূত্র মেলে, এই আশায়। সুজান সংস্পর্শে আসতে চাইছেন স্থানীয় কোনও ইতিহাসবিদেরও।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কথা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে তখন মালদায় কর্মরত ছিলেন জেমস উইলিয়াম গ্রান্ট। ১৮২৮ সালে জর্জ ডব্লিউ লয়েডকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হদিস পান দার্জিলিংয়ের। তখন অবশ্য নাম ছিল 'দোর্জেলিং'। শ-খানেক লেপচা বাসিন্দা থাকতেন সেখানে। গ্রান্টের হাতেই গুরুদায়িত্ব পড়ে দার্জিলিংকে নতুন রূপে গড়ে তোলার। তখনই তিনি মনস্থির করেন, অবসর পর্যন্ত থেকে যাবেন দার্জিলিংয়েই। যেমন ভাবনা, তেমনই কাজ। সেইসময় নাকি এক স্থানীয় মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান গ্রান্ট। তাঁরা দুই সন্তানেরও জন্ম দেন, মার্গারেট ও চার্লস। সুজান বলছেন, 'আমরা জেনেছি, মার্গারেট ও চার্লসকে পড়াশোনার জন্য ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য তাঁরা ভারতে ফিরে আসেন। এখানে ফিরে তাঁরা পারিবারিক চায়ের ব্যবসায় মন দেন।' লেবংয়ের কাছে থাকা ব্যানকবার্ন চা বাগানটি গ্রান্টের পারিবারিক মালিকানায় ছিল। মার্গারেট ও চার্লসকে ওই বাগানটি সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সম্ভবত।

দার্জিলিংয়ের আনাচকানাচে ছড়িয়ে রয়েছে সুজানের পূর্বপুরুষদের পদধূলি। সেই ধুলো পায়ে মাখতে গত মঙ্গলবার তাঁরা পৌঁছে গিয়েছিলেন শহরের সেন্ট পল'স স্কুলে। সুজান শুনেছেন, এখানেই তাঁর পূর্বপুরুষদের অনেকে পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও ইতিহাসের কোনও 'দলিল' হাতে আসেনি তাঁদের। তাই তাঁরা হন্যে হয়ে খুঁজছেন এমন কাউকে যিনি হদিস দিতে পারবেন, গ্রান্টের সেই সঙ্গিনী ও তাঁর উত্তরসূরিদের।

মার্গারেটকে বিয়ে করেছিলেন দার্জিলিংয়ের চিকিৎসক রিচার্ড ও'ব্রায়েন। তিনি আবার নেশায় লেখকও ছিলেন। গ্রান্টের আরেক বংশধর চার্লস রিচার্ড বাংলাদেশের ঢাকা মেডিকেল কলেজের সুপার ছিলেন। রিচার্ডের খুড়তুতো ভাই জর্জ আবার প্রায় ৪০ বছর কার্সিয়াংয়ের গুমটি এবং জংপানা চা বাগানের মালিকানা সামলেছেন। ইতিমধ্যে গুমটি চা বাগানও ঘুরে এসেছেন সুজান, এস্থাররা।

দার্জিলিং একসময় সিকিমের অন্তর্গত ছিল, যা বিস্তীর্ণ ছিল পূর্ব নেপাল পর্যন্ত। সীমান্ত সমস্যা মেটাতে ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক গ্রান্ট এবং

এরপর দশের পাতায়

শিকড়ের টান

জিডব্লিউ গ্র্যান্টের উত্তরসূরিরা।

অভিযুক্তের দেহ নিয়ে যাওয়ার পর ফালাকাটা হাসপাতালে পুলিশ।

খুব দ্রুত মুখ্যসচিবের কাছে পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট জমা

নদীখাতে নজর কেন্দ্র-রাজ্যের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : তিস্তা সহ ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তের নদীখাত উঁচু হওয়ার ঘটনায় অবশেষে নড়েচড়ে বসল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। দুই সরকারের যৌথ উদ্যোগে তিস্তা ও ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তবর্তী নদীগুলিতে পর্যবেক্ষণ শুরু হল। সেবক থেকে মিলনপল্লি হয়ে আলিপুরদুয়ারের একাধিক নদীর উপর গত ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর যৌথ পর্যবেক্ষণ চলে। রাজ্য সেচ দপ্তর ও রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নদী বিশেষজ্ঞ ছাড়াও কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার সাপ্লাই কনসালটেন্সি সার্ভিস (ওয়াপকস)-এর ডিরেক্টর ও বিশেষজ্ঞরাও অংশ নেন।

দলটি খুব তাড়াতাড়ি তিস্তা ও ডুয়ার্সের নদীগুলিতে ড্রেজিংয়ের প্রাসঙ্গিকতা, পরিবেশবান্ধব পরিস্থিতি বজায় রেখে কীভাবে ড্রেজিং করা সম্ভব তা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কাছে পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট জমা দেবে বলে খবর।

শিলিগুড়ির কাছে সেবকের উঁচু এলাকা থেকে জলপাইগুড়ি অংশে সেবকের নীচু এলাকায় তিস্তা নদীখাত সরেজমিনে খতিয়ে দেখে যৌথ প্রতিনিধিদলটি। রাজগঞ্জের মিলনপল্লিতে তিস্তার গতিপথে একাধিক চ্যানেল তৈরি হওয়ায় বালির পুরু স্তর পড়ে উঁচু হয়ে যাওয়া নদীখাতগুলি দলটি ঘুরে দেখে। জলপাইগুড়িতে তিস্তা যেখানে করলার সঙ্গে মোহনায় মিশেছে সেই এলাকাও তাঁরা পরিদর্শন করেন।

ডুয়ার্সের বীরপাড়ার পাগরিঝোরায় কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রতিনিধিদল। -সংবাদচিত্র

আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের ভুটান সীমান্তবর্তী পাগলিঝোরা, গোমটু ভুটানের কাছে পাহাড় থেকে নেমে আসা ধস, বালি, নুড়ি, পাথরের স্তূপগুলিও দলটি ভালো করে যাচাই করে। কালচিনির হাসিমারার কাছে গাবুরবাসরা, জয়গাঁ এলাকায় ভুটান পাহাড় থেকে আসা পাহাড়ি নদীর ভয়ংকর রূপের পাশাপাশি খারখোলার মতো বড় ঝোরাও ঘুরে দেখা হয়।

জানা গিয়েছে, তিস্তা নদীবক্ষে সেবক থেকে মিলনপল্লি হয়ে মোহনা পর্যন্ত তিন থেকে সাত মিটার পুরু বালির স্তর জমাট বেঁধে নদীগর্ভ অগভীর করে তুলেছে। তিস্তার বহু জায়গায় পৃথক পৃথক চ্যানেল তৈরি করে নদী বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীগর্ভ ভরাট হয়ে অল্প জলেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তিস্তার ৩২ কিমি নদীখাত অবিলম্বে ড্রেজিংয়ের সুপারিশ করেছে সেচ দপ্তর। আগামী বর্ষার আগে ড্রেজিং না করা গেলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে বলে তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তিস্তার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেও। বীরপাড়া, গোমটু ভুটান, জয়গাঁ, হাসিমারার কাছে ভুটান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ধসে ডুয়ার্সের নদীখাত কীভাবে উঁচু হয়েছে দলটি তা চাক্ষুষ করে। দ্রুত ভুটানের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্যোগ গ্রহণে সুপারিশ করা হবে বলে প্রতিনিধিদলটি জানিয়েছে। পাশাপাশি ভুটান সীমান্তে নদীখাত ড্রেজিং করা হলে তা কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে দলটি সংশয় প্রকাশ করে। কারণ, ওই সীমান্তবর্তী নদীগুলি ড্রেজিং করা হলেও ভুটান পাহাড়ের ধসে ফের নদীখাত উঁচু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ভারতের উচিত দ্রুত ভুটানের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা। এবিষয়ে সেচ দপ্তরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার জানান, এটি অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ। উত্তরবঙ্গের নদীখাতগুলি উঁচু হওয়ার বিষয়টি রাজ্য সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।

এ প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জানান, বিধানসভায় পরিস্থিতির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে তাঁর কাছে ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাব বিধানসভায় পাশও হয়। আশা করি, প্রতিনিধিদলটি ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা এলাকাগুলির বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

বিশেষজ্ঞ দলে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা ছিলেন। দলটি আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গেও কথা বলে।

তিস্তায় সমীক্ষা

- তিস্তা সহ ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তের নদীখাত ক্রমশ উঁচু হচ্ছে
- এজন্য তৈরি বিশেষজ্ঞ দল সরেজমিনে সব খতিয়ে দেখল
- দলে ছিলেন রাজ্য সেচ দপ্তর, কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের বিশেষজ্ঞরা

গোরুকে পুজো দিচ্ছেন গোর্খা মহিলারা। শুক্রবার জয়গাঁয়।

গাই তিহারে মাতলেন গোর্খারা

জয়গাঁ, ১ নভেম্বর : সকালে স্নান সেরে বাড়ির গোরু এবং পথচলতি গোরুদের গলায় মালা ও কপালে টিকা পরিয়ে তিহার উৎসব পালন করলেন গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষজন। শুক্রবার ছিল তিহার উৎসবের চতুর্থ দিন। সেই উপলক্ষ্যে গোরু পুজোর আয়োজন। দলসিংপাড়া, জয়গাঁয় প্রচুর মানুষকে দেখা গেল গোরু তিহার পালন করতে।

গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষজনের ভাষায় এই উৎসব গাই তিহার নামে পরিচিত। এদিন গোরুদের মা হিসেবে পুজো করেন এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা। গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষজন সকালে স্নানাদি সেরে যাঁদের নিজস্ব গোশালা রয়েছে সেখানে যান, নতুবা বাড়ির গোয়ালে যান। পথচলতি গোরুগুলিরও পুজো করেন তাঁরা। গোরুকে প্রথমে পরানো হয় সিঁদুরের টিকা। গলায় দেওয়া হয় গাঁদা ফুলের মালা। কোথাও কোথাও আবার পুরোহিত ডেকে রীতিমতো মন্ত্র পড়ে গোরুর পুজো করা হয়। এরপর প্রসাদ হিসেবে গোরুকে খাওয়ানো হয় শাকসবজি, কলা ইত্যাদি। গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষজনের কথায়, রোজকার জীবনে গোরুর অবদান অনস্বীকার্য। গোরুর দুধ পান করা হয়। শিশু এবং অসুস্থ রোগীরা এই দুধ পান করে সুস্থ হয়ে ওঠেন। দুধ থেকে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি হয়। মানবজীবনে গোরুর এই অবদানের কথা মাথায় রেখেই তাদের পুজো করা হয়। সাধারণত দীপাবলির সময় এই তিহার উৎসব পালিত হয়। কাক, কুকুর তিহারও আয়োজিত হয়। নেপালে এই উৎসব বড় করে পালিত হয়। যেখানে গোর্খা জনজাতির মানুষজন থাকেন সেখানেই এই উৎসব পালিত হয়। থুলু গুরুং নামের এক মহিলা জানান, 'ছোট থেকেই বাড়িতে এবং বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এই উৎসব পালিত হতে দেখছি। এই উৎসবগুলি যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য আমরা নতুন প্রজন্মকে এর মাহাত্ম্য শেখাচ্ছি।'

দিনের বেলা থমথমে কাশিয়াবাড়ির প্রাচীন দেবী চৌধুরানির কালী মন্দির। (ডানে) নিশিরাতে সেই কালী মন্দিরে পুজো চলছে।

ফালাকাটাবাসীর হিতে মঙ্গলপুজো বৃহন্নলাদের

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১ নভেম্বর : ট্রেনে হোক বা বাসে, কিংবা হাটবাজারে হাততালি দিয়েই নিজেদের পেটের ভাত জোগাড় করেন ওঁরা। খুশিমনে যে যা দেন তাতেই তাঁরা খুশি। এই দানের টাকাতেই নিজেদের পেটে ভাত জোগানোর পাশাপাশি সমাজের একাধিক ভালো কাজেও পাশে দাঁড়ান বৃহন্নলারা। আর বৃহস্পতিবার রাতে ফালাকাটা শহরের বৃহন্নলারা পুজো দিলেন গোটা ফালাকাটার বাসিন্দাদের মঙ্গলকামনায়।

ফালাকাটা শহরের কলেজপাড়ায় বসবাসকারী বৃহন্নলারা এর আগেও নানা সামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে নজির তৈরি করেছেন। সেই রাতে তাঁরা যে পুজোর আয়োজন করলেন, তার নাম মহামঙ্গলপুজো। পুজোর পর পেটপুরে প্রসাদ খাবারের ব্যবস্থাও ছিল।

বৃহস্পতিবার রাতে যখন অন্যরা কালীপুজো নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন উত্তরবঙ্গ হিজড়া উন্নয়ন সংগঠনের তরফে আয়োজন করা হয়েছিল মহামঙ্গলপুজোর। ওই রাতে কলেজপাড়া হরেকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। শুক্রবার পুজো প্রাঙ্গণ থেকে দুঃস্থ মহিলাদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও দুপুরে পেটপুরে প্রসাদের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্নরদের এই মহামঙ্গলদেবী বনমুরগির উপর অধিষ্ঠিত। এখানে দুটি দেবী পূজিত হন। এক দেবীর কোলে আবার একটি ছোট বাচ্চাও রয়েছে। জগতে সবার মঙ্গলকামনায় দেবী সবসময় কোমলমতি বলেই কিন্নররা জানিয়েছেন। তাঁদের পুজোয় এখন সাধারণ মানুষও অংশ নেন।

ফালাকাটা কিন্নর সমাজের গুরুমা রিয়া সরকার বলেন, 'সারাবছর আমরা বিভিন্নভাবে যে অর্থ উপার্জন করি, তার একটি বড় অংশ সামাজিক কাজে লাগাই। এদিন অসংখ্য মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিয়েছি আমরা। আর আমাদের পুজোর আয়োজন করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ফালাকাটার মানুষের মঙ্গলকামনা করা।'

উত্তরবঙ্গ হিজড়া উন্নয়ন সংগঠনের তরফে জানা গিয়েছে, ফালাকাটাতে বেশ কয়েকজন বৃহন্নলা বাস করেন। তাঁরা আগে শহরের গোপনগর এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। কিন্তু কয়েক বছর হল তারাঁ শহরের কলেজপাড়ার একটি জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করছেন। সেখান থেকেই ফালাকাটার দুঃস্থ মানুষের উন্নয়নে একাধিক কাজ করছেন তাঁরা। আর সেইসঙ্গে গত দু'বছর ধরে আপামর জনসাধারণের মঙ্গলকামনায় মহামঙ্গল দেবীর পুজোর আয়োজন করছেন। এবারও বড় করে তাঁরা পুজো করেছেন। শুক্রবার তাঁদের পুজোর অনুষ্ঠানে শহরের বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজন

- ফালাকাটার কলেজপাড়া হরেকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে পুজোর আয়োজন
- গত দু'বছর ধরে এই পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে
- শুক্রবার পুজো প্রাঙ্গণ থেকে দুঃস্থ মহিলাদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়
- দুপুরে পেটপুরে প্রসাদের আয়োজন করা হয়েছিল

মহামঙ্গল প্রতিমার সামনে কিন্নররা। ফালাকাটায় শুক্রবার।

রাতে পুজো, ভোরের আগে বিসর্জন

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১ নভেম্বর : একদিনে প্রতিমা তৈরি করে নিশিরাতে পুজো। তারপর দিনের আলো ফোটার আগেই বিসর্জন। প্রাচীনকাল থেকে এই নিয়মেই সদর ব্লকে কাশিয়াবাড়ি গ্রামের দেবী চৌধুরানি কালী মন্দিরে কালীপুজো হয়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সেই রীতিনীতি মেনে পুজো হল। প্রতিবছরই জাগ্রত এই পুজোয় শামিল হন কাশিয়াবাড়ি সহ সংলগ্ন গ্রামের মানুষজন।

কথিত আছে, প্রাচীনকালে এই পুজোর প্রচলন করেন দেবী চৌধুরানি এবং ভবানী পাঠক। সেসময় কালীর থান বা কাঁচা চালাঘরে দেবীর আরাধনা করা হত। পরের দিকে মা কালীর কাছে পুত্রসন্তানের জন্য করা প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ায় কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এই মন্দিরটি চুন, সুরকি এবং ইট দিয়ে পাকা করে দেন। সেইসঙ্গে মন্দিরের নিত্যপুজোর কাজে জলের ব্যবস্থার জন্য একটি পাকা ইঁদারা নির্মাণ করে দেওয়া হয়। সেই নিদর্শন আজও উজ্জ্বল। সেসময় কোচবিহারের রাজপরিবারের তত্ত্বাবধানে এই মন্দিরে পুজোর আয়োজন করা হত।

স্থানীয় আশিস মিশ্র জানালেন, রাজ আমলে মন্দিরের পুজোর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল স্থানীয় তিনজন ইসালদারের ওপর। সেসময় তাঁরা লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন কাশিয়াবাড়ি চলে আসতেন। গোরু বা মোষের গাড়িবোঝাই করে পুজোর পিতলের সামগ্রী, ভোগ রান্নার সরঞ্জাম সহ দেবীর স্বর্ণালংকার নিয়ে আসারও গল্পকথা প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু ইসালদারদের মৃত্যুর পর সেইসব সোনার গয়না কিংবা ভোগ রান্নার সরঞ্জামের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। এলাকারই এক প্রবীণ ব্যক্তি অজিত মিশ্র জানান, মন্দিরে একটি বড় ঘণ্টা ছিল। সেই ঘণ্টা বাজালে প্রায় পাঁচ কিমি দূর থেকে সেই ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যেত। আবার এই মন্দিরে একসময় পুজোর রাতে ১০০-১৫০টি পাঁঠাবলি দেওয়া হত। তবে এখন হয়না বলি।

আজ টিভিতে

মধুর হাওয়া সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায় আকাশ আটে।

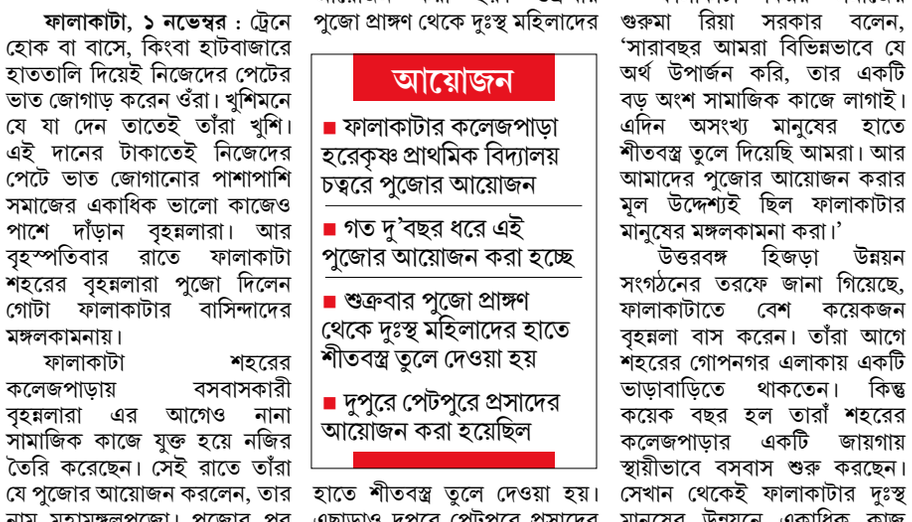

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.৪৫ মনসা কন্যা, রাত ৮.১০ অরুন্ধতী, রাত ১১.০৫ শিব পার্বতী কথা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ অন্যায় অত্যাচার, বিকেল ৩.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, বিকেল ৫.০০ তিনমূর্তি, রাত ৮.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বাদশা-দ্য কিং, দুপুর ১.০০ প্রতিকার, বিকেল ৪.০০ খোকা ৪২০, সন্ধ্যা ৭.০০ পরিবার, রাত ১০.০০ গ্রেফতার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জীবন যুদ্ধ, সন্ধ্যা ৭.৩০ দাদামণি

অরুন্ধতী রাত ৮.১০ মিনিটে **জলসা মুভিজে**

খোকা ৪২০ বিকেল ৪টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

তিনমূর্তি বিকেল ৫টায় **জি বাংলা সিনেমায়**

কহানি ২ : দুর্গারানি সিং রাত ৮টায় **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সম্পত্তির দখল নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। প্রেম নিয়ে সমস্যা। **বৃষ :** বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। **মিথুন :** সাধুসন্তদের সান্নিধ্যে মানসিক শান্তি মিলবে। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আজ আসবে। **কর্কট :** ব্যবসার কাজে দূরে কোনও কাজের জন্যে যেতে হতে পারে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। **সিংহ :** পরিশ্রমেই লাভবান হবেন। কোনও প্রিয়জনের সাফল্যে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। **কন্যা :** পেটের অসুখে ভোগান্তি। বিপন্ন কোনও মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে আনন্দ। প্রেমে শুভ। **তুলা :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে আপস করে চলুন। সামান্য কারণে বন্ধুদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। **বৃশ্চিক :** বিনা কারণেই কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে ঝগড়ায় মন খারাপ। হারানো জিনিস ফিরে পাবেন। **ধনু :** আজ কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সমস্যায়। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হবে। **মকর :** আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রিয়জনের কাছ থেকে মানসিক আঘাত পেতে পারেন। **কুম্ভ :** কোনও ভালো কাজের সঙ্গে থাকার কারণে প্রশংসিত হবেন। সংসারে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। **মীন :** সংসারে কোনও নতুন সদস্যকে নিয়ে সমস্যা। আগুন ও বিদ্যুতের ব্যবহারে সতর্ক থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৬ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ১১ কার্তিক, ২ নভেম্বর ২০২৪, ১৬ কাতি, সংবৎ ১ কার্তিক সুদি, ২৯ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৬, অঃ ৪।৫৬। শনিবার, প্রতিপদ রাত্রি ৬।৫৫। বিশাখানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৩৩। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ১২।৫। কিন্তুঘ্নকরণ প্রাতঃ ৬।২ গতে ববকরণ রাত্রি ৬।৫৫ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১১।১ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৫।৩৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৬।৫৫ গতে চতুষ্পাদদোষ, শেষরাত্রি ৫।৩৩ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৬।৫৫ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।১০ মধ্যে ও ১২। ৪৫ গতে ২।৯ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।৫৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩২ মধ্যে ও ৪।১০ গতে ৫।৪৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ মধ্যে ও ৭।২৮ গতে ৯।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।২৯ গতে ৩।২২ মধ্যে।

অ্যাফিডেভিট

আমি কল্পনা রায় (দত্ত) স্বামী দিলীপ কুমার রায় সাকীন সারদাপল্লি ওয়ার্ড নং-১৪ পোঃ ফালাকাটা থানা-ফালাকাটা-জেলা-আলিপুরদুয়ার-পিন-৭৩৫২১১। গত ২৪-০৯-২০২৪ ইং তারিখে আলিপুরদুয়ার জেএম কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে কল্পনা রায়(দত্ত) এবং কল্পনা রায় একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

কর্মখালি

মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট (সহায়ক)চাই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির, সর্বসময়ের জন্য (দিবা-রাত্রি)। বয়স-২১ থেকে ৩১-এর মধ্যে হতে হবে। ডিভোর্সি হলেও হবে, পড়াশোনার নিম্নতম মাধ্যমিক হলে ভালো। থাকা-খাওয়া, সঙ্গে যাবতীয় সুযোগসুবিধা পাবেন। প্রাথমিক বেতন ১০,০০০/- যোগ্যতা অনুযায়ী বাড়বে, যোগাযোগ - 9002004418, ডঃ শাস্ত্রী, গ্রীনভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে। সেবক রোড, শিলিগুড়ি।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৯৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৯-১০-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং: ২৫-এপি-III-২০২৪; কাজের নাম: দামদিম -এ- নিম্নতন সুবিধার সাথে পূর্ণসেবার পণ্য সঞ্চালন এলাকার উন্নয়ন, পণ্য সঞ্চালন এলাকার সামনের রাস্তার মেরামত পণ্য অফিস,মার্কেট রুম, বাথরুম সহ লেবার শেড এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা, আনলোডিং কার্যকলাপের সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণের জন্য সিসিটিভির ব্যবস্থা, যথাযথ আলোকসজ্জা। টেন্ডার মূল্য: ৪,৫২,০৪,৩৮৮.৯৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৭৬,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২০-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবা

Office of the Executive Officer, Gazole Panchayat Samity, Gazole, Malda
email-gazole.bdo@gmail.com

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

NIT No EO/GPS/NIET-11 (e) of 2024-25, Dated-29.10.2024 EO, Gazole Panchayat Samity, Malda, invites E-tender for various development works under 15th FC and 5th SFC from eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature. Details of e-tender notice will be available. website **www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in**

Sd/- Executive Officer
Gazole Panchayat Samity
Gazole, Malda

পি. এম. শ্রী

জওহর নবোদয় বিদ্যালয় দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নবম ও একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন পত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। যোগ্য প্রার্থীকে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে ভর্তি নেওয়া হবে। আবেদন পত্র পূরণের জন্য নিচের দেওয়া ওয়েব সাইটে লগ ইন করতে হবে।

নবম শ্রেণির জন্য : https://cbseitms.nic.in/2024/nvsix/
একাদশ শ্রেণির জন্য - https://cbseitms.nic.in/2024/nvsxi_11/
আবেদনের শেষ তারিখ- 09.11.2024
পরীক্ষার তারিখ- 08.02.2025

ইংরেজবাজার পৌরসভা
ইংরেজবাজার, মালদা।

বিজ্ঞপ্তি

সকল সুধী নাগরিকদের জানানো যাচ্ছে যে, পঃ বঃ সরকারের মাননীয় পৌর মন্ত্রীর আদেশ বলে D.O. - 2540 / MIC / 2024 রাত্রি কালীন সাফাই পরিষেবা গত 1/8/24 তারিখ থেকে চালু হয়েছে এবং তার সঙ্গে রবিবার ও ছুটির দিনগুলোতে সমস্ত হোটেল, রেস্টুরেন্ট, দোকান, ভেন্ডর্স, ইনস্টিটিউশন, বাজার, অফিস ইত্যাদি থেকে পৃথকীকরণ পদ্ধতিতে Dry & Wet Waste সংগ্রহ করা হচ্ছে।

রাত্রিকালীন এই পরিষেবায় আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি এবং বিনম্র আবেদন আপনারা যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলবেন না, পৌরসভার নির্দিষ্ট গাড়িতে বর্জ্য ফেলবেন।

মনে রাখবেন এই শহর আমার, আপনার-সকলের, তাই শহরকে সুন্দর, পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা সকলে অঙ্গীকারবদ্ধ হই।

অনুমত্যানুসারে-
স্বাঃ- কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী
পৌরপ্রধান
ইংরেজবাজার পৌরসভা, মালদা

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কালীপুজো হিন্দুত্ব প্রচারের অস্ত্র শিলিগুড়িতে

মণ্ডপে লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে বার্তা

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : শিলিগুড়ির বাঘা যতীন কলোনিতে রাম মন্দিরের আদলে কালীপুজোর মণ্ডপ হয়েছে। সেখানে গেলেই দর্শনার্থীদের হাতে হাতে দেওয়া হচ্ছে লাভ জেহাদের তীব্র বিরোধিতা করে হ্যান্ডবিল।

এসএফ রোডে রাস্তার গা ঘেঁষে একটি বড় প্যান্ডেল। সেখানে প্যান্ডেলের রং একেবারে গেরুয়া সবুজ। বিজেপির পার্টির পতাকার রংয়ে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এমন বেশ কিছু প্যান্ডেল এবার চোখে পড়ছে, যা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট। কালীপুজোর মাধ্যমে হিন্দুত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের উদ্যোগে।

বাঘা যতীন কলোনিতে গিয়ে দেখা গেল, মাইকে প্রচার করা হচ্ছে, কয়েক হাজার মন্দির এখনও অন্য এক ধর্ম দখল করে রেখেছে। যে চার পাতার লিফলেট তুলে দেওয়া হচ্ছে দর্শনার্থীদের হাতে, তাতে বলা হয়েছে জেহাদের রকমফের। ল্যান্ড জেহাদ, পপুলেশন জেহাদের কথা উল্লেখ করে জোর দেওয়া হয়েছে লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কথা।

দেশজুড়ে ১০টি লাভ জেহাদের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। লিফলেটে বাংলার ১৫টি মসজিদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এগুলো আগে মন্দির ছিল। তার মধ্যে মালদার দুটি মসজিদ রয়েছে। এভাবে লিফলেট প্রকাশের তীব্র নিন্দা করছেন তৃণমূল নেতারা।

বাঘা যতীন কলোনিতে প্রথমবারের জন্য কালীপুজোর আয়োজন করেছে হিন্দু সুরক্ষা সমিতি। বারো লক্ষ টাকার সেই বাজেটের পুজোজুড়ে পুরোটাই হিন্দুত্বকে এক করার চেষ্টা। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আবার হিন্দু সুরক্ষা সমিতির সম্পাদক। সেই অর্ণব সরকার বলছেন, 'আমরা এবারেই প্রথম এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা মণ্ডপের চারপাশজুড়ে সনাতনী ব্যানার লাগিয়েছি।' তাঁর পরবর্তী দাবি, 'আমরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অংশ নয়। এটা পুরোপুরিই অরাজনৈতিক।'

রাম মন্দিরের আদলে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন কলোনিতে কালীপুজোর মণ্ডপ। এখানেই বিলি হচ্ছিল লিফলেট।

তবে এখানেই থেমে থাকতে চাইছে না হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো। বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে সংসদে বিজেপির আনতে চলা ওয়াকফ বোর্ডের অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের সপক্ষে হিন্দুত্ববাদীদের এক করতে গণকনভেনশনেরও আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী বছরের শুরুতেই ওই কনভেশন আয়োজিত হবে, এদিন জানিয়েছেন মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল।

শহরে বিজেপির প্রভাব বাড়ার সঙ্গেই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সংখ্যাও বেড়েছে। প্রতিটি সংগঠনই নিজেদের অরাজনৈতিক দাবি করলেও, প্রতিটি সংগঠনের সঙ্গেই বিজেপির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ রয়েছে। এই সংগঠনগুলোর সদস্যের মধ্যে কেউ সরাসরি বিজেপি কর্মী, কেউ আবার বিজেপির সমর্থক। এসএফ রোডের গেরুয়া প্যান্ডেলের অন্যতম সংগঠক রৌনক পাল দাবি করলেন, এভাবেই প্রতিবছর একই রং থাকে। এবং এটা অ্যাপার্টমেন্টের পুজো। তবে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বিজেপি নেতারাই রয়েছেন পুজোর সঙ্গে। প্রশ্ন রয়েছে, অ্যাপার্টমেন্টের পুজো কীভাবে একেবারে বড় রাস্তায় হতে পারে। শিলিগুড়ির গেরুয়া শিবিরের খবর হল, লোকসভা ভোটের পর থেকেই এই সংগঠনগুলো নিজের স্ট্র্যাটেজিতে পরিবর্তন এনেছে। প্রথমদিকে মাঝেমধ্যে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার সংক্রান্ত ব্যাপারে সরব হলেও, সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র তৈরি করতে তাঁরা নিজেদের উদ্যোগেই পুজোর আয়োজন শুরু করেছেন।

> কেন্দ্রীয় সরকার যে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আনতে চলেছে, সেটা হিন্দুদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাইছি সকল হিন্দুকে একত্রিত করে দেশের উচ্চপর্যায়ে এই বিলের সমর্থনে গণস্বাক্ষর পাঠাতে।
>
> **বিক্রমাদিত্য মণ্ডল** সভাপতি
> বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ

কিছুদিন আগেই বিজেপির কার্যত 'বি' টিম হিসেবেই পরিচিত বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ ভেনাস মোড়ের কাছেই গণেশপুজোর আয়োজন করেছিল। পুজোর পাশাপাশি আরজি করের আবহে মূলত, সেসময় আন্দোলনে নামা প্রতিবাদীদের সমর্থন জানানোই মহামঞ্চের সদস্যদের মূল উদ্দেশ্য। সেখানে বিভিন্ন সময় উঠেছে স্লোগানও। যে স্লোগানের মূলেই ছিল, 'জয় মা কালী, জয় ভবানী-আমরা সবাই সনাতনী।' তবে এবার যেভাবে লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এরমধ্যেই এবারে 'সনাতনী'-দের একজোট করতে আরও প্রকাশ্যে কালীপুজোর আয়োজন। সেক্ষেত্রে মূলত পুজোগুলোকেই টার্গেট করা হচ্ছে। দর্শনার্থীরা যাতে আসেন, তারজন্য করা হচ্ছে আকর্ষণীয়ও। বিষয়টা স্বীকার করে নিচ্ছেন বিক্রমাদিত্যও। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, 'হিন্দুদের এক করাই আমাদের লক্ষ্য।'

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডলের সংযোজন, 'রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় রয়েছে। ধর্ম ধর্মের জায়গায় রয়েছে। হিন্দুরা দেখে আসছে, বিভিন্ন সময় কীভাবে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে, বিতাড়িত হয়েছে। এরাজ্যেও হিন্দুদের ওপর আঘাত কম হচ্ছে না। তাই সনাতনীরা তো নিজেদের ধর্ম বাঁচানোর লড়াইটা চালাবেই।'

শহরের কালীপুজোয় লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে প্রচারের ঘটনা রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলেছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন পুলিশ এবং তৃণমূল নেতারা।

সিতাইয়ে বিজেপি বিদ্ধ নগেন কাঁটায়

উপনির্বাচনে বংশীকে নিয়ে চাপে তৃণমূল

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ নভেম্বর : উপনির্বাচনের আগে গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনকে নিয়ে চাপে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তেমনই আরেক গ্রেটার নেতা তথা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়কে নিয়ে বিজেপিও বেকায়দায় পড়েছে। উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে এখনও নগেনকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমার দিনও তাঁর দেখা মেলেনি। তিনি আদৌ প্রচারে নামবেন কিনা তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। শুক্রবার জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায় দলীয় প্রার্থী দীপককুমার রায়ের সমর্থনে প্রচার করলেও কোচবিহারে বিজেপির সাংসদ নগেন রায়ের দেখা মেলেনি। যদিও এবিষয়ে দলের জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেছেন, 'নগেন রায়ের ব্যাপারে রাজ্য নেতৃত্বই বলতে পারবে।'

বিজেপি থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হলেও গ্রেটার নেতা নগেন রায়ের সঙ্গে পদ্ম শিবিরের দূরত্ব বারবার প্রকাশ্যে এসেছে। গত লোকসভা ভোটে নিশীথ প্রামাণিককে প্রার্থী করা হয়েছিল। সেবিষয়ে দল থেকে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তার পরেও দলে গুরুত্ব না পাওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। নগেনের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রেই খবর, আসন্ন উপনির্বাচনেও প্রার্থী নিয়ে নাকি তাঁর সঙ্গে দলের আলোচনা হয়নি। প্রচারে না নামার কারণ হিসেবে সেই ক্ষোভ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা অবশ্য অস্পষ্ট। এ ব্যাপারে তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হয়। প্রতিবারই অন্য একজন ফোন তুলে 'নগেনবাবু ব্যস্ত রয়েছেন' বলে জানান। শেষবার প্রশ্ন শোনার পর ফোনের ওপ্রান্ত থেকে কোনও জবাব মেলেনি।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে সিতাইয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারে জড়িয়ে পড়েন নগেন রায়। তাঁর বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগও ওঠে। সেই ঘটনায় বিজেপি নগেনের পাশে দাঁড়ায়নি। এ সময় তৃণমূলের প্রতিনিধিরা দফায় দফায় ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ফোনে তাঁর সঙ্গে কথাও বলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার জেরে ওই এলাকায় নগেন ব্যাকফুটে চলে গিয়েছেন। এই সুযোগে সন্ন্যাসীর পাশে থেকে জনসমর্থন কুড়োনোর চেষ্টা করে তৃণমূল। এই পরিস্থিতিতে সিতাইয়ে নগেনকে নিয়ে প্রচার করলে বিজেপির পক্ষে হিতে-বিপরীত হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য বিজেপির জেলা নেতৃত্ব নতুন করে নগেনকে নিয়ে প্রচারে উৎসাহ দেখাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আগামী ৬ নভেম্বর দিলীপ ঘোষ ও ১০ বা ১১ নভেম্বর শুভেন্দু অধিকারী সিতাইয়ে প্রচারে আসছেন। সেখানে নগেন রায় থাকবেন কিনা তা নিয়েও জল্পনা ছড়াচ্ছে।

বাড়ছে অস্বস্তি

- সিতাই বিধানসভার উপনির্বাচনে অনুপস্থিত বিজেপি সাংসদ নগেন রায়
- দলীয় প্রার্থী দীপককুমার রায়ের মনোনয়নপত্র জমায়ও তাঁর দেখা মেলেনি
- তিনি আদৌ প্রচারে নামবেন কিনা তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা
- লোকসভা বা চলতি উপনির্বাচনে প্রার্থী নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়নি
- প্রচারে না নামার পেছনে সেই ক্ষোভ রয়েছে কিনা তা অবশ্য অস্পষ্ট

এ ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ 'আবাস যোজনার টাকা খাচ্ছেন' বলে প্রকাশ্যেই গ্রেটার নেতা তথা রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন অভিযোগ তুলেছেন। এ নিয়ে উপনির্বাচনের আগে সিতাইয়ে তৃণমূলের অস্বস্তি বেড়েছে। এই ঘটনায় যখন জেলা রাজনীতি তোলপাড় তখন নগেনের প্রচার থেকে দূরে থাকা স্বাভাবিকভাবেই এখন চর্চার কেন্দ্রে।

যেন উড়ে যাচ্ছে পাখি। ফালাকাটা তরুণ দলের প্যান্ডেল। ছবি : ভাস্কর শর্মা

ফোঁটা পাচ্ছে না ২ খুদে

আড়াই মাসের মধ্যে বাবা-মাকে হারাল তিন ভাইবোন

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১ নভেম্বর : বড় ভাইয়ের বয়স মাত্র ১৪ বছর। ছোট ভাইয়ের আট বছর। আর এই দু'ভাইয়ের আদরের একমাত্র বোনের বয়স মাত্রই ছয় বছর। সাধ করে আদরের বোন বৈশাখীর হাতে ভাইফোঁটা নেবে বলে মাকে জানিয়েছিল বড় দাদা শুভম এবং সায়ক। কিন্তু ভাগ্যের কঠিন পরিহাসে তা আর হচ্ছে না। কারণ যে মাকে ভাইফোঁটার কথা জানিয়েছিল তারা, সেই মা'ই গত বুধবার তাদের একলা করে চিরতরে চলে গিয়েছেন। আড়াই মাস আগে বাবাও চলে গিয়েছেন। এখন এই উৎসবের মরশুমে কার্যত অনাথ ফালাকাটা শহরের কলেজপাড়ার তিন খুদে।

অসহায় এই পরিবারটির পাশে প্রথম থেকেই ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার সম্পাদক অরিজিৎ চন্দ। এমনকি তাঁদের উদ্যোগেই ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি, বিডিও অনীক রায় অসহায় পরিবারটির বাড়ি যান। বিডিও বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানান। কালীপুজোর দিন আলিপুরদুয়ার থেকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির (সিডব্লিউসি) সদস্যরাও এসে শিশুগুলির সঙ্গে কথা বলে যান।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'শিশুগুলোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা ওদের পাশে আছি। ওদের আত্মীয়দের থেকে অনুমতি মিললে শিশুদের হোমে রাখা হবে। আমরা সবসময় ওই শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছি।'

সিডব্লিউসি এসে অসহায় শিশুগুলির আধার কার্ড সহ যাবতীয় নথি নিয়ে গিয়েছে। তাদের আত্মীয় বলতে পড়শি এক কাকা। শিশুগুলিকে কোথায় রাখা হবে সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আপাতত ওই শিশুগুলি তাঁর হেপাজতেই রয়েছে।

ফালাকাটা কলেজের পেছনেই বাড়ি সুবল দাসের। পেশায় শ্রমিক সুবলের মৃত্যু হয় আড়াই মাস আগে। তাঁর মৃত্যুর পর কানসারে আক্রান্ত স্ত্রী নিয়তি। নিয়তির আবার দিন-দিন শরীর খারাপ হতে থাকে। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেকদিন অভুক্তই থাকতে হয়েছে তাঁদের। এই অবস্থায় গত বুধবার নিয়তির মৃত্যু হয়।

পাড়াপড়শিদের সহযোগিতায় অবশ্য মায়ের শেষকৃত্য করতে পেরেছে শুভম, সায়করা। কিন্তু বাবা-মাকে হারিয়ে এখন কূলকিনারা পাচ্ছে না তিন খুদে। এদিন শুভমের সঙ্গে কথা বললে সে বলে, 'আমি কিছু জানি না কী হচ্ছে। বাবা নেই। মাও মারা গেল। বড় সাধ ছিল বোন এবার ভাইফোঁটা দেবে। কিন্তু সবই ওলটপালট হয়ে গেল।'

জয়ীর নিরাপদ দূরত্বে পিকনিক স্পটের দাবি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১ নভেম্বর : পিকনিক করতে এসে তিস্তার পাড়ে আবর্জনার স্তূপ তৈরি করে যান। অনেকে আবার সেতুর নীচে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে রান্না করতে বসে যান। একদিকে পরিবেশ দূষণ, অন্যদিকে বিপদের আশঙ্কা। এই দুই থেকে বাঁচতে জয়ী সেতু থেকে নিরাপদ দূরত্বে পিকনিক স্পট তৈরির দাবি জানালেন মেখলিগঞ্জবাসী।

মেখলিগঞ্জ শহর থেকে মিনিট দশেকের দূরত্বে অবস্থিত জয়ী সেতু। পুজোর মরশুম প্রায় শেষ। নভেম্বর মাসের শেষ থেকে শীতের প্রভাব পড়তে শুরু করে। সেইসময় জয়ী সেতুকে কেন্দ্র করে পিকনিকপ্রেমীদের ভিড় দেখা যায়। ছুটির দিনগুলোতে এই প্রবণতা বাড়ে। পিকনিক করতে এসে মানুষজন তিস্তা নদীর তীরে যত্রতত্র আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখেন। আবার কখনও সেতুর নীচেই গ্যাস সিলিন্ডার লাগিয়ে রান্না করতে শুরু করে দেন। তাই চলতি বছর পিকনিকের মরশুম শুরুর আগে নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত সেতু সংলগ্ন এলাকায় নিরাপদ দূরত্বে পিকনিক স্পট তৈরি করুক, দাবি স্থানীয়দের। এলাকাবাসী রত্নাদিত্য দত্ত বলেন, 'রাজ্যের দীর্ঘতম সেতু জয়ী সংলগ্ন এলাকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। সে কারণে স্বাভাবিকভাবে মানুষ সেখানে সময় কাটানোর জন্য ভিড় জমাচ্ছেন। সেটা খুব ভালো বিষয়। কিন্তু কয়েকজন অসচেতন নাগরিকের জন্য বিপদের ঝুঁকি থাকছে।'

জয়ী সেতুর নীচে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে পিকনিকে আসা মানুষজন।-ফাইল চিত্র

মানুষ অসচেতন হয়ে সেতুর নীচে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে রান্নাবান্না শুরু করে দেন। জয়ী সেতুর কোনও ক্ষতি হলে মেখলিগঞ্জ মহকুমার মানুষ যোগাযোগের দিক থেকে সমস্যায় পড়বেন। জয়ী সেতু সংলগ্ন এলাকা যেহেতু নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পড়ে, তাই তাদের উচিত, এখানে পিকনিক স্পটের ব্যবস্থা করা।

> রাজ্যের দীর্ঘতম সেতু জয়ী সংলগ্ন এলাকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। সেকারণে স্বাভাবিকভাবে মানুষ সেখানে সময় কাটানোর জন্য ভিড় জমাচ্ছেন। সেটা খুব ভালো বিষয়। কিন্তু কয়েকজন অসচেতন নাগরিকের জন্য বিপদের ঝুঁকি থাকছে।
>
> **রত্নাদিত্য দত্ত**
> এলাকাবাসী

মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাসিন্দা সুশান্ত বর্মন বলেন, 'সেতু সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফে ছোট ছোট ছাউনি দেওয়া ঘর নির্মাণ করলে সেখানে ত্রিপল পেতে মানুষ রান্না বা খাওয়াদাওয়া করতে পারবেন। এতে তাঁদের ছুটে বেড়াতে হবে না। আয়ও হবে। এই ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি দেখা উচিত।'

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে অবশ্য দাবিটি দেখার কথা বলা হয়েছে। নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গীতা অধিকারী বলেন, 'এটা খুব ভালো প্রস্তাব। তবে পিকনিক স্পট তৈরি করতে গেলে প্রথমেই ফান্ডের ব্যাপারটা রয়েছে। এই বিষয়ে বিডিও'র সঙ্গে আলোচনা করব।'

নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত

কুমারগ্রাম, ১ নভেম্বর : চকোলেট, রসগোল্লার প্রলোভন দেখিয়ে এক নাবালিকাকে বিত্তিবাড়ির জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুক্রবার বিকেলের ঘটনা। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মধ্য হলদিবাড়ির ডাহার চৌপথি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ৯ বছরের ওই নাবালিকা কালীপুজোর প্রসাদ খেয়ে বাড়ির পিছনে খেলছিল। সেসময় অভিযুক্ত প্রতিবেশী মেয়েটিকে প্রলোভন দেখিয়ে সংকোশ নদী পার করে বিত্তিবাড়ির টুকরো জঙ্গলে নিয়ে যায়। নির্জন জঙ্গলে একাধিকবার যৌন নির্যাতনের পর সেই নাবালিকাকে শাসায়, ঘটনার কথা বাড়িতে জানালে প্রাণে মেরে ফেলবে। দীর্ঘক্ষণ আশপাশে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে বাড়ির লোকজন হন্যে হয়ে খোঁজেন। রাস্তায় দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে এসে দেখা যায় তার গোপনাঙ্গ থেকে রক্তপাত হচ্ছে। সেই দেখে মেয়ের মা ঘটনার কথা জানতে চান। সবকিছু খুলে বলে নাবালিকা। এরপর গ্রামের ২ সিভিক ভলান্টিয়ার অভিযুক্তকে পাকড়াও করে কুমারগ্রাম থানায় নিয়ে আসেন। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে মেয়ের পরিবারের তরফে পুলিশে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।' অভিযুক্তর ফাঁসির দাবিতে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা।

অসুস্থ ঘোড়াকে সুস্থ করতে উদ্যোগী গোটা গ্রাম

শুভদীপ শর্মা

মৌলানি, ১ নভেম্বর : রাস্তায় ছেড়ে যাওয়া এক অসুস্থ ঘোড়াকেই সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন গ্রামবাসী। ঘোড়াটির দেখভালের জন্য চাঁদা তুলে অর্থসংগ্রহ করছেন তাঁরা। ঘোড়াটির খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে তার চিকিৎসা করা সবই করছেন সুবোধ রায়, হাতেম আলি, ধীরেন রায়রা। তবে ঘোড়াটি সুস্থ হলেও সেটিকে আগামীতে কীভাবে পরিচর্যা করা হবে সেই চিন্তায় দিশেহারা ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি হরিসেবাবাসী।

গত সোমবার হরিসেবা সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি ঘোড়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। প্রায় তিন-চার ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় ঘোড়াটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় বাসিন্দাদের। তাঁরা বুঝতে পারেন ঘোড়াটি অসুস্থ। কয়েকজন গ্রামবাসী ঘোড়াটির পাশে গেলে দেখতে পান ঘোড়াটির পেছনের বাঁ পায়ে গুরুতর আঘাত রয়েছে। যার ফলে ঘোড়াটি সাময়িক হাঁটাচলা করতে পারছে না। স্থানীয়দের ধারণা, অসুস্থ হওয়ার কারণেই ঘোড়ার মালিক সেটিকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। মালিক ঘোড়াটিকে ছেড়ে চলে গেলেও মানবিক হরিসেবা এলাকার গ্রামবাসী ছাড়তে পারেননি জন্তুটিকে। স্থানীয়রা রাস্তার পাশে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় ছাউনি বানিয়ে সেখানে ঘোড়াটির থাকার ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয়, তার জন্য খাবার ও জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। স্থানীয় টোটোচালক সুবোধ রায় বলেন, 'ঘোড়াটিকে প্রথমদিন প্রচণ্ড রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি পুকুর থেকে জল এনে দিয়েছিলাম বালতি করে। কিন্তু ঘোড়াটি পুকুরের জল খেতে চায়নি। জলের বালতি ঘোড়াটি পা দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এরপর কলের থেকে জল এনে দিলে ঘোড়াটি তা পান করে।'

অসুস্থ ঘোড়াটিকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন গ্রামবাসীরা। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

স্থানীয় বাসিন্দারা বেশিরভাগই দরিদ্র। তাই তাঁরা নিজেদের এবং আশপাশ এলাকার বাসিন্দাদের থেকে চাঁদা তুলে ঘোড়াটির জন্য ছোলা থেকে গুড়, ভুসি কিনে খাবারের ব্যবস্থা করেন। পালা করে ঘোড়াটিকে খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে দেখভাল করছেন তাঁরা। স্থানীয় ভ্যানচালক দিননাথ রায়, হাতেম আলি দিনমজুর ধীরেন রায় প্রমুখ জানান, তাঁরা কোনওক্রমে ঘোড়াটির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পারলেও তার সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারছেন না অর্থের অভাবে। তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘোড়াটির চিকিৎসার জন্য সাহায্যেরও আবেদন জানিয়েছেন। মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মহাদেব রায় বলেন, 'অসুস্থ ঘোড়াটির বিষয়ে শুনেছি। গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে কীভাবে ঘোড়াটিকে দ্রুত সুস্থ করে তোলা যায় সেই চেষ্টা চালানো হবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস ফর টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২৪, তারিখ ২৯.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : মালদা টাউন ডিভিশনে স্টেশনে, সংশ্লিষ্ট এলাকায়, ইয়ার্ড ইত্যাদিতে আলোকিতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৩,৪৫,২২,৯৮৫.২৭ টাকা। বায়না অর্থ : ৩,২২,৬০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ০৫.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ১৯.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিসবোর্ড : ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। MLD-130/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং ১৪৭-এমএলডিটি-২৪-২৫, (সিভিল/ওয়ার্কস)। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং ১৪৭-এমএলডিটি-২৪-২৫, কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জামালপুর-এর অধীনে অভয়পুর স্টেশনে অফিস বিল্ডিং এবং ২৫ শয্যার আরপিএফ ব্যারাক নির্মাণের কাজ করার ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ১,৭০,২১,৭৫৬.৪০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৯.১১.২০২৪ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম কার্যালয়/মালদা টাউন। টেন্ডারদাতাদের বিশদ তথ্যের জন্য টেন্ডার নোটিস এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-134/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-০৭৪, তারিখ ৩০.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : নিম্নলিখিতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে মালদা ডিভিশনে "(ক) মালদা টাউন স্টেশনের ওয়াশিং লাইন-এর পয়েন্ট ও সিগন্যালিং-এর কেন্দ্রীয় পরিচালনা, (খ) ০৮টি এলসি গেট (ভাগলপুর-মন্দার হিল, ভাগলপুর-জামালপুর, এবং হাঁসডিহা-দুমকা শাখায় গেট নং ২৯, ৩১, ১৪ ও ৩৬ এবং আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা, নিউ ফারাক্কা-বারহারওয়া এবং বারহারওয়া-সাহেবগঞ্জ- এর শাখায় গেট নং ৩৮, ৩৮এ, ৬৩ এবং ৪৬) যেগুলি টিভিইউ>২০কে সেগুলির ইন্টারলকিং। (গ) মালদা ডিভিশনে ১২টি স্টেশনে এবং ০৫টি এলসি গেট-এর বৈদ্যুতিকরণ। (ঘ) মালদা ডিভিশনে টিকানি-বৌনি এবং মন্দার হিল-হাঁসডিহা শাখায় সন্ধ্যা হল্ট এবং ডাঁরে হল্ট স্টেশনে আইবিএস-এর ব্যবস্থা করার কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৮৭,২২,৭৮২.৮১ টাকা। বায়না অর্থ : ১,৭৪,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ০৮.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ২২.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিসবোর্ড : ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। MLD-132/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস ফর টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২৩, তারিখ ২৯.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : মালদা টাউন ডিভিশনে স্টেশনে, সার্ভিস বিল্ডিং-এ বিএলডিসি সিলিং ফ্যান এবং পিএফ লাইটের ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ২,২৪,৬৫,৭১০.২০ টাকা। বায়না অর্থ : ২,৬২,৩০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ০৫.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ১৯.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিসবোর্ড : ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। MLD-131/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

প্রবীণদের পুলিশের উপহার

মালবাজার, ১ নভেম্বর : দীপাবলি এবং শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে মাল শহর এবং সংলগ্ন এলাকার দরিদ্র প্রবীণ নাগরিকদের হাতে উপহার তুলে দিলেন জলপাইগুড়ির জেলা পুলিশ সুপার। শুক্রবার মাল থানার আনন্দময়ী কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে প্রণাম কর্মসূচির আয়োজন করেন পুলিশকর্মীরা। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই প্রায় দুই শতাধিক প্রবীণ নাগরিকের হাতে শাড়ি এবং শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। মালবাজার শহরের প্রবীণ নাগরিক অসীম বণিক, অঞ্জলি দাসরা জানিয়েছেন, পুলিশের এমন মানবিক ভূমিকা দেখে আমরা আপ্লুত। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত সহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর আহমেদ, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ, মাল পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের পর পুলিশ সুপার আনন্দময়ী কালীবাড়িতে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন এবং পুজো প্যান্ডেলটি ঘুরে দেখেন। প্রসঙ্গত, এ বছর প্রথম মালবাজার থানায় কালীপুজোয় থিমের প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতা

বেলাকোবা, ১ নভেম্বর : বেলাকোবা বাবুপাড়া আবাসিক শ্যামাপুজো কমিটি এবং বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির যৌথ পরিচালনায় অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এদিন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় মোট ৭৮ জন খুদে অংশগ্রহণ করে। বিজয়ীদের বিশেষ পুরস্কারের পাশাপাশি সকল প্রতিযোগীদের চকোলেট দেওয়া হয়েছে।

জেলার খেলা

তিরন্দাজির জাতীয় স্কুল গেমস

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : তিরন্দাজির জাতীয় স্কুল গেমস ১১-১৮ নভেম্বর গুজরাটের নাদিয়াদে অনুষ্ঠিত হবে। সেই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে সুযোগ পাওয়া সমাদৃত ঘোষ ও দেবপ্রিয়া সিনহা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুলের পড়ুয়া। ইন্ডিয়ান রাউন্ডে অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে সুযোগ পাওয়া আবির সাহা মাল আদর্শ বিদ্যাভবন ও সুরভী ওরাওঁ মাল সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে সুযোগ পেয়েছে নেতাজি বিদ্যাপীঠের পাপ্পু রায় ও অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে নামবে বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলের অনিমেষ রায়। দলের কোচ মাল বড়দিঘি উচ্চবিদ্যালয় অ্যাকাডেমির সুশান্ত দে।

আন্তঃজেলা ফুটবল

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : আইএফএ'র উত্তরবঙ্গের আন্তঃজেলা এইচ জোনের ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা ১১-১৩ নভেম্বর পর্যন্ত কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হবে। আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৪ দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় অংশ নেবে প্রথম পর্যায়ে বিজয়ী দলগুলি। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল জানিয়েছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে জলপাইগুড়ি বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে।

মাল কলোনি যুবকবৃন্দের মণ্ডপ। শুক্রবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

খুচরো নিয়ে সমস্যা ডিপোয়, প্রায়ই বচসা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার জলপাইগুড়ি ডিপোতে খুচরো নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার ফল ভুগতে হচ্ছে যাত্রী সহ ডিপো কর্তৃপক্ষকে। এ নিয়ে দু-একবার টিকিট কাউন্টারের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের সঙ্গে যাত্রীদের বচসাও হয়েছে। তবে শনিবার পর্যন্ত অন্তত কোনও লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ জমা পড়েনি ডিপো কর্তৃপক্ষের কাছে।

জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটে সরকারি বাসের ভাড়া ৩৮ টাকা। ফলে যাত্রী ৫০ টাকার নোট কিংবা ৪০ টাকা দিলে খুচরো ২ টাকা দেওয়া নিয়ে ডিপো কর্তৃপক্ষের সমস্যা হয়। আবার যাত্রীদের পক্ষে ৮ টাকা খুচরো দেওয়াও সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। জলপাইগুড়ি শহরের এক বাসিন্দা এ ব্যাপারে অভিযোগের সুরে বললেন, 'আমাকে প্রায় প্রতিদিনই কাজের সুবাদে শিলিগুড়ি যেতে হয়। কিন্তু টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতে গেলেই বলে খুচরো দিন। রোজই আমাকে দিতে হয়।' তাঁর আরও অভিযোগ, টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কাটলে ২ টাকা ফেরত না দিলে টিকিটের পেছনে 'ডিউ' কথাটিও লিখে দেওয়া হয় না। ফলে নিরুপায় হয়ে ৪০ টাকা দিতে হয়। এভাবে যদি ৫০ জনের ক্ষেত্রে এই সমস্যা হয় তাহলে তো ১০০ টাকা অতিরিক্ত দেওয়া হচ্ছে। আর এক যাত্রী ঈশিতা সূত্রধরেরও ক্ষোভের কারণ এটাই।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার জলপাইগুড়ি ডিপোর ইনচার্জ দীপক রাহা বলেন, 'আমরাও নিরুপায়। ইতিমধ্যেই খুচরোর সমস্যার জন্য যাত্রীদের কাছে খুচরো দিয়ে সাহায্য করার আবেদন জানিয়ে নোটিশও করেছি। যদি কারও ক্ষেত্রে সমস্যা হয় তিনি আমাকে জানাতে পারেন।'

এদিকে অনলাইনে টিকিট কেটে বাসে চড়ার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। কিন্তু তা শুধু মাত্র অফিস টাইমের জন্য। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার ক্ষেত্রে সকাল সাড়ে আটটা ও ন'টা চল্লিশ এবং অপরদিকে শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি আসার ক্ষেত্রে বিকেল সাড়ে পাঁচটা ও ছ'টার বাসে এই সুবিধা মেলে। তবে গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ৩০ মিনিট আগে সাইট বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া অন্য সময়ে অনলাইনে টিকিট কাটার সুযোগ না থাকায় খুচরো নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সবাইকে। কবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তাও সকলের অজানা।

ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

- জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটে সরকারি বাসের ভাড়া ৩৮ টাকা
- যাত্রীরা ৫০ টাকার নোট কিংবা ৪০ টাকা দিলে খুচরো দিতে ডিপো কর্তৃপক্ষের সমস্যা হয়
- যাত্রীদের পক্ষেও ৮ টাকা খুচরো দেওয়াও সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না

বাঁ চোখে বড়শি গেঁথে বিপত্তি

খুদের পাশে বিএমওএইচ

নাগরাকাটা, ১ নভেম্বর : খেলতে গিয়ে বাঁ চোখে বড়শি গেঁথে গিয়েছিল দুঃস্থ পরিবারের সাত বছর বয়সি এক খুদের। চিকিৎসার পর সেটা বের করা সম্ভব হলেও ওই চোখ দিয়ে এখন আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। লাল হয়ে চোখটি ফুলে আছে। নেপালের চোখের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও লাভ হয়নি। সেখানকার চিকিৎসকরা বলে দিয়েছেন চেন্নাইয়ের চোখের হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

এদিকে দুঃস্থ পরিবারটির পক্ষে চিকিৎসা করানো তো দূরের কথা, সেখানে যাতায়াতের খরচ জোগানোই দূর অস্ত। এমতাবস্থায় ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে এলেন নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হুসেন। তিনি চেন্নাইয়ের নামকরা ওই হাসপাতালেরই কলকাতার মুকুন্দপুরের শাখায় শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিখরচায় অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

শুক্রবার সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে শিশুটিকে নিয়ে তার বাবা মুকুন্দপুরে রওনা হন। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অবশ্য এর মধ্যে মহানুভবতার কিছু দেখছেন না। তাঁর কথায়, 'পরিবারটি মুকুন্দপুরের ওই হাসপাতালেই যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। যতটা সম্ভব পাশে থাকার চেষ্টা করছি। ও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক এটাই এখন একমাত্র কামনা। ভবিষ্যতেও পাশে থাকব।' ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ঘটনাটি দু'সপ্তাহ আগেকার। বড়শি বের করা হলেও দৃষ্টিশক্তি না থাকায় উদ্বিগ্ন পরিবারটি। ওই শিশুর বাড়ি সুলকাপাড়ার জয়ন্তীপল্লির নয়া লাইনে। এদিন ওই অ্যাম্বুল্যান্সেই মুকুন্দপুরের উদ্দেশে রওনা হওয়া এলাকার তরুণ তমাস দাস বলেন, 'ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাই।'

পুলিশের অভিযানে বন্ধ জুয়ার আসর

ধূপগুড়ি, ১ নভেম্বর : প্রকাশ্যে জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগ উঠল জলঢাকা এলাকায়। তবে স্থানীয়দের থেকে অভিযোগ পেয়েই ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে জুয়ার আসর বন্ধ করে দিয়েছে। ঘটনায় অবশ্য কাউকেই গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে পুলিশি উপস্থিতি বুঝতে পেরে জুয়ার আসরের সঙ্গে যুক্তরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে জুয়ার বোর্ড ও কিছু টাকা বাজেয়াপ্ত করা গিয়েছে। ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের নির্দেশেই অভিযান চালানো হয়েছে। আইসি বলেন, 'ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে। জনগণকেও সতর্ক করা হয়েছে। তারা পুলিশকে জানালেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জলঢাকা কালী মন্দির এলাকার পুজো উদ্যোক্তা গোরাচাঁদ রায় বলেন, 'ক্লাব সদস্যদের কেউই জুয়ার সঙ্গে যুক্ত নেই। আমরাই খবর পেয়ে আসর বন্ধ করে দিয়েছি। পুলিশ এসে ব্যবস্থা নিয়েছে।'

উত্তর সারিপাকুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ডাক্তার নেই, বন্ধ আয়ুষ

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১ নভেম্বর : আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ছুটিতে রয়েছেন। মাত্র একজন চিকিৎসক দিয়েই চলছে ক্রান্তি ব্লকের উত্তর সারিপাকুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সেই একজনের পক্ষে বিপুল রোগীর চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে। ওই চিকিৎসক যদি কোনও কারণে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে না পারেন তাহলে সেদিন চিকিৎসা পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ থাকছে। বুধবার দিন লাটাগুড়ির টগর বিশ্বাস বিনা চিকিৎসায় ফিরে গেলেন। তিনি জানিয়েছেন, হাঁটুর ব্যথার সমস্যা নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছিলেন। কিন্তু আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিভাগ বন্ধ থাকায় তিনি ঘুরে যেতে বাধ্য হন। স্থানীয়রা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আয়ুর্বেদিক ভবনে চিকিৎসক নিয়োগের পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবা উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন।

ক্রান্তি ব্লকে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক নেই। মালবাজার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক দীপঙ্কর কর ক্রান্তির দায়িত্ব সামলান। তাঁর বক্তব্য, 'ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

ক্রান্তি ব্লকের উত্তর সারিপাকুড়িতে লাটাগুড়ি-ক্রান্তি রাজ্য সড়কের ধারে ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি রয়েছে। ক্রান্তি, রাজাডাঙ্গা, চাঁপাডাঙ্গা, চ্যাংমারি, লাটাগুড়ি সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় কমপক্ষে ৪০ হাজার মানুষ ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা নিতে আসেন। প্রতিদিন গড়ে ২০০ রোগী চিকিৎসা করাতে আসেন। ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোট দুজন চিকিৎসক রয়েছেন। ওই দুজন চিকিৎসকের পক্ষে ওই বিপুল পরিমাণ রোগীর চাপ সামলানো বেশ কঠিন। তার ওপর কয়েকদিন থেকে আয়ুষ বিভাগের চিকিৎসক মাতৃত্বকালীন ছুটিতে রয়েছেন। তার পরিবর্তেও অন্য কোনও চিকিৎসক কেন নিয়োগ করা হয়নি প্রশ্ন উঠেছে। রোগীদের অভিযোগ, তাঁরা চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকমতো পাচ্ছেন না। স্থানীয় বাসিন্দা স্বাধীন সাহার কথায়, 'গ্রামবাসীদের অনেকেই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ওপর নির্ভর করেন। আয়ুর্বেদিক বিভাগে চিকিৎসক না থাকায় আমরা খুব সমস্যায় রয়েছি। দ্রুত একজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক নিয়োগের দাবি রাখছি।'

বিপুল রোগীর ভিড় সত্ত্বেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে বিশেষজ্ঞ কোনও চিকিৎসক নেই। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হোক। আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার সেই দাবি পূরণ হয়নি। এলাকার মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। মহিলারা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। কিন্তু কোনও মহিলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় রোগীরা ঠিকমতো পরিষেবা পান না। তাঁরা বাধ্য হয়ে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতে আধুনিক চিকিৎসার জন্য যান।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়ে আমরাও স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

এই আয়ুষ বিভাগ বন্ধ থাকায় রোগীরা ফিরে যাচ্ছেন।

> গ্রামবাসীদের অনেকেই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ওপর নির্ভর করেন। আয়ুর্বেদিক বিভাগে চিকিৎসক না থাকায় আমরা খুব সমস্যায় রয়েছি। দ্রুত একজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক নিয়োগের দাবি রাখছি।
>
> **স্বাধীন সাহা**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

'সন্ধ্যার পর বাইরে বেরোতে ভয় হচ্ছে'

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১ নভেম্বর : লাগাতার চিতাবাঘের অত্যাচারে আতঙ্কিত ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বারোঘরিয়ার বাসিন্দারা। গত দুই মাস ধরে প্রায়দিনই রাত হলে গৃহস্থের বাড়ির গবাদিপশু নিয়ে যাচ্ছে চিতাবাঘ। গবাদিপশুদের রক্ষার পাশাপাশি বাড়ির সদস্য বিশেষত শিশুদের নিয়ে চিন্তিত গ্রামবাসীরা। চিতাবাঘের আক্রমণে বিভিন্ন এলাকায় মানুষের জখম হওয়ার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা পাতার দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় আলেফ নুর হকের কথায়, 'বুধবার রাতে বাড়ি ঢুকে আমার একটি গোরু ও ছাগলকে মেরে ফেলে। সংসারে সচ্ছলতা আনতে গবাদিপশুর প্রতিপালন করে থাকি। অনেকগুলো টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবার পাশাপাশি রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছি।'

উত্তর বারোঘরিয়া এলাকার পাশেই রয়েছে আপালচাঁদ বনাঞ্চল। রয়েছে বেশ কিছু ছোট ও বড় চা বাগান। স্থানীয়দের অনুমান, খাবারের লোভেই সেখানে ঘাঁটি গড়েছে চিতাবাঘ। ক্রমাগত চিতাবাঘের আনাগোনায় ভীত গ্রামবাসীরা।

> চা বাগান হল চিতাবাঘের আদর্শ আবাসস্থল। ক্রমাগত কৃষিজমির পরিমাণ ছোট হয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতে চা বাগান তৈরি করছেন অনেকে। যে কারণে মানুষ ও চিতাবাঘের সংঘাত বাড়ছে।
>
> **চঞ্চল দত্ত**
> *পরিবেশকর্মী*

বাসিন্দা আলেম হোসেনের কথায়, 'মঙ্গলবার রাত ১০টায় আমার বাড়িতে ছাগল খেতে আসে। চিৎকারে চিতাবাঘ পালিয়ে গেলেও ছাগলটিকে বাঁচানো যায়নি। সপ্তাহ দুয়েক আগেও একটা ছাগল মেরেছিল।' আলেমের প্রশ্ন, সামনে জঙ্গল। বুনোদের এত অত্যাচার থাকলে ছোট ছেলেমেয়ে ও পরিবার নিয়ে কীভাবে তাঁরা থাকবেন?

বাসিন্দা সোয়েল হাসান বলেন, 'সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে বের হতে ভয় হচ্ছে। বিকেল হলেই সন্তানদের টিউশন থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে।' কিছুদিন আগে তাঁদেরও একটি ছাগলকে চিতাবাঘ মেরে ফেলে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, প্রায় দুই মাস ধরে চিতাবাঘের উপদ্রবে এলাকাগুলোতে খাঁচা পাতা হয়েছিল। কিন্তু চিতাবাঘ ধরা পড়েনি। চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে বন দপ্তর সতর্কতামূলক কর্মসূচিও করেছে।

পরিবেশকর্মী চঞ্চল দত্তের কথায়, 'চা বাগান হল চিতাবাঘের আদর্শ আবাসস্থল। ক্রমাগত কৃষিজমির পরিমাণ ছোট হয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতে চা বাগান তৈরি করছেন অনেকে। যে কারণে মানুষ ও চিতাবাঘের সংঘাত বাড়ছে।'

আপালচাঁদ রেঞ্জ সূত্রে খবর, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চিতাবাঘ ধরতে পুনরায় খাঁচা পাতা নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে। গ্রামবাসী ময়নুল হক, ক্ষতিবর রহমান প্রমুখ বন দপ্তরের কাছে নিরাপত্তা ও আর্থিক সুরক্ষা রক্ষার্থে আর্জি জানিয়েছেন।

খেরকাটায় উপদ্রব চিতাবাঘেরও

হাতির হানায় গুরুতর আহত তিন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১ নভেম্বর : এ যেন গত বছরের ঘটনার অ্যাকশন রিপ্লে। তবে সেবার হাতির হানায় একজনের মৃত্যু হলেও এবার সৌভাগ্যক্রমে প্রাণহানি ঘটেনি। কিন্তু তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। কথা হচ্ছে খেরকাটা গ্রামের বিপদ নিয়ে।

সেখানে শুক্রবার ভোরে হাতির হানায় গুরুতর জখম হলেন তিনজন। গত বছরও কালীপুজোর রাতে ওই গ্রামে হাতির হামলায় সন্দেশ ওরাওঁ নামে একজনের মৃত্যু হয়। এবারও কালীপুজোর ভোরে সেই অভিশপ্ত ছায়া ফিরে এল। সব মিলিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে নাগরাকাটার আংরাভাসা-১ পঞ্চায়েতের কৃষি অধ্যুষিত ওই এলাকা।

যাঁরা জখম হন তাঁদের নাম সুখা ওরাওঁ (৪৫), বীরবাহাদুর মঙ্গর (৭০) এবং পতিরাম ওরাওঁ (৬০)। এর মধ্যে সুখা ও বীরবাহাদুরের আঘাত বেশি। তিনজনকেই বন দপ্তর ও স্থানীয় বাসিন্দারা মিলে উদ্ধার করে প্রথমে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সবাইকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরে সেখান থেকে বীরবাহাদুরকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কারণ, এমনিতেই প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে চিতাবাঘের উপদ্রবে জর্জরিত গ্রামটি।

এ ব্যাপারে বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পালের বক্তব্য, আহতদের চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব বন দপ্তরের। হাতি সহ অন্য বুনোদের গতিবিধির প্রতি বনকর্মীরা সতর্ক নজর রেখে চলেছেন। গ্রামটিতে আগেই তিনটি কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করা হয়েছে। তারাও বন দপ্তরের তদারকিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই তিন ব্যক্তি খেরকাটার গোটলাইনে নিজেদের জমির ধান পাহারায় ব্যস্ত ছিলেন। সেসময় হাতির একটি পাল জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। ওই ঐরাবতবাহিনী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গ্রামটিতে ঢোকে। পালের অন্য হাতিরা চলে গেলেও একটি দাঁতাল তখনও যে সেখানে রয়ে গিয়েছে তা ওই তিন চাষি বুঝতে পারেননি। মুখোমুখি হয়ে পড়লে হাতিটি একসঙ্গে থাকা তিনজনের দিকই তেড়ে আসে।

সুলকাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক রোশন বারলা জানিয়েছেন, কারও বুকে, কারও কোমরে কিংবা মাথায় আঘাত লেগেছে। বাসিন্দা বান্ধা ওরাওঁয়ের কথায়, 'হাতির অত্যাচার সারাবছরের। কীভাবে যে আমরা বেঁচে রয়েছি তা ঈশ্বরই জানেন।' দশাই ওরাওঁ নামে খেরকাটার আরেক বাসিন্দা বলেন, 'এখনও চিতাবাঘের আতঙ্ক দূর হয়নি। তার ওপর নতুন করে এই হাতির হামলা। মনমেজাজ একদম ভালো নেই।' কীভাবে গ্রামটিকে বুনোদের থেকে সুরক্ষিত রাখা যায় তা নিয়ে বন দপ্তরের সঙ্গে ফের কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের আংরাভাসা-১ নম্বর অঞ্চল কমিটির সভাপতি পৃথ্বীরাজ ছেত্রী।

এদিকে, চলতি বছরের ১৯ অক্টোবর সুশীলা গোয়ালা নামে এক নাবালিকাকে গ্রাম লাগোয়া ডায়নার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে একটি চিতাবাঘ বাড়ির উঠোন থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরে চতুর্থ শ্রেণির ওই ছাত্রীর খোবলানো দেহ জঙ্গলের প্রায় ১ কিলোমিটার ভেতর থেকে উদ্ধার করে আনেন স্থানীয়রা। এখনও সেখানে দুটি চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন।

ঘটনাক্রম

- শুক্রবার ভোরে হাতির হানা
- আহতরা হলেন সুখা ওরাওঁ, বীরবাহাদুর মঙ্গর এবং পতিরাম ওরাওঁ
- এর মধ্যে সুখা ও বীরবাহাদুরের আঘাত বেশি
- বীরবাহাদুরকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে

গোবিন্দনগরে কাইতাকুড়ার পুজো

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১ নভেম্বর : কালীপুজোর পরের দিন ভরদুপুরে হয় কাইতাকুড়ার পুজো। ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ময়নাগুড়ি শহরের জরদা নদীর পার্শ্ববর্তী গোবিন্দনগরে নিষ্ঠার সঙ্গে হয়ে আসছে এই দেবতার পুজো। এবছরও কাইতাকুড়া পুজো উপলক্ষ্যে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল গোবিন্দনগরে।

রাজবংশী ভাষায় কাইতা শব্দের অর্থ কাত হওয়া বা হেলে পড়া। কুড়া অর্থে গভীর গর্ত। গোবিন্দনগরপাড়ার কাইতাকুড়া মন্দিরের পাশ দিয়ে সরু সংকীর্ণ চিলতে পথ নেমে গিয়েছে ঘাটের দিকে। স্থানীয়দের কাছে এই ঘাট কাইতাকুড়ার ঘাট নামেই পরিচিত। এই নদী ও নদীর ঘাট ঘিরেই যাবতীয় কৌতূহল, কথা ও কাহিনী।

এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে ক্ষীণস্রোতা জরদা নদী। এই নদীর বিশালাকার একটি বাঁক রয়েছে। সেখান থেকে এলাকার বাসিন্দারা জল সংগ্রহ করে দৈনন্দিন কাজকর্ম সারতেন। কিন্তু জরদা নদীতে জল সংগ্রহ করতে গিয়ে কিংবা স্নান করতে নেমে অনেক মানুষ তলিয়ে যেতেন। এলাকাবাসীর অনেকেই মনে করেন, এইসব দুর্ঘটনার পেছনে কাজ করে অদৃশ্য কোনও শক্তি। সেই অদৃশ্য শক্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে এলাকার বাসিন্দারা কাইতাকুড়া পুজো করে থাকেন। আগে শুধুমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষজন এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন এলাকার সবাই নিষ্ঠাভরে এই পুজোর আয়োজন করেন।

এই মন্দিরের এক সময়ের পুরোহিত প্রয়াত পর্বদেব রায়ের বাবা শাকালু রায় স্বপ্ন দেখেন, নদীর গর্ভে আছে এক সোনার রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের একটি ঘরে রয়েছেন রাজা ও রানি। বাইরে রয়েছেন উর্দি পরা বন্দুকবাহী এক দারোয়ান। অন্য ঘরে গাধার পিঠে বসে পুরুষরূপী কাইতাকুড়া। বর্তমানে গোবিন্দনগরে জরদা নদীর ধারে টিনের চাল দিয়ে মন্দির তৈরি করে দুটি ঘর বানানো হয়েছে। সেখানে একটি ঘরে রাজা-রানি, অন্য ঘরে কাইতাকুড়া এবং দারোয়ানের পুজো হয়। পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন পর্বদেব রায়ের বংশধর প্রদীপ রায়।

পুজো উপলক্ষ্যে ২২টি করে ধূপকাঠি চারটি মূর্তির উদ্দেশ্যে জ্বালানো হয়। একটি মাটির মালসাতে থাকে জল, দুধ, আতপ চাল, ফুল ও তিল। ধূপকাঠির গোড়ায় সেই মালসার জল অঞ্জলি ভরে দেওয়া হয়। পুজোর নির্দিষ্ট কোনও মন্ত্র নেই। শুকনো চিঁড়ে, আখের গুড় এবং আটিয়া কলা নিবেদন করা হয়।

এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা বিশ্বজিৎ নাগের কথায়, এলাকাবাসীরা মনে করেন কাইতাকুড়ার পুজো করলে জরদা নদীতে দুর্ঘটনা ঘটবে না। তাছাড়া পুজোর নিষ্ঠায় কোনও খামতি রাখা হয় না। স্থানীয়রা প্রত্যেকেই পুজো উপলক্ষ্যে এগিয়ে আসেন বলে জানালেন আরেক বাসিন্দা চন্দন সোম। পুজো উপলক্ষ্যে বাইরে থেকেও বহু মানুষ আসেন বলে জানালেন পুজোর সঙ্গে যুক্ত সুব্রত গুপ্ত, রতনকুমার দাস প্রমুখ।

গাধার পিঠে আসীন পুরুষরূপী কাইতাকুড়া, পাশে দারোয়ান।

ভোররাতে গজরাজের তাণ্ডব গধেয়ারকুঠিতে

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১ নভেম্বর : শুধু জঙ্গল নয়, নদী ডিঙিয়ে একসঙ্গে ৪০ থেকে ৫০টি হাতির দল গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালাল। ঘটনাটি শুক্রবার ভোররাতে ঘটেছে। ওইদিন রামশাই জঙ্গল থেকে একদল হাতি জলঢাকা নদী পেরিয়ে গধেয়ারকুঠি এলাকায় ঢুকে পড়ে। সেখানে তাণ্ডব চালিয়ে সিমখেত, ধানখেত সহ একাধিক সবজি চাষের জমি নষ্ট করে। এছাড়া হাতির হানায় গবাদিপশুর মৃত্যুও হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রামশাইয়ের জঙ্গল থেকে হাতি জলঢাকা নদী পেরিয়ে মাঝেমধ্যেই লোকালয়মুখী হয়। এদিনও ভোররাতে হাতির দল গধেয়ারকুঠি গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। তবে অনেকগুলি হাতি লোকালয়ে ঢুকলেও অধিকাংশই জঙ্গলে ফিরে যায়। তার মধ্যে দুটি হাতি জলঢাকা নদীর চরে দাঁড়িয়ে যায়। বন দপ্তর মনে করেছে, ওই হাতি দুটি দলছুট হয়ে চরে আটকে যেতে পারে। খবর পেয়ে নাথুয়া রেঞ্জের বনকর্মী ও বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। কিন্তু পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে দিনের আলোতে হাতি দুটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করা হয়নি। অন্ধকার নামার পরই হাতি দুটিকে ড্রাইভ করে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বসন্তকুমার রায় জানান, প্রায় ৪০-৫০টির বেশি হাতি নদী পেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। এখানে সিমখেত সহ একাধিক সবজির খেত নষ্ট হয়েছে। ক্ষতিপূরণের হিসেব এখনও কষা হয়নি। পুরোটাই কৃষি দপ্তর ও বন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে নাথুয়া রেঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'হাতির দল লোকালয়ে হানা দিয়েছে বলে শুনেছি। ক্ষতিপূরণের জন্য নির্দিষ্টভাবে আবেদন করলে তার বন্দোবস্ত করা হবে।'

এর আগেও হাতির হানার জেরে রাতের ঘুম উড়েছিল স্থানীয় কৃষকদের। তবে মাঝে লোকালয়ে হাতি হানা বিশেষ না হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন বাসিন্দারা। কিন্তু নতুন করে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় উদ্বিগ্ন বাসিন্দারা।

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত শিমখেত।

গোশালায় দালালচক্রের হদিস

১৭ বিঘা জমি বেদখল, তথ্য থাকলেও নিষ্ক্রিয় প্রশাসন

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : জমি বেদখলের অভিযোগ জানানোর দুই বছর কেটে গিয়েছে। জমির দালালচক্র সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে না প্রশাসন বলে অভিযোগ গোশালা মন্দির কমিটির। শুধু তাই নয়, অভিযুক্তদের সঙ্গে ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক বিপ্লব হালদারের যোগাযোগ ছিল বলে মন্দির কমিটির অভিযোগ।

মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপন বিহানী বলেন, 'গোশালা একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান। এখানে আগামীদিনে কর্মকাণ্ডের পরিসর বৃদ্ধির জন্য জমির প্রয়োজন। আমাদের জমি অন্য কেউ দখল করে রেখেছে– এর থেকে দুঃখের কী হতে পারে। গোশালার জমিতে ট্রাক টার্মিনাস হয়েছে। ট্রাক টার্মিনাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মন্দির কমিটি কথা বলেছে। কিন্তু জমির বিষয়ে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ করা হয়নি।

এবিষয়ে ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক রাজু তামাংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি।

গোশালা মোড়ের রাস্তার ধারে দীর্ঘদিন ধরে মন্দির রয়েছে। মন্দিরের প্রচুর জমি রয়েছে। দুই বছর আগে সভাপতি প্রদীপকুমার সীতানী এবং সাধারণ সম্পাদক দীপক তৎকালীন ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক বিপ্লব হালদারকে এবিষয়ে সবিস্তারে জানিয়েছিলেন।

গোশালার জমিতে ট্রাক টার্মিনাস। অবৈধভাবে গার্ডওয়াল করা হয়েছে।

ফাঁকা জমির হদিস করতে গিয়ে মন্দির কমিটির সদস্যরা দেখেন মন্দিরের ১৭ বিঘা জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এরপর মন্দির কমিটির করেননি। প্রদীপ এবং দীপকের অভিযোগ, মন্দিরের জমি বিক্রির সঙ্গে ব্লক ও ব্লক ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীরা জড়িত। প্রায় পাঁচ মাস আগে জলপাইগুড়িতে

ওই আধিকারিক তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন মন্দির কমিটিকে। কিন্তু তারপর তিনি এবিষয়ে আর কোনও পদক্ষেপই বিপ্লব তাঁর শেষ কার্যদিবসে আশ্বাস দিয়েছিলেন পরবর্তী অফিসার বিষয়টির মীমাংসা করবেন। ওইদিন বিপ্লবকে মন্দির কমিটির সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রেখেছিলেন।

বর্তমান ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক হিসাবে রাজু তামাংয়ের সঙ্গে মন্দির কমিটি জমি বেদখলের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে। তিনি মন্দির কমিটির সদস্যদের আশ্বাস দিয়েছেন কাগজপত্র খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন। তারপরে এবিষয়ে আর কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। মন্দির কমিটির সভাপতির কথায়, 'দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ায় জমি সংক্রান্ত ফাইল ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। মন্দির কমিটির জমিতে পাকাপোক্ত ঘরবাড়ি ও দোকানঘর তৈরি করা হয়েছে। অবৈধ নির্মাণ কীভাবে হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর আরও সংযোজন, 'প্রশাসনিক আধিকারিকদের আমরা বেআইনি নির্মাণের ছবিও দেখিয়েছি।'

বাগানে ব্লেডতারে ফেঁসে বন্দি চিতাবাঘ

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১ নভেম্বর : চা বাগানে থাকা খরগোশ ধরার ফাঁদে চিতাবাঘ ধরা পড়ল। পরে পালাতে গিয়ে সেটি বাগানের ব্লেডতারে ফেঁসে যায়। ঘুমপাড়ানি গুলি করে চিতাবাঘটিকে কবজা করে বন দপ্তর সেটিকে উদ্ধার করে। শুক্রবার মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোরা কায়েতপাড়া সংলগ্ন বড়দিঘি চা বাগানের টিলাবাড়ি ডিভিশনের ঘটনা।

এদিন সকালে চিতাবাঘটিকে ফাঁদে পড়া অবস্থায় প্রথমে চা বাগানের একটি নালায় দেখা যায়। বাগানের লোহার ব্লেডতারের ঘেরায় ফেঁসে যাওয়ার পর সেটি আর বাইরে বের হতে পারেনি। খবর চাউর হতেই এলাকায় বহু মানুষের ভিড় জমে যায়। সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন রিসর্টে থাকা পর্যটকরা ঘটনাস্থলে আসেন। মেটেলি থানার পাশাপাশি ধূপঝোরা বিট ও খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। এলাকাটিকে প্রথমে জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। পরে চিতাবাঘটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করা হয়। তারপর সেটিকে উদ্ধার করা হয়। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিতাবাঘটির বিষয়ে ওপরমহলের নির্দেশে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আপাতত প্রাণীটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে গরুমারার এডিএফও রাজীব দে জানান।

এদিকে, বাগানে ব্লেডতারের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর জেরে বহু বন্যপ্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ।

চালসার পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার বলেন, 'চা বাগানে ব্লেডতারের ব্যবহার রুখতে বহুবার দাবি জানানোর পরও এই সমস্যার সুরাহা হয়নি।' সংশ্লিষ্ট বাগানটিকে এবিষয়ে চিঠি দেওয়া হবে বলে গরুমারার এডিএফও জানিয়েছেন।

বড়দিঘি চা বাগানে ব্লেডতারে আটকে চিতাবাঘ।

বৃষ্টিতে ধানে ক্ষতির শঙ্কা

সুভাষচন্দ্র বসু ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ব্লকে ধান চাষের জমিতে অল্পবিস্তর জল দাঁড়িয়ে যায়। ফলে ধান চাষে কৃষকদের অনেকে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন। জলপাইগুড়ি সদর, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি ব্লকে বৃষ্টিতে ধান চাষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃষ্টিতে এই চাষে কতটা ক্ষতি হয়েছে তা জানতে কৃষি দপ্তর জেলাজুড়ে সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে।

উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, 'দেড় থেকে দুই ঘণ্টা বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির জল জমিতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ধান গাছ যদি হেলে যায় তাহলে ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যায়। বৃষ্টিতে ধান গাছের কতটা ক্ষতি হয়েছে তা জানতে সমীক্ষা করতে বলা হয়েছে।'

সিকিম আবহাওয়া বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখপাত্র গোপীনাথ রাহা বলেন, 'পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে বৃষ্টি হয়েছে। শনিবার উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।'

জলপাইগুড়ি জেলায় এবার ১ লক্ষ ১২ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়েছে। জমি থেকে ধান কাটতে কৃষকদের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ বৃষ্টিতে অনেকেরই কপালে চিন্তার গভীর ভাঁজ। রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান অঞ্চলের তেলিপাড়ার কৃষক সাধন দাস বলেন, 'বৃষ্টিতে আমন ধান চাষের অনেকটা ক্ষতি হবে বলেই মনে করছি। ধান কাটার পর আলু চাষের কথা ছিল। এই বৃষ্টির জেরে সেই চাষের সময়সীমাও পিছিয়ে গেল।' হঠাৎ বৃষ্টিতে ধান চাষ মার খাবে বলেই বেলাকোবা অঞ্চলের খোলোপাড়ার কৃষক তারিখ আজিজ, শিকারপুর অঞ্চলের সাহেববাড়ি এলাকার কৃষক জগদীশ বর্মনের মতো অনেকেই আশঙ্কা করছেন।

সেচ দপ্তরের জলপাইগুড়ি কন্ট্রোল রুম সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে ১৯.০২ মিলিমিটার, মালবাজারে ১৯ মিলিমিটার, ময়নাগুড়িতে ১১ মিলিমিটার এবং বানারহাটে ৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, ধান চাষের শুরুর দিকে বৃষ্টি হলেও পরের এক মাস পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়াতে বিঘার পর বিঘা আমন ধান গাছ ব্রাউন স্পট রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তাতে কৃষকদের কিছুটা সমস্যা হয়। এবারে বৃষ্টি হওয়ায় তাঁরা ফের সমস্যায় পড়লেন।

নুইয়ে পড়েছে ধান গাছ।

কাজের টাকা মেটাতে সমস্যা

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : চার বছর আগে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের রূপায়ণ করেও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় প্রাপ্য অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে প্রকল্প রূপায়ণের পরেও কাজ করা এজেন্সিগুলিকে তাদের প্রাপ্য অর্থ দিতে সমস্যায় পড়েছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন।

২০২০ সালে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার অনুমোদন নিয়ে জেলার বিভিন্ন ব্লকে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করেছিল জেলা প্রশাসন। একাধিকবার তদ্বির করেও সেই অর্থ মিলছে না।

সম্প্রতি বকেয়া প্রাপ্য ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ মিলেছে। ফলে বিভিন্ন ব্লকে এজেন্সিকে কাজের টাকা মেটাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আর্থিক সমস্যার পুরো বিষয়টি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে জানানো হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

আতঙ্ক ঘুঘুটারিতে

চিতাবাঘের হামলায় জখম এক

নাগরাকাটা, ১ নভেম্বর : চিতাবাঘের হামলায় জখম হলেন এক তরুণ। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সন্ধ্যায় নাগরাকাটার আংরাভাসা-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘুঘুটারি এলাকায়। তরুণের নাম বাবুলাল ওরাওঁ (৩২)। তিনি বাড়ি লাগোয়া জমিতে নিজেদের গোরু আনতে গিয়েছিলেন। পেছন থেকে বুনোটি অতর্কিতে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গলায় কামড়ে ধরার চেষ্টা করলেও বাবুলালের পালটা প্রতিরোধে সম্ভব হয়নি। তবে দু'পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়। ওই তরুণের গলায় থাবা বসিয়ে দেয় বুনোটি। এরপর স্থানীয়রা ওই দৃশ্য দেখে চিৎকার, চ্যাঁচামেচি শুরু করলে চিতাবাঘটি পাশের একটি চা বাগানের দিকে চলে যায়। বাবুলালের দাদা লাল্টু ওরাওঁ বলেন, 'দাদাকে কোনওরকমে উদ্ধার করে নিয়ে এসে বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাই।' বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'আহতের চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব বন দপ্তরই বহন করছে।'

আংরাভাসা এলাকার শিকারিপাড়ার বিশ্বরূপ দেবনাথ নামে এক সমাজসেবী বলেন, 'দিনে চিতাবাঘ। রাতে হাতি। ওই দুই বুনো জন্তুর আতঙ্কে বিস্তীর্ণ তল্লাটের বাসিন্দারা কী করবেন ভেবে পারছেন না। বন দপ্তর শক্ত হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় এগিয়ে আসুক।'

খোলবাদ্যে মুগ্ধ পুলিশ সুপার

রাজগঞ্জ, ১ নভেম্বর : খোলের আওয়াজও কথা বলে। একসঙ্গে ৭০ জন শিশু, কিশোর-কিশোরীর খোল একই তাল-লয়-ছন্দে বেজে উঠল। তা মোহিত করে তুলল অনুষ্ঠানে উপস্থিত জলপাইগুড়ির জেলা পুলিশকর্তাকে। পাশাপাশি বাকরুদ্ধ হয়ে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করল উপস্থিত ৮ থেকে ৮০। তবে ওরা শুধু খোলই বাজাল না। বাজনার ছন্দে শিল্পীদের নাচ প্রত্যেকের হৃদয়ে দোলা দিয়ে গেল। এই ৭০ জনের ছেলের পরনে হলুদ এবং মেয়েদের গোলাপি পোশাক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এক অভিনব অনুষ্ঠানের সাক্ষী রইলেন রাজগঞ্জবাসী। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রাজগঞ্জ থানা আবাসিক এবং রাজগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতি। তাদের কালীপুজো এবছর ১০৯তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। সেই উপলক্ষ্যেই পুজো উদ্বোধনে বিশেষ চমক ছিল শিশু, কিশোর-কিশোরীদের খোলবাদ্য। পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। উমেশ বললেন, 'সত্যিই মনোমুগ্ধকর ছোট ছোট শিশু এবং কিশোরদের খোলবাদ্যের মূর্ছনা। আমি অবাক হয়ে গেলাম।

গাছ চুরি রুখতে টহলদারি

তৎপর বন দপ্তরের স্পেশাল টিম

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১ নভেম্বর : জঙ্গলের গাছ চুরি রুখতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে জলপাইগুড়ি বন বিভাগ। লাটাগুড়ি সহ আশপাশে পেট্রলিংও হয়েছে। তবে গাছ চুরি সেভাবে বন্ধ হয়নি। বৃহস্পতিবারও লাটাগুড়িতে এক কাঠ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে ১৫টি টিকের লগ পাওয়া গিয়েছে। আদালত তাকে ১৫ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ডিএফওর নেতৃত্বে লাটাগুড়ি ও রামশাইয়ের জঙ্গলে বিশেষ অভিযান চালানো হয়।

এর জন্য বন দপ্তরের স্পেশাল টিম তৈরি করা হয়েছে। তারা দিনরাত টহল দেবে। এদিন জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি, লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্তের পাশাপাশি বনকর্মীদের নিয়ে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে তল্লাশি চলে। সঞ্জয়ের কথায়, 'লাটাগুড়ি রেঞ্জে বনকর্মীদের নিয়ে একটি স্পেশাল টিম তৈরি করা হয়েছে। তারা দিনরাত পর্যায়ক্রমে গোটা জঙ্গল পাহারা দেবে। জঙ্গলে প্রবেশের বিভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্টে কড়া নজরদারি থাকবে।'

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের লাটাগুড়ি ও রামশাইয়ের জঙ্গলের বেশ কিছু এলাকা থেকে দীর্ঘদিন ধরে অবাধে কাঠ পাচার চলছে বলে অভিযোগ। জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য বনবস্তির মহিলারা জঙ্গলে প্রবেশ করছেন বলেও জানা গিয়েছে। তাঁরা ছোট ছোট গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে উদ্বেগে বন দপ্তর। এই পরিস্থিতিতে কড়া নজরদারি শুরু করল জলপাইগুড়ি বন বিভাগের লাটাগুড়ি রেঞ্জ।

জঙ্গলে মহিলাদের প্রবেশ রুখতে মহিলা বনকর্মীদের নিয়ে টহলদারি চালানো হবে বলে জানান ডিএফও বিকাশ ভি। তাঁর কথায়, 'রামশাই ও লাটাগুড়ি জঙ্গলের মাঝে থাকা রামশাই রেঞ্জের কালামাটি বিটে নজরদারির জন্য থাকা একটি চেকপোস্ট দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ। সেটিকে চালুর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু এলাকায় নজরদারির জন্য নজরমিনার তৈরি করা যায় কি না সেই চেষ্টাও চলছে।

লাটাগুড়ি জঙ্গলে নজরদারি চলছে। শুক্রবার।

> রামশাই ও লাটাগুড়ি জঙ্গলের মাঝে থাকা রামশাই রেঞ্জের কালামাটি বিটে নজরদারির জন্য থাকা একটি চেকপোস্ট দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ। সেটিকে চালুর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।
>
> **বিকাশ ভি, ডিএফও**

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দুই পৃথিবী।। পাটনায় গঙ্গাতীরে। কোচবিহারের লিপিকা রায়ের ক্যামেরায়।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন রাহুতবাগান এলাকার বৈরাগীডাঙ্গায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম তাপস দাস (২৯)। মৃতের দাদা সুধান দাস বলেন, 'ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর মনোমালিন্য হওয়ায় স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল সন্তানকে রেখে। ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হলেও লাভ হয়নি। প্রতিদিন ভাইয়ের ছেলে ঠাকুমার কাছে রাতে থাকত। আর ভোরে বাবার কাছে চলে যেত। এদিন ভোরেও গিয়েছিল। অনেক ডাকার পরও সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে দেখি এই কাণ্ড।' স্ত্রীর ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো তাঁর। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কম্বল বিতরণ

মেটেলি, ১ নভেম্বর : কালীপুজো উপলক্ষ্যে চা বাগানের দুঃস্থ প্রবীণদের কম্বল বিতরণ করা হয়। শুক্রবার মেটেলি থানার তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে শতাধিক দুঃস্থ ব্যক্তিকে কম্বল দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার গ্রামীণ সমীর আহমেদ, মেটেলির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ প্রমুখ।

জখম মহিলা

চালসা, ১ নভেম্বর : চালসা ও মালবাজারের মাঝে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সড়কে আবার দুর্ঘটনা। শুক্রবার সন্ধ্যায় সোনগাছি মোড় এলাকায় দ্বিতীয় ঘটনাটিতে একজন মহিলা জখম হয়েছেন। স্থানীয়রা তাঁকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠান। সড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় চালসা থেকে মালবাজারমুখী একটি ছোট গাড়ি ওই মহিলাকে সজোরে ধাক্কা মেরে চলে যায়। বৃহস্পতিবার ভোরে ওই সড়কের সাতখাইয়া মোড় এলাকায় দুটি ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। বাসিন্দারা দুর্ঘটনা রোধে পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

প্রশ্নের মুখে স্বাস্থ্যকেন্দ্র

শুভ দত্ত

বানারহাট, ১ নভেম্বর : চালসায় বৃহস্পতিবার ভোরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মারা যান বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের অন্তঃসত্ত্বা, তাঁর বোন এবং গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানের ছোট গাড়িচালক। শুক্রবারও এলাকায় শোকের পরিবেশ। তিনজনের মৃত্যু ফের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল। দাবি উঠেছে বানারহাট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নীতকরণ এবং পর্যাপ্ত অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালুর। স্থানীয় শংকর ওরাওঁ বলেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে সুযোগসুবিধা থাকলে বৃহস্পতিবারের ঘটনাটি ঘটত না। আর তিনজনের মৃত্যুও ঘটত না।'

গতবছরের ডিসেম্বর মাসে বানারহাটে সরকারি সভাস্থল থেকে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ৩০ শয্যার ব্লক স্তরের হাসপাতালে পরিণত করা হবে। ঘোষণার পর প্রায় দশ মাস পেরিয়ে গেলেও বানারহাট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোগত হাল এখনও বদলায়নি। শুরু হয়নি নতুন বিভাগ তৈরির কাজও। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা এখনও চালু হয়নি। শুধুমাত্র প্রসবের সময়ে অন্তঃসত্ত্বাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া অথবা বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাতৃযানের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্য রোগীদের ভরসা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অ্যাম্বুল্যান্স। তবে সেই অ্যাম্বুল্যান্স সংখ্যাও এলাকায় রোগীর সংখ্যার বিচারে পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতি পরিচালিত একটি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে।

অপারেশন থিয়েটার এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকায় রোজই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সাত-আটজন রোগীকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল অথবা বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়।

স্থানীয় বিজেপি নেতা সন্তোষকুমার প্রসাদ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বানারহাট নিয়ে অনেক কিছু ঘোষণা করেছিলেন। তার একটি কাজও হয়নি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নীতকরণ নিয়ে রাজনৈতিক রং না লাগিয়ে এলাকার মানুষদের কথা ভেবে দ্রুত কাজ করাটা দরকার।' তৃণমূলের ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের কথায়, 'বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র উন্নীতকরণের বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের তরফে হাসপাতালের বিল্ডিং বানানোর সমীক্ষা শেষ হলে কাজ শুরু হবে।'

অগ্রদূত কালচারালে আদি মহাশ্মশান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১ নভেম্বর : কালীপুজোয় আদি মহাশ্মশান গড়ে তাক লাগিয়ে দিল অগ্রদূত কালচারাল অ্যান্ড স্পোর্টিং ক্লাব। ইলেক্ট্রিক চুল্লির জমানা চালু হওয়ার আগে কীভাবে শাস্ত্র মেনে শবদেহ সৎকার করা হত সেটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাটির নানা মডেলের মাধ্যমে। গা ছমছমে সেই দৃশ্যপট দেখতে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই সেখানে ভিড় উপচে পড়ে। এবছর ওই ক্লাবটির ৩৫তম বর্ষের মহাশক্তির আরাধনা।

সম্পাদক আশিস সরকার বলেন, 'বহু বছর ধরে অগ্রদূতের পুজো মানেই ছিল নতুনত্বের ছোঁয়া। মাঝে বৈচিত্র্যে কিছুটা ভাটা পড়েছিল। আমরা আবার সেই আমাদের পুরোনো উদ্যোগে ফিরে আসার চেষ্টা শুরু করলাম।' পুজো কমিটির সম্পাদক অলোক মণ্ডলের কথায়, 'প্রকৃত বিধি মেনে শ্মশানে কীভাবে শবদাহ করা হয় তা অনেকেরই অজানা। চুল্লি এসে যাওয়ার পর তো শ্মশানঘাটের পুরোনো সেই ধারণাই মানুষের মন থেকে মুছে যাওয়ার জোগাড়। কিছুটা রোমাঞ্চ তুলে ধরে সেটাই মডেল ও আলোর কারসাজির মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে।'

অগ্রদূতের দেবী প্রতিমার রূপও পুজোর থিমের সঙ্গে মিল রেখে ভয়ংকর করে তোলা হয়েছে। মা এখানে শ্মশানকালী হিসেবে পূজিত হয়েছেন। পুজো কমিটির এক কর্তা সঞ্জীবন কুজুর বলেন, 'সমাজের নানা অপকর্ম দেখে মা যে রুষ্ট সেটাও প্রতিমার এমন আদলের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে।' মনোরঞ্জন বিশ্বাস, সুনীল দত্তদের মতো পুজোর অন্য কর্তারা জানাচ্ছেন, আদি মহাশ্মশানের এই থিম দর্শনার্থীদের দারুণভাবে আকর্ষিত করেছে। আগামী বছর ফের নয়া আঙ্গিকের পুজো তুলে ধরা হবে।

উল্লেখ্য, নাগরাকাটার ওই ক্লাবটি স্থাপিত হয় ১৯৯০ সালে। জুরাসিক পার্ক, পাতালপুরী, ১৯৪২-এ লাভ স্টোরি, লালকেল্লা, যমপুরী, বন্যা, নেপালের বিধ্বংসী ভূমিকম্প, মোরাঘাটের ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনায় ৭টি হাতির মৃত্যুর মতো নানা থিমের পুজো উপহার দিয়েছে তারা। সেসব এখনও লোকমুখে উচ্চারিত হয়। পুরোনোরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার পর নয়া প্রজন্ম ক্লাবটিকে টিকিয়ে রেখেছে। এবারের পুজোর সাফল্য দেখে সকলেই ভীষণ উৎসাহিত। মহাশ্মশান ও দেবীর মূর্তি তৈরি করেছেন নাগরাকাটারই শিল্পী তাপস চট্টোপাধ্যায় ও ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা সম্পর্কে পিতা-পুত্র। দালানবাড়ির বারান্দার আদলের প্যান্ডেলটি বানারহাটের অপূর্ব দে'র তৈরি।

মালবাজারে দেওয়ালি ব্যান্ড ফেস্ট

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১ নভেম্বর : শ্যামাপুজোর দ্বিতীয় দিনে মালবাজার জাতীয় তরুণ সংঘের উদ্যোগে ক্লাব চত্বরে হয়ে গেল দেওয়ালি ব্যান্ড ফেস্ট। এর মাধ্যমে শহরের নয়া প্রজন্মের ব্যান্ড গ্রুপগুলিকে উৎসাহ দেওয়াই ক্লাবের উদ্দেশ্য বলে দাবি করা হয়েছে।

সংস্থার সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুব্রত ভট্টাচার্য, ক্লাব সদস্য কৌশিক পালরা জানান, অতীতে শহরে কালীপুজো উপলক্ষ্যে অর্কেস্ট্রার অনুষ্ঠানের চল ছিল। ব্যান্ডমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এটাই প্রথম উদ্যোগ। নবাগত এই ব্যান্ডগুলির নাম বিটস, রিলেকশন, এন্থিথেসিস ইত্যাদি। একইসঙ্গে আজ, শনিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হবে। উল্লেখ্য, মাল শহরের বিগ বাজেটের পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে জাতীয় তরুণ সংঘ অন্যতম। এবছর তাদের থিম রাজ্যের পাটশিল্প। এই ক্লাবই প্রথম মাল শহরে পুরুলিয়ার লোকশিল্প ছৌ নাচ দেখিয়েছিল।

ক্লাবের অন্যতম সদস্য মানিক বৈদ্য বলেন, 'আমরা প্রতি বছরের মতো এবারও মালবাসীকে নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছি। শহরের একটি বড় সংখ্যক তরুণ-তরুণীর মধ্যে এই অনুষ্ঠান ঘিরে যথেষ্ট কৌতূহল তৈরি হয়েছিল।'

ক্লাব চত্বরে এই মঞ্চেই হয়েছে অনুষ্ঠান।

শনিবার, ১৬ কার্তিক ১৪৩১, ২ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৬৩ সংখ্যা

অবাঞ্ছিত প্রবণতা

রাজনৈতিক বিরোধীদের চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করাটা নরেন্দ্র মোদির পুরোনো অভ্যাস। তাঁর নীতি, সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলে প্রতিপক্ষকে পালটা আক্রমণে নাস্তানাবুদ করা তাঁর বরাবরের কৌশল। যা পরমতসহিষ্ণুতা, বিরোধিতাকে সম্মান ইত্যাদি গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার একেবারে বিপরীত। সংসদে কিংবা নির্বাচনি প্রচারের মঞ্চ, সর্বত্র বিরোধী ও সমালোচকদের তীক্ষ্ণ ভাষায় নিশানা করে তিনি 'অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স' নীতির বাস্তবায়ন করেন।

দীপাবলিতে তার ব্যতিক্রম ঘটল না। গুজরাটের কেভাডিয়ায় জাতীয় ঐক্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে বিরোধী শিবিরকে বিকৃত শক্তি, শহুরে নকশাল বলে সরাসরি আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির ভাষায়, কিছু বিকৃত শক্তি ভারতের উত্থানে চিন্তিত। ভারতের ভিতরে এবং বাইরের কিছু মানুষ দেশে অস্থিরতা এবং নৈরাজ্য তৈরির চেষ্টা করছে। তারা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের ভুল বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীকে নিশানা করছে।

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, ওই বিকৃত শক্তি ভুল তথ্য প্রচার করছে। 'ইন্ডিয়া' জোট তাঁর নিশানা থাকলেও মোদির আক্রমণের বর্শামুখ যে মূলত কংগ্রেস এবং নেহরু-গান্ধি পরিবার, সেটা তাঁর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার। কংগ্রেস ক্রমাগত বিজেপি এবং তাঁর বিরুদ্ধে সংবিধানের ওপর আক্রমণের অভিযোগ তুলছে বলে তিনি প্রত্যাঘাত করলেন। গত লোকসভা ভোটে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রচারের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল সংবিধানের সুরক্ষা।

জাতভিত্তিক জনগণনা নিয়েও আগাগোড়া সমালোচনা করে চলেছে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের মাটিতে দাঁড়িয়ে পালটা সমালোচনা করলেন। নাম না করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করলেন, জাতের নামে ওরা বিভাজনের চেষ্টা করছে। ভারতকে উন্নত হতে দিতে চায় না ওরা। কারণ, ওদের রাজনীতির জন্য গরিব এবং দুর্বল ভারত বেশি জরুরি। তাই সংবিধানের নামে ওরা দেশকে ভাঙতে চাইছে। এই শক্তিই মোদির ভাষায় শহুরে নকশালদের জোট।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষা থেকে পরিষ্কার, বিরোধী শিবির এখন তাঁর কাছে অস্বস্তির কারণ। শুধু সংসদে বর্ধিত শক্তি বলে নয়, ইদানীং বিভিন্ন বিষয়কে কংগ্রেস যেভাবে সামনে আনছে, তা কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির মাথাব্যথার কারণ। সেবি প্রধান মাধবী পুরী বুচের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগগুলি শেয়ার বাজারে লগ্নিকারীদের বুকে ভয় ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট। কংগ্রেস এই বিষয়ে ক্রমাগত কেন্দ্রের ভূমিকাকে চেপে ধরতে মরিয়া। একের পর এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতৃত্বের তোলা প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে বিজেপির হিমসিম অবস্থা হচ্ছে।

যে কারণে মাধবীকে তলব করায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-র চেয়ারম্যান কংগ্রেসের কেসি বেণুগোপালের বিরুদ্ধে সরব গেরুয়া শিবির। মাধবীর বিরুদ্ধে অভিযোগকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী এবং শিল্পপতি গৌতম আদানির মধ্যে 'আঁতাতে'র হাঁড়ি হাটে ভেঙে দিতে মরিয়া রাহুল গান্ধি। এতদিন কংগ্রেসকে ও গোটা বিরোধী শিবিরকে হামেশা দুর্নীতিগ্রস্ত বলে নাস্তানাবুদ করতেন মোদি। রাহুলের পালটা কৌশল এখন প্রমাণ করা যে, বিজেপির হাতেও একাধিক দুর্নীতির কালি লেগে আছে।

এই সমালোচনা ও অস্বস্তি ঠেকাতেই নাম না করে বিরোধী শিবিরকে বিকৃত শক্তি, শহুরে নকশাল, দেশবিরোধী বলে জনমানসে ধারণা তৈরি করে দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। পারস্পরিক সৌজন্যের বালাই না থাকায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দেশের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা মারাত্মক চেহারা নিচ্ছে। যা সংসদীয় গণতন্ত্র ও ভারতের বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ স্বাভাবিক। সমালোচনা, তর্কবিতর্কও স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার থাকে গণতন্ত্রের সুস্থতা রক্ষায়। শাসক শিবিরের প্রধান নেতা বিরোধীদের বিকৃত শক্তি, শহুরে নকশাল বলে দেগে দিলে সেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতির পক্ষে যা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোরে ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে। যৌগিক একাগ্রতাও সাধারণভাবে সেই একই জিনিস- কেবল তা আরও বিস্তৃত ও গভীর হবে। -শ্রীঅরবিন্দ

রাজনীতির ভাইবোন : কভি খুশি, কভি গম

দেশজ রাজনীতিতে চর্চায় জগন রেড্ডি ও বোন শর্মিলার ঝগড়া। ভাইফোঁটার আবহে এমন কিছু সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

৩৮ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি।

৩৮০০০ সংখ্যাটা লিখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি। তারপর আবার কোটি! এই বিশাল অঙ্কের টাকা নিয়েই এখন তুলকালাম পিঠোপিঠি ভাইবোনের। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন রেড্ডি এবং তাঁর এক বছরের ছোট বোন শর্মিলার। দুজনেই দুজনকে খোলা চিঠি লিখছেন অন্যকে চরম মিথ্যাবাদী বলে। শর্মিলার পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর মা বিজয়াম্মা।

জনতা মজা পাচ্ছে। পাবেই তো! হিট সিনেমার চিত্রনাট্যের রসদ রয়েছে এখানে।

সম্পত্তি কত তিক্ত করে দেয় মানুষের মন! যখন জগন মুখ্যমন্ত্রী হননি, বোন তাঁর পাশেই ছিলেন। একসঙ্গে লড়াই করেছেন বাবা ওয়াইএসআরের নামে তৈরি পার্টির হয়ে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই ভোল পালটে যায় জগনের। অন্য অনেক সম্পত্তি তো একতরফা নিয়ে নেনই, তারপর ঘোষণা করেন, তাঁর ৬০ শতাংশ সম্পত্তি পাওয়ার কথা। বোনের ৪০ শতাংশ।

এই খেলায় জগন যত মরিয়া হয়ে ওঠেন, তত দূরে সরে যেতে থাকেন মা এবং বোন। শেষপর্যন্ত শর্মিলা বাবার নামে পার্টি ছেড়ে আবার ফিরে যান বাবার পুরোনো দল কংগ্রেসে। এখন রাজ্যের প্রেসিডেন্ট। ঝামেলা এমন জায়গায়, কংগ্রেসের দাবি, শর্মিলার জন্য বাড়তি নিরাপত্তা দিতে হবে।

ভাইফোঁটার পুণ্যদিন উঁকি দিচ্ছে, আর মনে পড়ছে ভারতীয় রাজনীতিতে ভাইবোনের সম্পর্কের কথা। কিছু সম্পর্ক মধুর, কিছু সম্পর্ক তিক্ত। একেবারে সংসারের প্রতিচ্ছবি সেখানে। সৎ ভাইবোনেরও অস্তিত্ব রয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে, সেখানে সিরিয়ালের মতো পদে পদে মোচড়। কোথাও ভাইবোনের সমীকরণ যমের দুয়ারে কাঁটা দেওয়ার মতো, কোথাও যমের দুয়ার হাট করে খুলে দেওয়ার মতো।

শর্তহীন ভালোবাসা। সবসময় সাহায্যের হাত বাড়ানো। আজীবন বন্ধুত্ব। বোঝাপড়া। মতভেদ ভুলে আবেগমাখা যোগাযোগ। এই পাঁচটা জিনিস যদি ভাইবোনের সুসম্পর্কের মাপকাঠি হয়, তা হলে ভারতীয় রাজনীতিতে কম রয়েছে। রাজনৈতিক পরিবারগুলোতে ক্ষমতা দখলের লড়াই একটা সময় হয়ে ওঠে অনিবার্য। সেইজন্য ওই শর্তগুলোতে অধিকাংশ সময়ই শত্রুতার জল পড়ে ভিজে যায়। আর আবেগের বারুদ জ্বলে ওঠে না। কিছুটা ব্যতিক্রম গান্ধি পরিবার।

রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াংকা গান্ধির কথাই ধরা যাক না! জগন-শর্মিলার পুরো উলটোদিক। কী চমৎকার রসায়ন সেখানে। যেখানে রাহুল, সেখানে প্রিয়াংকা। কত চমকে দেওয়ার ছবি রয়েছে দুজনের, যেন ফোটোশুট করে তোলা। আসলে তা অতি সহজভাবে আসে ভাইবোনের। কংগ্রেসের রাজনীতি প্রথম থেকে এত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বজীর্ণ, সেখানে একদল রাহুলের পিছনে দাঁড়িয়ে গেলে, অন্য দল দাঁড়িয়ে যেতে পারত প্রিয়াংকার পিছনে। কেউ এখনও পর্যন্ত ভাইবোনের সুখের সম্পর্কে ফাটল তৈরি করতে পারেনি।

প্রথমদিকে রাহুল যখন প্রতি পদে হোঁচট খাচ্ছেন, তখন আওয়াজ উঠেছিল, প্রিয়াংকা লাও, কংগ্রেস বাঁচাও। সেটা সোনিয়ারও পছন্দ ছিল না, প্রিয়াংকা গুরুত্ব দেননি। মেয়ে একেবারে আড়ালেই ছিলেন। বহু বিশেষজ্ঞ তখন বলেছিলেন, রাহুলের তুলনায় প্রিয়াংকাই কংগ্রেসকে চাঙ্গা করতে পারবেন বেশি। বোন কিন্তু নিজে এগিয়ে আসেননি। সবসময় দাদার পিছনেই থেকেছেন।

রাহুল-প্রিয়াংকার মতো আদর্শ জুটি এখন কম। প্রিয়াংকার স্বামী রবার্ট ভদরার বিরুদ্ধে অনেকবার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, যা রাহুলের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তির। অস্বস্তির গান্ধি পরিবারের পক্ষেও। তবু রাহুল কোনওদিনও রবার্টকে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেননি প্রকাশ্যে। সব সময় বোনের পাশেই থেকেছেন। অন্য অনেক জায়গায় যা দেখিনি।

পাওয়ার পরিবারের কথাই ধরুন। অজিত পাওয়ার এবং সুপ্রিয়া সুলে, দুই তুতো ভাইবোনের সম্পর্ক কী চমৎকার ছিল। শেষপর্যন্ত নির্বাচনে সুপ্রিয়ার বিরুদ্ধে স্ত্রী সুনেত্রাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন শারদ পাওয়ারের ভাইপো। পরে তাঁর উপলব্ধি হয়েছে, সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। এখন অজিত বলছেন, 'আমার সব বোনকে আমি ভালোবাসি। পরিবারের মধ্যে রাজনীতি জড়ানো ঠিক হয়নি।' সেই এক লোক নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, 'গণতন্ত্রে যে কেউ যে কারও বিরুদ্ধে লড়তে পারে। এটা পরিবারের মধ্যে লড়াই নয়। এটা আদর্শের লড়াই।'

এভাবেই আমরা উপলব্ধি এবং আদর্শ বদল দেখেছি দেশের অন্য প্রান্তে, চেন্নাইয়ে করুণানিধির পরিবারে। বা গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া পরিবারে।

করুণানিধির তৃতীয় পক্ষের মেয়ে কানিমোঝির সঙ্গে তাঁর সৎভাইদের মাঝেমাঝেই ঝামেলা হয়েছে। কানিমোঝি নিজে সাংবাদিক ছিলেন। কবি। তবু তিনি বাবার দুই পক্ষের অন্য সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেননি। হালে স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেকটা ভালো। স্ট্যালিন রাজ্যের দায়িত্ব নিয়ে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্র তুলে দিয়েছেন সৎবোনকে।

গোয়ালিয়রে প্রয়াত মাধবরাও সিন্ধিয়ার সঙ্গে তাঁর দুই বোন বসুন্ধরা ও যশোধরার রাজনীতির যুদ্ধ বহু আলোচিত। মাধবরাও জনসংঘ ছেড়ে বোনেদের ফেলে গিয়েছিলেন কংগ্রেসে। তখন কথার যুদ্ধ চলত। বোনেরা এখনও বিজেপিতে। বরং লালু যাদবের পরিবারে এখনও পর্যন্ত শান্তি রয়েছে তেজপ্রতাপ, তেজস্বী যাদবের সঙ্গে বোন মিশা ভারতীর।

মেঘালয়ে সাংমা পরিবারের দুই ভাই কনরাড সাংমা, জেমস সাংমা ও বোন আগাথা সাংমা এখনও মিলেমিশে রয়েছেন পদ ভাগ করে। কিন্তু প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে-মেয়ে অভিজিৎ বা শর্মিষ্ঠা যত না কাজের জন্য চোখে পড়েছেন, তত চোখে পড়েছেন বিতর্কের জন্য। পারস্পরিক সম্পর্কও অত মধুর নয়।

যে পরিবারগুলোর ভাইবোনেরা ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ, অধিকাংশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে নানা দুর্নীতির গল্প। তবে জনতা কি এসব মনে রাখে? যে রাজশেখর রেড্ডির ৩৮ হাজার কোটির সম্পত্তি নিয়ে এত হইচই চলছে তেলুগুভাষীদের, সেই ভদ্রলোকের নাম উঠেছিল উইকিলিকসের দুর্নীতির তালিকায়। অনেক সরকারি প্রকল্প থেকে টাকা তোলার অভিযোগ ছিল। অভিযোগ ছিল শিল্পপতিদের সুবিধে পাইয়ে দিয়ে টাকা দেওয়ার। কে মনে রেখেছে? এহেন ওয়াইএসআর যখন মারা গেলেন বিমান দুর্ঘটনায়, তখন ১২২ জন মারা গিয়েছিল শোকে। কেউ হার্ট অ্যাটাকে, কেউ করেছিল আত্মহত্যা। সেই গল্পের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে দুর্নীতির নানা তত্ত্ব।

এই যে দেশে এই মুহূর্তে সিপিএমের একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-- তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। ছেলে বিবেক আবু ধাবিতে ব্যাংকে চাকরি করেন। মেয়ে বীণা সিরিয়াসলি পার্টি করেন। বিয়ে করেছেন ডিওয়াইএফআইয়ের প্রাক্তন সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট মহম্মদ রিয়াসকে। দুজনের এটা দ্বিতীয় বিয়ে। প্রচুর হইচই হয়েছিল এই বিয়ে নিয়ে। কেরলের পর্যটন ও পূর্তমন্ত্রী রিয়াসের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। সোনা স্মাগলিং থেকে দুর্নীতি। এও বলা হচ্ছে, তিনি বিজয়নকে চালান। তিনিই ছায়া মুখ্যমন্ত্রী। বিজয়নের ছেলে এত ঝুটঝামেলায় না থাকলেও অভিযোগ উঠেছে, বিবেকের শ্বশুরের কোম্পানিকে বাড়তি সুবিধে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাহুল ও প্রিয়াংকার ভালোবাসার মনছোঁয়া ছবিগুলো মনে করিয়ে দেয় জওহরলাল ও বিজয়লক্ষ্মীর মধুর সম্পর্ক। বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্য মাঝেমাঝেই টুইটে বিপক্ষর সমালোচনায় নামতে গিয়ে আত্মঘাতী গোল করে ফেলেন। বছর কয়েক আগে তিনি নেহরুর মহিলাপ্রীতি বোঝাতে গিয়ে কিছু ছবি পোস্ট করেছিলেন। তাঁর মধ্যে দুটি নেহরু-বিজয়লক্ষ্মীর ছবি। একটিতে আমেরিকার বিমানবন্দরে দাদাকে স্বাগত জানাতে এসেছেন বোন। অন্যটিতে নয়াদিল্লির বিমানবন্দরে বোনকে স্বাগত জানাতে এসেছেন দাদা।

নেহরু যে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁর একদিকে ছিলেন বোন বিজয়লক্ষ্মী, অন্য পাশে কন্যা ইন্দিরা। ইন্দিরার সঙ্গেই বরং বিজয়লক্ষ্মীর সম্পর্ক পরের দিকে অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। অথচ প্রথমদিকে ইন্দিরা অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন পিসির।

এভাবেই ভাইবোনের সম্পর্ক ধীরে ধীরে আমূল পালটে যেতে থাকে কোনও না কোনও ইস্যু থেকে। হলিউডে আমরা পাই শার্লি ম্যাকলিন-এরিক বেটি, জেন ফন্ডা-পিটার ফন্ডা, জুলিয়া রবার্টস-এরিক রবার্টসদের। বলিউডে সানি-ববি-এষা দেওল, সইফ-সোহা আলি খান, ফারহান-জোয়া আখতারদের। সেখানে গ্ল্যামারের লড়াইয়ে একজন না একজন পিছিয়ে পড়েন। কিন্তু কখনও রাজনীতির মতো ভাইবোনের সংঘাত অধিকাংশ সময় প্রকাশ্যে আসে না। থেকে যায় চার দেওয়ালের ভেতরে।

এ সব দেখেও কি ওয়াইএসআরের পুত্রকন্যার হুঁশ ফিরবে না? ভাইফোঁটা তো এখন সারা দেশেই আলাদা নামে হয়। ভাইফোঁটা, ভাউবিজ, ভাইদুজ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ভাইটিকা...। এভাবে অন্ধ্রে তার নাম যমদ্বিতীয়া। সেই রূপকথাটি কিন্তু বাংলার মতো চালু জগন-শর্মিলার রাজ্যে, পুরো দক্ষিণ ভারতেই।

বোন যমুনার কাছে গিয়েছিলেন যমরাজ। তারপর, তারপর, তারপর... যমুনা দেন যমকে ফোঁটা।

আজ

১৯৩৫

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা শাহরুখ খান।

আলোচিত

আমার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। গত দু'বছরে বাংলার মানুষের কাছে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। অনেক শিখেছি। দিতে পেরেছি অল্প। এটা আমাকে আরও কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।
- সিভি আনন্দ বোস

ভাইরাল/১

দিঘায় সমুদ্রের পাড়ে বসে ঢেউ উপভোগ করছিলেন দুই তরুণী। হঠাৎ একটা বড় ঢেউয়ের তোড়ে দুজনে সমুদ্রে ভেসে যেতে থাকেন। বারবার চেষ্টা করেও কিছুতেই পাড়ে উঠতে পারছিলেন না। শেষে কয়েকজন পর্যটকের সাহায্যে প্রাণে বাঁচেন তাঁরা।

ভাইরাল/২

সাইকেল ছিল তাঁর প্রিয় সঙ্গী। সাইকেল নিয়ে ঘোরবুন্দার ফোর্টে যাচ্ছিলেন তিনি। গলির পথে যাওয়ার সময় কেরামতি দেখাচ্ছিলেন মুম্বইয়ের নীরজ যাদব। সেই সময় ধাক্কা মারেন পাশের বাড়ির দেওয়ালে। সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে মারা যান।

উত্তরের পাঁচালি

পঞ্চবটীর পাঁচকথা

উজ্জ্বল।। রায়গঞ্জে পঞ্চবটীতলায় কালী মন্দির।

রায়গঞ্জের রেলস্টেশনের পাশেই নেতাজিপল্লি। এখানকার পঞ্চবটীতলায় রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন বট গাছ। এই বটতলাতেই ১৯৬১ সালে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় তৈরি হয় একটি কালী মন্দির। পাশেই পঞ্চানন ও দুর্গা মন্দির। এখানে এসে জীবনের বোধ কিছুটা হলেও পালটে যায়। অনেকের বিশ্বাস, মনের বাসনা পূরণ হয় পঞ্চবটীর কালীপুজোয়। স্বাধীনতার আগে এলাকায় রেলের ইঞ্জিনের জল ভরার ব্যবস্থা ছিল। একসময় রেললাইন দিয়ে মেল ট্রেন চলত। অসমে যাওয়া যেত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশভাগের পাশাপাশি ভাগ হয়ে যায় রেললাইন। তখন রেলওয়ের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে অনেকেই এখানে আসেন। ধীরে ধীরে এই এলাকায় জনবসতি বাড়তে থাকে। স্থানীয় অধিবাসীরা এখানে মায়ের পুজোর আয়োজন করতে শুরু করেন। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতাই এখানকার বৈশিষ্ট্য। পথচলতি বহু মানুষ মায়ের মন্দিরে বিশ্রাম নেয়। কবি-সাহিত্যিকরা এখানে ভ্রাম্যমাণ সাহিত্য আসর বসান। মন্দিরের পাশেই শতাব্দীপ্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে এখন বড় শিবের মূর্তি বসানো হয়েছে। এখানে যে যেমন মানত করেন সেই মানত পূর্ণ হয় দেবীর আশীর্বাদে বলেই অনেকের বিশ্বাস। এলাকার বিষয়ে বেশি করে প্রচারের দাবি জোরালো হয়েছে। –সুকুমার বাড়ই

নতুন উদ্যোগ

নজরে।। তপু দে।

কোচবিহারের পাঁচ তালতলার তপু দে ওরফে বুবাই সংস্কৃত নিয়ে এবিএন শীল কলেজ থেকে মাস্টার্স করেছেন। বর্তমানে কোচবিহার ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। পড়াশোনা নিয়েই আছেন। করোনার সময় থেকেই জীবন কিছুটা বদলে যায়। সেই সময় ছাদে গামলায় পদ্ম ফুল লাগাতে শুরু করেন। সেই শুরু। গত তিন বছর থেকে হাইব্রিড পদ্ম চাষ করছেন। তাঁর ছাদবাগানে ১০০টি গামলায় ৭০ রকমের পদ্ম শোভা পাচ্ছে। অতিরিক্ত ফুল তপু বিক্রি করে দেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, মহারাষ্ট্র, কেরল, তামিলনাড়ুর পাশাপাশি বাংলাদেশেও পদ্মের চারা পাঠিয়েছেন। এই করে যা রোজগার হয় তা নতুন পদ্ম চারা কেনার পাশাপাশি পড়াশোনার কাজে লাগান। তপু ভালো ছবি আঁকেন, টিউশন পড়ান। একদিন সফল উদ্যোগপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখা তরুণের কথায়, 'শুধু চাকরিই নয়, পড়াশোনা আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রকেই পেশা হিসেবে বেছে নিতে সাহায্য করে।'
–অপর্ণা গুহ রায়

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তৃতীয় চোখের তাৎপর্য শুধু দেবীর বৃত্তে নয়

বাঙালির উৎসব প্রায় শেষ। এসময় দেবীমূর্তিতে আঁকা হত তৃতীয় নয়ন। বাস্তবে আমাদের তৃতীয় নয়ন কত কার্যকর?

সঞ্চারী ভট্টাচার্য

কুমোরটুলিতে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম দুটো ভালো ছবির আশায়। একজন মৃৎশিল্পী তাঁর নিপুণ হাতের তুলির টানে শ্যামা মায়ের চক্ষুদান করছিলেন। আটকে গেলাম ওইখানেই। দুই চোখের ঠিক মাঝখানের কপালে খুব সূক্ষ্ম হাতে আঁকলেন তৃতীয় নয়ন।

আধুনিককালেও আমরা মেয়েরা যে টিপ পরি সেই টিপ হল তৃতীয় নয়নের প্রতীক। কবি হুমায়ুন আহমেদ বলেছেন, 'মেয়েদের তৃতীয় নয়ন থাকে। এই নয়নে সে প্রেমে পড়া বিষয়টি চট করে বুঝে ফেলে। পুরুষের খারাপ দৃষ্টিও বোঝে। মুরুব্বি কোন মানুষ মা-মা বলে পিঠে হাত বুলাচ্ছে সেই স্পর্শ থেকেও সে বুঝে ফেলে মা ডাকের অংশে ভেজাল কতটুকু।'

পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ কতটা বাস্তব। তৃতীয় নয়ন হল অতীন্দ্রিয়। যাকে চোখে দেখা যায় না। যা হল অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি এবং জ্ঞান। বা দূরদৃষ্টি।

শিবকে ত্র্যম্বক/ত্রিনেত্র বলা হয় যার অর্থ তিন চোখের ঈশ্বর। তৃতীয় চোখ মহাজাগতিক শক্তির (জ্ঞান) একটি ইঙ্গিত। হিন্দুধর্মে তৃতীয় চোখ অজ্ঞা (বা ভ্রূ) চক্রকে বোঝায়। তৃতীয় চোখের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে তিলক কাটা হয়। এবং মানা হয় তৃতীয় চোখ, জ্ঞানের শক্তি এবং মন্দ শনাক্তকরণের প্রতীক।

বৌদ্ধধর্মে তৃতীয় চোখ চেতনাকে ব্যাখ্যা করে বুদ্ধদেবের কপালে বিন্দু ব্যবহার করে এর প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

তাওজম হল ২০০০ বছর পুরোনো চৈনিক ধর্ম। সেখানে তৃতীয় চোখের প্রশিক্ষণ, চোখ বন্ধ করে ভ্রূ-র মধ্যবর্তী বিন্দুতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হল ছাত্রদের মহাবিশ্বের সঠিক 'কম্পন'-এ সুর মেলাতে দেওয়া। তাওবাদ দাবি করে তৃতীয় চোখ হল মনের চোখ, এবং শরীরের প্রধান শক্তিগুলোর মধ্যে একটি।

থিওসফিস্ট এইচপি ব্লাভাটস্কির অনুগামীরা বলেন তৃতীয় চোখ আসলে আংশিক সুপ্ত পিনিয়াল গ্রন্থি, যা মস্তিষ্কের দুটি গোলার্ধের মধ্যে থাকে। সরীসৃপ এবং উভচর প্রাণীরা তৃতীয় চোখ প্যারিটাল গ্রন্থির মাধ্যমে আলো অনুভব করে।

আবার স্টিফেন ফিলিপ্স নামে এক বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে, তৃতীয় চোখ মাইক্রোস্কোপিক দৃষ্টি কোয়ার্কের মতো ছোট বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম ছিল। এই বিশ্বাস অনুসারে প্রাচীনকালে মানুষের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কাজ সহ মাথার পিছনে একটি প্রকৃত তৃতীয় চোখ ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং আজকে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড নামে পরিচিত।

শারীরবিদ্যা অনুসারে যদি জানতে চাই তৃতীয় চোখ কী? তাহলে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড আমাদের তৃতীয় চোখ। পিনিয়াল গ্রন্থির প্রধান কাজ হল আপনার চোখের রেটিনা থেকে প্রতিদিনের আলো-অন্ধকার চক্র সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্ত করা এবং তারপরে সেই অনুযায়ী মেলাটোনিন ও সারাটোনিন হরমোন তৈরি করা। আমাদের সার্কাডিয়ান রিদম হল ২৪ ঘণ্টা জৈবিক চক্র, যা ঘুম-জাগানোর ধরন দ্বারা চিহ্নিত। দিনের আলো এবং অন্ধকার আমাদের সার্কাডিয়ান ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে। আলোর সংস্পর্শে মেলাটোনিনের নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। মেলাটোনিনের ক্ষরণ অন্ধকারে বেশি এবং দিনের আলোতে কম হয়। পিনিয়াল গ্রন্থির ত্রুটির কারণে ডিপ্রেশন, মেজাজ পরিবর্তন, পেটের আলসার, ঘুমের ব্যাঘাত, এমনকি ভারসাম্যহীনতাও হতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পিনিয়াল গ্ল্যান্ডই হল তৃতীয় নয়ন যা কি না বাস্তব জগৎ আর আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে সংযোগ রাখে।

(লেখক মাটিগাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭৭

পাশাপাশি : ১। অর্ধসম্মত, প্রায় সম্মত ৩। তুলো থেকে হাতে সুতো কাটার যন্ত্র ৫। আরবিতে তহবিলদার ৭। সমুদ্র, বড় নদী ৯। দৈত্য, অসুর, দনুজ ১১। মানুষের শরীরে একটি গোলাকৃতি হাড় ১৪। অশ্বশালা, আস্তাবল ১৫। জাদুকর, ঐন্দ্রজালিক।

উপর-নীচ : ১। দোষকথন, কুৎসা করা, অপবাদ ২। চাষাবাদ, চাষবাসের জমি ৩। কুড়ল ৪। তরল পদার্থের পরিমাপবিশেষ ৬। বায়না, অগ্রিম মূল্য বা পারিশ্রমিক ৮। অশ্বারোহী সৈন্যদল ১০। অনেক, বিবিধ, আরও অনেক, প্রচুর ১১। বোধ, জ্ঞান, ধারণা ১২। লক্ষ্মীদেবী, ভারতের প্রাক্তন এক প্রধানমন্ত্রী ১৩। বিকল্পে বা অথবা।

সমাধান ■ ৩৯৭৬

পাশাপাশি : ১। কুহক ৩। বান ৫। নরি ৬। পরখ ৮। কানুন ১০। চালনা ১২। মনিব ১৪। রাকা ১৫। ঘণ্টি ১৬। রহম।

উপর-নীচ : ১। কুশণ্ডিকা ২। কনকন ৪। নফর ৭। খরা ৯। ওম ১০। চাটুকার ১১। নামধাম ১৩। নিদাঘ।

বিন্দুবিসর্গ

ধৃত ২৯২

কালীপুজোর রাতে দেদার বাজি ফাটানো ও অভব্য আচরণের অভিযোগে ২৯২ জনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। একই সঙ্গে প্রায় ৫২০ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বাজিতে মৃত্যু

হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় বাজি ফাটাতে গিয়ে প্রাণ গেল দুই শিশু ও এক মহিলার। বাজির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বাড়ি ও দোকান। শেষে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলবাহিনী।

মমতার দেড়শো গান

দেড়শোটি গান লেখার মাইলস্টোন পেরিয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর গান লেখা শুরু নয়ের দশকে। এবার কালীপুজোয় তিনি লিখলেন শ্যামাসংগীত। গেয়েছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

সাক্ষীর মৃত্যু

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম সাক্ষী অয়ন শীল-ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার শমীক চৌধুরীর হৃদরোগে মৃত্যু হল। অয়নের সংস্থায় মিডলম্যান হিসেবেও কাজ করতেন তিনি।

চালু রেফারেল সিস্টেম

পাঁচ মেডিকেল কলেজে নয়া পরিষেবা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১ নভেম্বর : জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবিমতো রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে সরকারি হাসপাতালগুলিতে চালু হল 'সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম'। শুক্রবার রাজ্যের পাঁচটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই পরিষেবা চালু হল বলে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বাকি ২৩টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে এই পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। একইসঙ্গে জেলার ব্লক হাসপাতালগুলিকেও অনলাইনে যুক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট। পাশাপাশি সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে ফের হতাশা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। ৯ অগাস্ট কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ন্যায়বিচারের দাবিতে নাগরিক মিছিলের ডাক দিয়েছেন তাঁরা।

আরজি কর কাণ্ডের বিচারের পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিতে ৯ অগাস্ট থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। দীর্ঘ সময়ের এই আন্দোলনে কখনও স্বাস্থ্য দপ্তর অভিযান ও ঘেরাও আন্দোলন, কখনও বা লালবাজার অভিযান ও অবস্থান করেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এবং নবান্নে বৈঠকও করেছেন তাঁরা। আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের অন্যতম দাবি ছিল, রোগী হয়রানি বন্ধে সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম চালু করা। সেই দাবি মেনে অক্টোবর মাসে এমআর বাঙুর হাসপাতালে শুরু হয়েছিল সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেমের পাইলট প্রোজেক্ট। সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে এক রোগীকে এই সিস্টেমের মাধ্যমে বাঙুর হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়েছিল। আর এদিন থেকে পাঁচ হাসপাতালে চালু হয়ে গেল এই ব্যবস্থা।

> প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে এটা ভালো। তবে দেখতে হবে, জেলা হাসপাতাল থেকে রেফার করা রোগীরা প্রকৃতই যেন ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যায় না পড়েন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডাক্তাররাই যেন এই কাজে নিয়োজিত না হন। এজন্য স্বাস্থ্য দপ্তর যেন প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করে।
>
> **দেবাশিস হালদার**
> *আন্দোলনের অন্যতম মুখ*

এই সিস্টেম চালু হলে কী সুবিধা হবে বা কীভাবে কাজ করবে এই সিস্টেম? এক্ষেত্রে জেলার হাসপাতালগুলিকে কলকাতার এই পাঁচ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা সেখান থেকেই বুঝতে পারবেন কোন হাসপাতালে কতগুলি বেড ফাঁকা আছে। সেই অনুযায়ী তাঁরা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগে রোগীকে রেফার করবেন। রেফার করার সময় রোগীকে একটি চিরকুট দেওয়া হবে। সেখানেই যে হাসপাতালে তাঁকে পাঠানো হচ্ছে, সেই হাসপাতালের বেড নম্বরও লেখা থাকবে। রোগী হাসপাতালে পৌঁছোনো মাত্রই জরুরি বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ফলে চিকিৎসায় কোনওরকম দেরি বা গাফিলতি হবে না। প্রতিটি হাসপাতালের কোন বিভাগে কত বেড ফাঁকা আছে, তা ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে যে পাঁচটি হাসপাতালে রেফারেল সিস্টেম চালু হল, সেই হাসপাতালগুলিতে এখনই ডিসপ্লে বোর্ড বসানো হচ্ছে না। আগামী বছর ডিসপ্লে বোর্ড লাগানোর কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ।

রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার বলেন, 'প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে এটা ভালো। তবে দেখতে হবে, জেলা হাসপাতাল থেকে রেফার করা রোগীরা প্রকৃতই যেন ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যায় না পড়েন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডাক্তাররাই যেন এই কাজে নিয়োজিত না হন। এজন্য স্বাস্থ্য দপ্তর যেন প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করে।' এদিনই ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, আপাতত তারা ৪ নভেম্বর শিয়ালদা কোর্ট ও ৫ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর কাণ্ডের শুনানির দিকে তাকিয়ে আছে।

৯ নভেম্বর আরজি করের ঘটনার ৯০ দিন অতিক্রান্ত হবে। ওইদিন রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অভয়ার স্মৃতিতে 'দ্রোহের গ্যালারি' প্রদর্শিত হবে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, কবিতার মাধ্যমে। ওইদিনই আরজি করে এক রক্তদান শিবির হবে। এছাড়া ওইদিন বিকালে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত নাগরিক মিছিল হবে। তাঁদের সাফ কথা, বিচার না পাওয়া পর্যন্ত জারি থাকবে আন্দোলন। অপরদিকে জুনিয়ার ডাক্তারদের অপর সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে বলা হয়েছে, অভয়ার নামে যে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে তা যেন নির্যাতিতার পরিবারকে দেওয়া হয়। ওই টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি লড়াই লড়তে পারবেন তাঁরা।

বিসর্জনের মুহূর্তে। শুক্রবার নদিয়ায়। - পিটিআই

বাড়ছে না হিমঘরে আলু রাখার সময়সীমা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ নভেম্বর : আলুর দাম ঊর্ধ্বমুখী। বাজারে ৩৫ টাকার নীচে জ্যোতি আলু মিলছে না। এই পরিস্থিতিতে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমঘর মালিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কৌশল নিল রাজ্য সরকার। প্রতি বছরই ৩০ নভেম্বর হিমঘর খালি করার শেষ দিন। তবে হিমঘর মালিকদের অনুরোধে নির্ধারিত দিন কিছুটা বাড়ানো হয়। কিন্তু এবার হিমঘর থেকে আলু খালি করার দিন বাড়ানো হবে না বলে হিমঘর মালিকদের জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হিমঘর মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও বেচারাম মান্না। ছিলেন টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ কোলে। সেখানেই রাজ্যের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে, আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে এছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই। কারণ এই মুহূর্তে হিমঘরগুলিতে যে পরিমাণ আলু মজুত রয়েছে, তাতে নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত চাহিদা মেটানো যাবে। জানুয়ারিতে পঞ্জাব ও এরাজ্যের নতুন আলু উঠতে শুরু করবে। ফলে এখন আলু না বের করে দেওয়া হলে পরবর্তীকালে সমস্যা তৈরি হবে।

টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, '২৬ টাকা প্রতি কেজি আলু হিমঘর থেকে বের হলে খুচরো বাজারে তা ৩০ থেকে ৩২ টাকায় বিক্রি করা যেত। কিন্তু 'ডানা'র অজুহাত দেখিয়ে হিমঘর থেকে এখন আলু বের হচ্ছে ২৭ টাকা ৫০ পয়সা প্রতি কেজি। সেই কারণেই বাজারে দাম বেড়েছে। তাই আমরা এবার আলু বের করার নির্ধারিত দিন বাড়াব না।' রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'রাজ্যের মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য। রাজ্যে পর্যাপ্ত আলু মজুত রয়েছে। তা সত্ত্বেও কয়েকজন ব্যবসায়ীর জন্য দাম বেড়েছে। তাই আমরা ৩০ নভেম্বরের মধ্যেই আলু হিমঘর থেকে বের করতে নির্দেশ দিয়েছি।'

এবছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে হিমঘরগুলিতে মোট ৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত করা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত হিমঘরগুলি থেকে ৪২ লক্ষ মেট্রিক টন আলু বের হয়েছে। ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন আলু এখনও হিমঘরে মজুত আছে। নবান্নের দাবি, রাজ্যে প্রতি মাসে ৬ লক্ষ মেট্রিক টন আলুর প্রয়োজন হয়। ফলে যে পরিমাণ আলু হিমঘরে রয়েছে, তাতে জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত পর্যাপ্ত জোগান দেওয়া যাবে। কিন্তু হিমঘরে আলু মজুত রাখার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হলে বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি হবে। সেক্ষেত্রে দাম বাড়ার আরও আশঙ্কা রয়েছে। তাই সরকার সময়সীমা বৃদ্ধি না করার ব্যাপারে অনড়।

দাম নিয়ন্ত্রণে কঠোর রাজ্য

সব অভিযোগ অসত্য, দাবি তন্ময়ের বড় বৌদির

রিমি শীল

কলকাতা, ১ নভেম্বর : মহিলা সাংবাদিকের হেনস্তার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্যকে দল থেকে তড়িঘড়ি সাসপেন্ড করার বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে জল্পনা চলছে। দলের একাংশ অভিযোগের ভিত্তি নিয়ে তন্ময়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তন্ময়ের পাশে দাঁড়ালেন তাঁর বড় বৌদি দীপিকা ভট্টাচার্য। ওই দিনের ঘটনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি জানান, ওইদিন সারাক্ষণ তাঁর চোখের সামনেই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে।

এদিন দীপিকাদেবী বলেন, 'সাক্ষাৎকারের জন্য আমি তন্ময়কে ওইদিন ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিলাম। সাংবাদিককে চা করে দিয়েছিলাম। ওঁরা আমার চোখের সামনেই ছিলেন। এর আগেও ওই সাংবাদিক আমাদের বাড়িতে এসেছেন। সামনে ক্যামেরাম্যান ছিলেন। যদি সত্যি কোনও ঘটনা ঘটে থাকে তখন তিনি কী করছিলেন? বাড়ির দরজা, জানলা সব খোলা ছিল। ওই সাংবাদিক অসম্ভব কথা বলছেন। মুখে কোনও কথা মজা করে বলা আলাদা বিষয়। কিন্তু কোলে বসার দাবি সত্য নয়।'

বৃহস্পতিবার তন্ময়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। এই ঘটনাকে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছিলেন এই বর্ষীয়ান আইনজীবী। একদিকে তন্ময়ের ঘটনায় যখন দলকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে, তখন তাঁর সমর্থকেরও সংখ্যা বিশেষ কম নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা, সক্রিয় হবেন অভিষেক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ নভেম্বর : রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি বুঝে নিয়েই পদক্ষেপ করতে চান তৃণমূলের সর্বভারতী সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীপুজোর দু'দিন আগেই বিদেশ থেকে চোখের চিকিৎসা করিয়ে কলকাতা ফিরেছেন। কালীপুজোর রাতে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পুজোয় যান সাবধানতা অবলম্বন করেই। কালো চশমায় চোখ ঢেকে এখন ক'দিন ব্যস্ততা ছাড়াই প্রায় বিশ্রামে কাটাতে ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছেন। তবু তার মধ্যেই কালীপুজোর ফাঁকে দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অল্পবিস্তর কথা হয়েছে। দলনেত্রীর কাছে রাজ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও দলের বর্তমান অবস্থান নিয়ে কিছু কথাও জেনেছেন তিনি। পরে বিস্তারিতভাবে দলনেত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হবে বলে আভাসও দিয়েছেন তিনি। তৃণমূলে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, নভেম্বরের মাঝামাঝি দলের সংগঠনের কাজে নজর দেবেন তিনি। ততদিনে রাজ্যে ৬টি বিধানসভার উপনির্বাচনের ভোটও মিটে যাবে। দলনেত্রীও তাঁকে আগামী কিছুদিন বিশ্রামে থেকে ওই সময় থেকেই দলের কাজে লেগে পড়তে পরামর্শ দিয়েছেন।

আরজি কর সহ আরও কিছু ইস্যুতে দল যখন প্রায় ব্যাকফুটে, মুখ্যমন্ত্রীও ওই সময় দলের অন্দরের অস্থিরতা ও অস্বস্তি কাটাতে অভিষেকের অনুপস্থিতি নিয়ে ঘনিষ্ঠ শীর্ষনেতাদের কাছে বলেছেন। এখন অবশ্য অভিষেক আসায় পরিস্থিতি বদলেছে। সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা ও কর্মীদের একাংশ এবার পার্টির কাজে অভিষেকের সক্রিয়তা চাইছেন বলে দলের খবর।

আপাতত ছুটি আন্দোলন থেকে

কলকাতা, ১ নভেম্বর : আরজি করের ঘটনার পর কেটে গিয়েছে আড়াই মাসেরও বেশি সময়। নির্যাতিতার বিচার চেয়ে প্রথম দিন থেকেই আন্দোলনে নেমেছেন জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। সামনেই এমএস ও এমডি পরীক্ষা। তাই তাঁদের এবার পড়াশোনায় মন দিতে হচ্ছে। এজন্যই আন্দোলনের সময় সাময়িকভাবে তাঁদের কয়েকজনকে রাস্তায় দেখা যাবে না বলে জানালেন আন্দোলনের অন্যতম মুখ আসফাকুল্লা নাইয়া। এই বিষয়ে তিনি তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দীর্ঘ বার্তা দিয়েছেন।

সমাজমাধ্যমে দেওয়া ওই বার্তায় আসফাকুল্লা জানিয়েছেন, 'সামনেই এমএস/এমডি পরীক্ষা। তাই কয়েকজনকে পড়াশোনা করতে বসতে হল। হয়তো আমাদের কয়েকজনকে বেশ কয়েকদিন দেখতে পাবেন না। কিন্তু আন্দোলন চলছে এবং চলবে, এটা ভুলে যাবেন না। যাঁদের পরীক্ষা এখন নেই, তাঁরা এবং আপনারা মিলে এই যুদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যাবেন আশা রেখে পড়তে বসলাম। শিক্ষিতদের হাতে ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, শিক্ষার যে ক্ষমতা আছে এটা প্রতিষ্ঠিত হোক। আশীর্বাদ করুন।' তিনি আরও লিখেছেন, 'প্রায় তিন মাস আমরা সবাই মিলে একই পথে, একসঙ্গে, এক সুরে, কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা মিলিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছি। অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। অনেক কিছু পাইনি। অনেক কিছু হারিয়েছি। নারী শিক্ষা, শিক্ষা, সুরক্ষাকে অধিকার হিসেবে বলতে গিয়ে নানা কথা, বক্তৃতা দিয়েছি। অনেক ব্যঙ্গও শুনেছি। বিচারের শব্দে কারও চেয়ার নড়ে গিয়েছে কি না, আমরা জানি না। তবে কোনও চেয়ারের ভয়ে বিচারের দাবি থেকে আমাদের কেউ নড়াতে পারেনি, পারবেও না।' দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে জুনিয়ার ডাক্তারদের ইতিমধ্যেই পড়ায় অনেক ক্ষতি হয়েছে। তবে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সিনিয়াররা। এর আগে আন্দোলনের সময় আরজি করের ধর্না মঞ্চে জুনিয়ারদের রীতিমতো ক্লাস নিয়েছিলেন সিনিয়াররা।

সমাজমাধ্যমে বার্তা জুনিয়ার ডাক্তারদের

বিস্ফোরণে জখম তিন কিশোর

কলকাতা, ১ নভেম্বর : পাটুলিতে খেলার মাঠে বিস্ফোরণের ঘটনায় জখম হল তিন কিশোর। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ তারা ওই মাঠে খেলছিল। তখনই এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। তিনজনের মধ্যে গুরুতর জখম হয়েছে এক কিশোর। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পাটুলি থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাঠে পড়ে থাকা বোমাটি বল ভেবে খেলতে গিয়েছিল তারা। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দে সকলে ছুটে আসে। এক কিশোরের নাক-মুখ থেকে রক্ত বের হতে দেখা যায়। জখম তিন কিশোরকে বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে বোমা রেখে যায়, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

বিসর্জনের আগে প্রার্থনা। কলকাতার বাবুঘাটে। শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

বেপরোয়া গতির বলি ৫, আহত ২

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১ নভেম্বর : কালীপুজোর রাতে পৃথক পথ দুর্ঘটনার বলি হলেন ৫ জন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও ২ জন। বৃহস্পতিবার রাতে দুটি দুর্ঘটনাই পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট ও জামালপুর থানা এলাকায় ঘটেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৯টা নাগাদ কালনা-কাটোয়া এসটিককে রোড ধরে একটি সবজিবোঝাই ছোট গাড়ি কালনা থেকে নবদ্বীপের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ে একটি বাইকে চেপে চার তরুণ উলটোদিক থেকে আসছিলেন। হাটসিমলা মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় এক মহিলাকে ধাক্কা মেরে বাইক আরোহীরা রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে। সেই মুহূর্তে উলটোদিকে আসা ওই সবজিবোঝাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ সামলাতে না পেরে বাইক আরোহীদের পিষে দেয়। আহত বাইক আরোহীদের কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওই আহত মহিলা চিকিৎসাধীন।

একই রাতে আরও একটি পথ দুর্ঘটনা ঘটে জামালপুর থানার চকদিঘিতে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কালীপুজো দেখতে বাইকে চেপে জামালপুরে এসেছিলেন সুখেন রায়। রাতে মেমারি-তারকেশ্বর রোড ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। এদিকে, চকদিঘিতে তখন রাস্তা পার হচ্ছিলেন ৬০ বছর বয়সি স্থানীয় বাসিন্দা নেপাল মাঝি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে সজোরে নেপালকে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়েন সুখেন। তাঁদের উদ্ধার করে জামালপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন নেপালের মৃত্যু হয়। অবস্থা সংকটজনক থাকায় সুখেনকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মশা তাড়ানোর রীতি

বাঁকুড়া, ১ নভেম্বর : দীপাবলি উপলক্ষ্যে শুক্রবার ভোরে প্রাচীন রীতি মেনে বাঁকুড়ার বেশ কয়েকটি গ্রামে মশা তাড়ানোর উৎসবে মেতে উঠেছিল কচিকাঁচার দল। এই উৎসবকে বলে ধো-মশা বা ধা-মশা।

লোকবিশ্বাস অনুসারে, কালীপুজোর রাত পোহালে তালপাতা অথবা ভাঙা টিন, কুলো জাতীয় জিনিস কাঠি দিয়ে ঘরের কোনায় কোনায় বাজিয়ে মশাদের জাগানো হয়। সেইসঙ্গে কচিকাঁচারা সমবেত কণ্ঠে গান করে – 'ধারে মশা ধা/যত মশা যুক্তি করে ওই পাড়াতে যা/ওই পাড়ার মশা মারব কোদাল পাশা/ধারে মশা ধা।' শুধু নিজেদের ঘরেই নয়, কচিকাঁচারা এই গান গাইতে গাইতে প্রায় গোটা গ্রাম পরিক্রমা করে। তারপর পুকুর বা কোনও জলাশয়ে ওইসব বাদ্যযন্ত্র ফেলে দিয়ে আসে।

মজার ব্যাপার, ছোটদের অনেকে এই গানের লাইনে খানিক পরিবর্তন করে গেয়ে ফেলে, 'যত মশা যুক্তি করে বামুন, তিলি, গয়লা ...পাড়াতে যা'। ফলে পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়াও কম হত না। যদিও এখন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এই ধা-মশা উৎসাহ প্রায় বিলুপ্ত।

কালীপুজোয় পদ্মের আংশিক দখলদারি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ নভেম্বর : তাপস রায়, তমোঘ্ন ঘোষ, সজল ঘোষদের হাত ধরে মধ্য কলকাতার পুজোয় এবার পদ্ম পাপড়ি মেলছে। দুর্গাপুজোয় না হলেও কালীপুজোকে ঘিরে মধ্য কলকাতার ক্লাবের পুজোর কিছুটা হলেও দখল নিতে এবার সক্ষম হল বিজেপি। এর পিছনে বিগত লোকসভা ভোটে মধ্য কলকাতায় দলের শক্তি বৃদ্ধিকেই কারণ বলে দাবি করছেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা। পর্যবেক্ষকদের মতে, মধ্য কলকাতায় মূলত তাপস রায় ও উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষের হাত ধরে এবার বেশ কয়েকটি ক্লাবের পুজো কমিটিতে চালকের আসনে বিজেপি।

২০১৮-তে লোকসভা ভোটের আগের বছর দলের উদ্যোগে একবার পুজো হলেও পরে সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে রাজ্য বিজেপি। তবে জনসংযোগ ও সনাতনী সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে পুজোকে কেন্দ্র করে ক্লাব দখলের রাজনীতির পথ ছাড়েনি তারা। '২১-এর বিধানসভা ভোটে বিশেষত উত্তরবঙ্গে বড় সংখ্যায় আসন জেতার সুবাদে মালদা থেকে কোচবিহারের ক্লাব পুজোয় এখন পদ্ম পাপড়ি মেলেছে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গ ও বিশেষত কলকাতার বুকে এতদিন কোনও দাগ কাটতে পারেনি তারা। এবারই প্রথম কালীপুজোকে কেন্দ্র করে মধ্য কলকাতায় অন্তত ৮-১০টি ছোট-বড় ক্লাবের পুজো পরিচালনা করছে বিজেপি। এই বিষয়ে উত্তর কলকাতার বিজেপি জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষের দাবি, এলাকায় ৭-৮টি বড় পুজো নিয়ে প্রায় ২৫টি ক্লাবের পুজোর মধ্যে এবার আমরা ৮-১০টি পুজো করছি। তাপস রায়ের পুজো এলাকার বড় পুজোগুলির অন্যতম। এছাড়া তৃণমূলে থাকাকালীন এলাকার বেশকিছু পুজোর উদ্যোক্তা ছিলেন তাপস। সেই ক্লাবগুলির পুজোতেও এবার আমাদের ডাকা হয়েছে।' যদিও মধ্য কলকাতার তৃণমূলের এক নেতার মতে, 'দু-চারটে ক্লাবের পুজোয় ওরা ঢুকেছে। এর বেশি কিছু নয়।'

মধ্য কলকাতার ৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে (২৭, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৮, ৪৯ ও ৫০ নং ওয়ার্ড) ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড তাপস রায়, ৫০ নম্বর ওয়ার্ড সজল ঘোষ ও ৩৮ নম্বর ওয়ার্ড তমোঘ্ন ঘোষের এলাকা বলে পরিচিত। গত লোকসভা ভোটের ফলে এই সাত ওয়ার্ডের মধ্যে একমাত্র ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড ছাড়া বাকি ৬টি ওয়ার্ডেই জিতেছে বিজেপি। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে এবার খাস কলকাতায় ক্লাবের পুজোর দখল নিতে পারার পিছনে এটা একটা কারণ। সেই কারণেই এবার তাপস রায়ের পুজো সহ মধ্য কলকাতার দুটি বড় পুজোর উদ্বোধন করেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

ঐতিহাসিকভাবে মধ্য কলকাতা সংখ্যালঘু এলাকা দিয়ে ঘেরা। '৪৭-এর দেশভাগের সময় কলকাতার কিছু এলাকায় যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ফাটাকেষ্ট, গুচিয়ার মতো তথাকথিত দাপুটে নেতারা এলাকায় শক্তি আরাধনার নামে কালীপুজো শুরু করেন। সময়ের নিয়মে সেই পুজো কংগ্রেসের সোমেন মিত্রদের হাত ঘুরে এসেছে তৃণমূলে। কিন্তু এবার তাপস রায়, তমোঘ্ন ঘোষ ও সজল ঘোষের মতো বিজেপি নেতাদের হাত ধরে পুরোনো কংগ্রেসি পুজোর একাংশে পদ্ম ফুটেছে।

পুরভোট নিয়ে নির্বিকার রাজ্য

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ নভেম্বর : নির্ধারিত সময়ে রাজ্যের ৬ বিধানসভায় উপনির্বাচন হলেও কালিম্পং, কার্সিয়াং, মিরিক সহ রাজ্যের ২টি নোটিফায়েড এরিয়া ও ১১টি পুরসভার নির্বাচন নিয়ে হেলদোল নেই সরকারের। ২০২২-এ এই ১৩টি পুরসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। ভোটের দাবিতে জল গড়িয়েছে আদালতে। সেই মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশও কার্যত মানেনি রাজ্য। সাংবিধানিক দোহাই দিয়ে হাতগুটিয়ে বসে আছে কমিশন।

আইনজীবীদের মতে, দ্রুত সিদ্ধান্ত না জানালে কমিশন বা রাজ্যের মতামতকে উপেক্ষা করেই একতরফা নির্দেশ দিতে পারে আদালত। ২০২২ থেকে রাজ্যের ২টি নোটিফায়েড এরিয়া সহ মোট ১৩টি পুরসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পাহাড়ের কালিম্পং, কার্সিয়াং ও মিরিকের মতো তিনটি পুরসভাও। ভোটের দাবিতে রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনে দরবার করে ব্যর্থ হওয়ার পর, পাহাড়ের এই তিনটি মেয়াদ ফুরোনো পুরসভার পুরভোট চেয়ে আদালতে মামলা হয়। সেই মামলায় ১২ সেপ্টেম্বর আদালত রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে এই তিন পুরসভার পুরভোট নিয়ে রাজ্যের মনোভাব জানাতে নির্দেশ দেয়। বিচারপতি তাঁর নির্দেশে স্পষ্ট জানান, যেহেতু পুরসভাগুলির মেয়াদ ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়েছে, তাই অবিলম্বে সেখানে নির্বাচনের ব্যবস্থা করুক রাজ্য। কিন্তু নির্বাচনের দিনক্ষণ জানানোর জন্য আদালতের এই কড়া ধমকের পরেও কার্যত কোনও পদক্ষেপ করেনি রাজ্য নির্বাচন কমিশন। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ তামাং জিম্বো বলেন, 'পুরভোট না করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীই দায়ী। রাজ্য সরকার পাহাড়ে উন্নয়ন, সুশাসন ও নির্বাচিত সরকারের কোনওটাই চায় না। জিটিএ নামক একটি অবৈধ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পাহাড়ের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চায়। এটা তারই প্রমাণ।'

আদালতের তোপের মুখে পড়তে পারে কমিশন

যদিও এবিষয়ে কমিশনের এক কর্তা বলেন, ভোটের দিনক্ষণ স্থির করে রাজ্য। এবিষয়ে সংবিধানে কার কতটুকু এক্তিয়ার তা স্পষ্ট করা আছে। তবে তৃণমূল সূত্রের খবর, উৎসব ও বিধানসভা ভোটের পর বকেয়া পুরভোট সেরে ফেলতে চায় রাজ্য।

বোধের উদয় হোক

কিছুদিন আগে মঞ্চস্থ হয়ে গেল জলপাইগুড়ি রূপায়ণ নাট্যসংস্থার নাটক 'পাগল'। মূল কাহিনী আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের। তার নাট্যরূপ দিয়েছেন নাট্যকার তমোজিৎ রায়। সমাজে ঘটে যাওয়া অনভিপ্রেত ঘটনায় আমরা কতখানি বিচলিত হতে পারি বা প্রতিবাদ করতে পারি, অথবা কতটা স্বাভাবিক থাকতে পারি, যা আসলে আমাদের মেরুদণ্ডের অবস্থানটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, এই পথেই নাট্য বিষয় এগিয়েছে। মেরুদণ্ডকেই নাটকের মূল চরিত্র ধরে নিলে দেখা যায় সে কীভাবে অন্য চরিত্রগুলোকে তুলে ধরেছে।

গল্পে একটি কলেজের অধ্যাপক তরুণী মিলি শাসকদলের অনুগামী কয়েকজন ছাত্রের হাতে অসম্মানিত হন। তার প্রতিবাদে মিলি থানায় ওই ছাত্রদের নামে এফআইআর করেন। সমস্যার শুরু সেখানেই। মিলির এই প্রতিবাদে পরিবারের মধ্যেই সংঘাত বাধে। আর পাঁচটা মায়ের মতোই মিলির মা মেয়ের এই পদক্ষেপের ফলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মিলিকে সরে আসতে বলেন। মিলির দাদাও নিজের একটা চাকরির জন্য মিলির এই প্রতিবাদের বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে মিলির বাবা তাঁকে সাহস জোগান, তাঁর পাশে দাঁড়ান। সমস্ত নাটকজুড়ে মানুষের প্রতিবাদ আর শাসকদলের শাসানির মধ্যে পাগল যেন এক প্রতীকী চরিত্র, যে শুধু একটা বন্দুকের খোঁজ করে বেড়ায়।

মর্মস্পর্শী।। *জলপাইগুড়িতে 'পাগল' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

আর অন্যদিকে ছেলের চাকরির আশা, এই দোলাচল নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাবা অলোকেশের চরিত্রাভিনেতা অভ্র সরকার তাঁর চরিত্রকে বিস্ময়করভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন। ছেলেবেলায় দাদার থেকে পাওয়া তার প্রতিবাদী সত্তা যেন তাকে আপাত নিরীহ হলেও জোরালো করেছে। মিলির এই গল্পকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ হাতে নাটকে রূপ দিয়েছেন নাট্যকার। আর এরকম জোরালো স্ক্রিপ্টের যথার্থ মঞ্চায়ন ঘটিয়েছেন নির্দেশক দীপঙ্কর রায়।

মায়ের চরিত্রে কঙ্কনা নন্দী এক অতি সাধারণ মায়ের মতোই সন্তানের আসন্ন বিপদের আশঙ্কা চরিত্রে দৃশিতা চক্রবর্তী এককথায় অনবদ্য। পাগল চরিত্রে দেবাশিস দাস একদিকে অপ্রকৃতিস্থ পাগলের তীব্রতা ও অন্যদিকে সুস্থ হয়ে ওঠা এক সাধারণ মানুষের অসহায়তা, এই দুই বৈপরীত্ব সুন্দর ব্যালেন্স করেছেন। নেতা অনিমেষের ভূমিকায় বিদ্যুৎ মিশ্র কিছুটা কমিক্যাল হলেও পরিমিত। দাদার চরিত্রে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বেশ সাবলীল। তবে নেতার দুই শাগরেদ অভিনেতাদ্বয়ের আঙ্গিক অভিনয় একটু বেশিই উচ্ছল মনে হয়েছে। নির্দেশক দীপঙ্কর রায় নিজে অলোকেশের ছোটবেলার দাদার ভূমিকায় যথাযথ।

সুপ্রযুক্ত আবহ ও আলো বেশ কিছু সুন্দর নাট্য মুহূর্ত তৈরি করেছে। বিশেষ করে বাবা ও মিলির পারস্পরিক নির্ভরতার মুহূর্তে, বাবার ছেলেবেলার স্মৃতির দৃশ্যে চরিত্ররা বড় মনকাড়া হয়ে ওঠে। শেষ দৃশ্যে মিলির হেরে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ানোর মেরুদণ্ডকেই যেন দর্শকের চেতনায় আঘাত করে জাগিয়ে তুলতে চায়। নির্দেশক শুরুতেই এই নাটককে আরজি করের নির্যাতিতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। হয়তো এ ঘটনা আবারও ঘটবে, আমরা বিচলিত হব, ভিতরে ভিতরে ক্ষতবিক্ষত হব। প্রতিবাদ চাই। তাই এমন নাটক আরও চাই।

–ডালিয়া চৌধুরী

বিংশের বিস্মৃতি ক্ষমা করুক ত্রিংশ

আমেরিকার লোক জাপানের হিরোসিমায় অ্যাটম বোমা ফেলেছে। এতে তোর-আমার কি কোনও দায়িত্ব নেই? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এদেশের আসন্ন বিকৃত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে এই প্রশ্ন করছেন বাদল সরকার। বলছেন, আগামী ত্রিংশ শতাব্দীর সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর মানুষ আমাদের হয়তো ক্ষমা করবে না। ১৯৪৫। মানুষের তৈরি হিরোসিমাকে শেষ করল মানুষই। ২০২২, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বাধল। ২০২৩, রক্তাক্ত হল প্যালেস্তাইন। এতে ভারতবাসীর কি কোনও দায় নেই? প্রেক্ষাপট বদলালেও লেখকের প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা এতটুকু বদলায়নি। ১৯৬৬ সালে লেখা নাটক শিলিগুড়ির নান্দনিক যখন ২০২৪-এ মঞ্চস্থ করল, দর্শকের মনে একই প্রশ্ন জাগল। দায়টা পৃথিবীর মানুষের। প্রায় আট দশক আগে শুরু হওয়া অ্যাটমিক যুগের ভয়াবহতা আজও প্রত্যক্ষ করছি আমরা। কেন, ১৯৭৪-এ রাজস্থানের মরুগর্ভে যখন ফাটানো হল অ্যাটম, সেইদিন ভুলতে পেরেছে দেশবাসী?

লেখকের ১০০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর লেখা 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকটি কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ির দীননন্ধু মঞ্চে। ১৯৮০ সালে গড়ে ওঠা নান্দনিকের চলার পথেও এসেছিল ভাঙন। তবে ত্রিংশ শতাব্দীর মতোই নতুন আলোর আশায় আবার ২০১৮-এ দল বেঁধেছে তারা। নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন সাত্যকি চক্রবর্তী। বললেন, 'বর্তমান অশান্ত সমাজের কথা মাথায় রেখে যুদ্ধবিরোধী পৃথিবীর স্বপ্ন দেখার জন্য এই নাটকটি প্রযোজনার সিদ্ধান্ত। বিশিষ্ট নাট্যকার বরবই প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। বিভিন্নভাবে। এত হিংসা, হানাহানির মাঝে ত্রিংশ শতাব্দী যেন এক টুকরো আলোকরশ্মি।'

রুদ্ধশ্বাস।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকের একটি দৃশ্য।*

নাটক এগিয়ে চলেছে। শরৎ চৌধুরী ও সাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই বন্ধুর কথোপকথন চলছে। শতাব্দীর সমস্ত হাইড্রোজেন ও অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের দলিল জোগাড় করেছে শরৎ। এবার মামলা শুরু। এক এক করে সাক্ষী আসার পালা। সাক্ষী...টমাস ফেরেবি, মিসেস ইথারলি, ডক্টর ওসাদা, মিচিহিকো, কাওয়াগুচি, মাসুদা, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনরা। 'সাক্ষী' চরিত্রগুলি মঞ্চে জীবন্ত করে তুলেছিলেন যথাক্রমে শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী, বর্ণালি বিশ্বাস, মঞ্জু দাস, শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার, অরুণাংশু দেওয়ানজি, পঙ্কজ সেনগুপ্ত ও মুক্তিনাথ রায়। শরতের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে যেন এক অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন প্রদীপ্ত ভাস্কর চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'শো শেষ হয়ে গেলেও চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছে। এই কাজটা আমার থিয়েটার জীবনে অন্যতম চ্যালেঞ্জিং বটে।'

সাধনের ভূমিকায় ছিলেন মনোজ চক্রবর্তী। কোরাসে মঞ্চ মাতালেন সবিতা ভুজেল ও স্বস্তিকা দাস।

একবিংশের ময়দানকে ওই রক্তাক্ত ইতিহাসের পটভূমি গড়ে তুলতে আলো ও মঞ্চ সাজালেন বিশ্বজিৎ রায়, চরিত্রগুলোকে প্রাণ দিতে তুলি ধরলেন শক্তিপ্রসাদ আইচ। পোশাক বাছলেন মহুয়া চক্রবর্তী। আবহ সংগীত যেন দর্শককে সেই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, তার দায়ভার সামলালেন অভিজিৎ রায় গাঙ্গুলি ও উত্তম বিশ্বাস। সেদিন মানুষের বিচার করতে গিয়ে আধুনিক পৃথিবীর উগ্রতা দেখে উন্মাদ হয়ে যাওয়া শরৎ আজ চিৎকার করে বলছে, 'হ্যালো ওয়ান টু থ্রি...হ্যালো ত্রিংশ শতাব্দী...আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ, আমি আসামি, আমাকে তোমরা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছ।' তাঁর মুখ দিয়ে যেন নাট্যকার বলতে চাইছেন, বিস্মৃত-বিকলাঙ্গ বিংশ শতাব্দীকে ক্ষমা করে ত্রিংশ শতাব্দী যেন একটুকরো ঝলমলে সকাল হয়ে ওঠে। সেখানে না থাকুক যুদ্ধ। থাকুক শান্তি।

–মৃত্তিকা ভট্টাচার্য

নজরকাড়া উপস্থাপনা

নবাঙ্কুর পারফর্মিং আর্ট ফালাকাটা আয়োজিত 'উৎকর্ষ ২০২৪' কিছুদিন আগে হয়ে গেল ফালাকাটা কমিউনিটি হলে। অনেকেই তার সাক্ষী থাকলেন। শুরুতে বন্দনা পর্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দের আরাধনা ও প্রার্থনা পর্যায় দর্শকদের মোহিত করে। একে একে দলের কুশীলবদের সাংস্কৃতিক নিবেদন চলতে থাকে। আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে ছিল সঞ্জয় সরকার ও তাঁর দলের পরিবেশিত রবীন্দ্রনৃত্য। নবাঙ্কুরের কর্ণধার অঙ্কুর বিশ্বাসের চিন্তন নির্দেশনা ও কোরিওগ্রাফিতে সেদিন সবকিছু মিলে প্রায় দশটি প্রযোজনা উপস্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে শিববন্দনা, প্রেমপথে সুচেতনা, আবাহন আখ্যান, অন্যতম কৃতিত্বের দাবিদার। বাকি অন্যান্য প্রতিটি শৈল্পিক নিবেদন নান্দনিক ও মাধুর্যের পরিচয় রাখে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির নিপুণ সঞ্চালনা করেন তাপস গোপ ও প্রিয়াংকা গুহ। আলোকশিল্পী সুজিত সাহার আলোক সৃজন মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। এদিনের প্রযোজনা 'প্রেমপথে সুচেতনা'–র বুনোট, নির্মাণ, শিল্পীদের নৃত্যাভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ পরিবেশনা 'আবাহন আখ্যান'–ও সমান প্রশংসা কুড়োল।

–ভাস্কর শর্মা

সাহিত্য উৎসবে সংবর্ধিত চার

কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হল 'শিলিগুড়ি সাহিত্য উৎসব ২০২৪'। উৎসবের উদ্যোক্তা ও আয়োজক 'শিলিগুড়ি জংশন পত্রিকা'। বর্তমান অস্থির সময় ও পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে পত্রিকাটির দুই সম্পাদক, সহ সম্পাদকবৃন্দ এবং বাকি সদস্যরা এবছর সাহিত্য উৎসবটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সাধারণভাবে করার সিদ্ধান্ত নেন। শুধুমাত্র চারটি সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। উদ্বোধনে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও লেখক সঞ্জীবন দত্ত রায় এবং চিত্রশিল্পী সুদীপ্ত রায়। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন কবি সমর চক্রবর্তীর স্ত্রী শ্রীমতী কাবেরী চক্রবর্তী। তাঁকে বরণ করে সম্মান জানায় শিলিগুড়ি জংশন পত্রিকার সহ সম্পাদক অঙ্কুর, বাপ্পাদিত্য, সনজিৎ ও মৃন্ময়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গল্পকার শুভময় সরকার। কবি নিশিকান্ত সিনহাকে আজীবন কাব্যচর্চার জন্য 'জীবনকৃতি সম্মাননা', সাহিত্যিক বিপুল দাসকে 'সাহিত্যিক দেবেশ রায় স্মারক সম্মান', কবি সুবীর সরকারকে 'কবি সমর চক্রবর্তী স্মারক সম্মান' এবং কবি ও অনুবাদক শ্যামলী সেনগুপ্তকে 'কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত স্মারক সম্মান' প্রদান করা হয়।

'লেখকজীবনের ত্যাগ ও তিতিক্ষা' নিয়ে সাহিত্যিক বিপুল দাসের মূল্যবান বক্তব্য সবাই তন্ময় হয়ে শোনেন। সভাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল। শিলিগুড়ি জংশন পত্রিকার দুই সম্পাদক সুমন ও সুভান বলেছেন, আগামী বছর তৃতীয় বর্ষে এই সাহিত্য উৎসব আবার স্বমহিমায় ফিরে আসবে।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

অনন্য আগমনী

কিছুদিন আগে কোচবিহার সাহিত্য সভায় সৃজনী এক আগমনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে। শিশুশিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান সন্ধের উদ্বোধনী মুহূর্ত সুন্দরভাবে প্রস্তুত করেছিল। তারপর একে একে মঞ্চায়ন হয় দুর্গা বন্দনা, গণেশ বন্দনার। বিশিষ্ট খোলবাদক হরিকান্ত বসুনিয়াকে আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে স্মারক ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর লোপা পালের নির্দেশনায় সৃজনীর ছাত্রছাত্রীরা 'কামড়' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। আমন্ত্রিত দল ছায়ানীড়ের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় 'শুধু তোমার জন্য' নাটকটি। আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল দেবযানী মিশ্রের আবৃত্তি কোলাজ। সবশেষে আয়োজক সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করে নাচের কোলাজ 'ঘুঙুর : প্রতিবাদের সুর'।

অংশগ্রহণ করে ঋতু, অনুষ্কা, দিয়া, সিওনা, কুহু , হিমানি, মেহুলী, সোজন্যা, শ্রীময়ী, প্রীতি, পার্বণী, সোমাদৃতা, অন্বেষা, গার্গী, জিয়া, পাম্মি, রাজন্যা, আলো,অনুষ্কা, আত্রেয়ী, মীরা, মেঘনা, তৃষ্ণা, নীলাঞ্জনা প্রমুখ। কাকলি ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি পূর্ণতা পায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করেন সৃজনীর কর্ণধার ডঃ সোমা পালিত।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

গল্প সংকলন

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের শোভাগঞ্জ এলাকায় সাহিত্যিক আরতি ধরের বাড়িতে তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'এই মধ্যবেলায়' প্রকাশিত হল। এই উপলক্ষ্যে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক মিঠুন রায় সহ অন্যরা এই উপলক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আরতির প্রথম গল্প সংকলনটি ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

–পল্লব ঘোষ

উৎসব সংখ্যা

সম্প্রতি শামুকতলা গ্রামীণ পাঠাগারে সুব্রত সাহা সম্পাদিত 'এবং তুরতুরি' পত্রিকার উৎসব সংখ্যা প্রকাশিত হল।

ডুয়ার্সের পিছিয়ে পড়া প্রত্যন্ত গ্রাম শামুকতলা থেকে এই পত্রিকা গত তিন বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকায় গল্প, কবিতা, ছড়া স্থান পেয়েছে।

–রাজু সাহা

কোচা ভাষার স্বার্থে

পুজোর ছুটিতে কোচা সাহিত্য সভার আসর বসেছিল আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের নদী জঙ্গল ঘেরা প্রত্যন্ত পূর্ব শালবাড়িতে। গ্রামের এসসি প্রাইমারি স্কুলঘরে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বাবুচরণ কামা রাভা, অনন্ত মৌজিপ্রাণ রাভা, দেবজিৎ উনিবামন রাভা, বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক সুশীল পৌমৌরাই রাভা, সমাজকর্মী ইন্দ্রমোহন পৌমৌরাই রাভা, কোচা ভাষা স্ক্রিপ্ট ফাউন্ডার দঁয়চাঁদ রঙাগ রাভা প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচা সাহিত্য সভার সভাপতি শান্তিরাম নগমান রাভা, সহ সভাপতি কমল নগমান রাভা, সক্রিয় সদস্য নৃপেন লকবক রাভা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গীতাঞ্জলি কোচা ভাষায় অনুবাদ করেছেন ভবেন্দ্র উনিবামন রাভা। সভার শুরুতে বরণ করে তাঁর হাতে মানপত্র এবং ভাস্কর্যশিল্পী জীবন উনিবামন রাভার তৈরি 'গাছের গুঁড়িতে কবিগুরুর মুখ' তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হয়। পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যক্রম প্রণয়নে উপস্থিত ৩ জন অধ্যাপক সহ কোচা ভাষায় পারদর্শী আরও নয়জনকে নিয়ে মোট ১২ জনের কমিটিও গঠন করা হয়। শান্তিরাম বলেন, 'লুপ্তপ্রায় কোচা ভাষা সংরক্ষণে সরকারি সাহায্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোচা ভাষায় শিক্ষাদানে স্বীকৃতির দাবি জানাচ্ছি।'

–নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সবাই মিলে

জলপাইগুড়ির তীর্থ সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্থার পক্ষ থেকে সম্প্রতি বিজয়া সম্মিলনির অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। উমেশ শর্মা, সন্তোষকুমার চক্রবর্তী, সুনীলবরণ চক্রবর্তী, কল্যাণ চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ শেখর চক্রবর্তী, বোধিব্রত সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। কবিতা পাঠ ও সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠিত হয়। স্বর আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠান বৃদ্ধাশ্রমে পালিত হয়। কচিকাঁচারা আবৃত্তি করে শোনায়। মোহিতনগরের বৃদ্ধাশ্রমে গান গেয়েছেন বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরাও।

–জ্যোতি সরকার

বইটই

অপেক্ষার অবসান

ছোটদের পাশাপাশি বড়দেরও অপেক্ষার অবসান। হাতে এসে গিয়েছে শিশু-কিশোর লেখকদের পত্রিকা ইমন কল্যাণ-এর এবারের শারদীয়া সংখ্যা। আলিপুরদুয়ারের শিপ্রা বসু তালুকদারের সম্পাদনায় এই পত্রিকার এবারের ২৪তম বর্ষ। পুরোপুরিভাবে ছোটদের সৃষ্টি এই পত্রিকা প্রতিবারই তাক লাগায়। এবারও লাগাল। কবিতা, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী...একবার পড়া শুরু করলে ছোটদের তো বটেই, বড়দেরও ভালো লাগতে বাধ্য। বড্ড ভালো লাগে ছোটদের আঁকা সমস্ত ছবি। কে বলে আজকের ছোটরা বিপথগামী? এই পত্রিকা সবার সেই ভুল ভাঙায়। সবাইকে আরও বেশি করে ঠিক রাস্তায় চলতে শেখায়। অদৃজা বর্মনের আঁকা প্রচ্ছদটি তারিফযোগ্য।

ফিরে দেখা

১৯৭২-২০২১। ৫০ বছর। এই সময়কালের বাংলাদেশের কথাসাহিত্য ধরা দিয়েছে প্রলয় মণ্ডল ও আবদুল্লা রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের কথাসাহিত্য ফিরে দেখা পঞ্চাশ বছর-এ। এই সময়কালে বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা কীভাবে নিজেদের কলমে বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছেন তারই খোঁজ চালিয়েছে এই বই। ৩০ জনের লেখা ৫৪টি প্রবন্ধ এতে পাঠকদের সামনে হাজির হয়েছে। লেখকদের তালিকায় দেবী মণ্ডল, শাশ্বতী মণ্ডল, রাহুল ঘোষ, প্রবীর দে'র মতো অনেকেই। সুমন দাসের লেখা 'হুমায়ুন আহমেদের ছোট গল্পে বাস্তবমুখী প্রেম ভাবনা' মনকে অন্যভাবে ভাবায়। সম্পাদনা তারিফযোগ্য। প্রকাশনী প্রতিভাস।

একটু অন্যরকম

কে বলে ছাপার অক্ষরের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! সেই ভবিষ্যৎ সুন্দর করতে উত্তরবঙ্গ থেকেই যেভাবে একের পর এক চেষ্টা শুরু হয়েছে তাতে বুক আশায় ভরবেই। বাংলা ভাষায় ক্ষুদ্র পত্রিকা তো অনেক আছে। এবারে জলপাইগুড়ি থেকে ইংরেজি ভাষায় ক্ষুদ্র পত্রিকা হিসেবে পথ চলা শুরু করল ইন্ডলিট। শুভ্রজিৎ রায়ের সম্পাদনায় পত্রিকার এই সংখ্যা নানা স্বাদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে ঠাসা। উত্তরবঙ্গের পুরোনো দিনগুলি নিয়ে ডঃ দিগন্ত চক্রবর্তীর লেখাটি বহু অজানা তথ্যের হদিস দেয়। দীপায়ন চক্রবর্তী, সায়ন দাসের লেখা গল্পগুলি মনকে অন্যভাবে ভাবায়। অদিতি ভট্টাচার্যের কবিতাটি পড়তে বেশ।

শারদ অর্ঘ্য

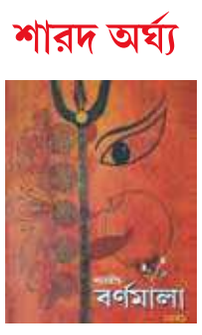

কোচবিহারের অপরাজিতা গোপ্পী তাঁর নিজস্বতার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ তথা গোটা বাংলার রাজনৈতিক মহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তবুও তিনি মানুষের কাছে আজ বিস্মৃত। তাঁকে নিয়ে কলম ধরেছেন অভিজিৎ দাশ। বর্ণমালা-র এবারের শারদ সংখ্যায়। সমীর পালের সম্পাদনায় পত্রিকার এই সংখ্যা ছোট গল্প, কবিতা, অণুগল্প, বই পর্যালোচনায় ভরপুর। লেখক তালিকায় রণজিৎ দেব, তৃষ্ণা বসাক সহ সাহিত্যের জগতে চেনা অনেক নামই শামিল। তনুশ্রী পালের লেখা গল্প 'উড়ান' পাঠককে অবাক করবে। কোচবিহারের ভেটাগুড়ি থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকা এবারে ১৫ বছরে পা দিল। দেবার্পণ দাসের আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ।

জীবনবৃত্তান্ত

রজতের দুই মেয়ে। সে ঘটা করে প্রতিবার মেয়েদের জন্মদিন পালন করে। করোনা এল। অনেকের মতো রজতের জীবনটাও এলোমেলো করে দিল। চাকরি টালমাটাল। রজতের মুখ ভার। জন্মদিনে মেয়েরা কীভাবে তার মুখে হাসি ফোটাল তা নিয়েই অণুগল্প 'গিফট'। বিশ্বজিৎ মজুমদারের লেখা। তাঁর লেখা ৬০টি গল্প নিয়ে বিশ্বজিতের অণুগল্পের সংকলন অণু গপ্পো। প্রতিটিই জীবনের চেনা নানা প্রান্তকে অন্য স্বাদে পাঠকদের সামনে হাজির করে। পড়তে বেশ ভালো লাগে 'অসুর বধ' বা 'প্রকৃত বন্ধু'র মতো গল্পগুলি। প্রচ্ছদটি বেশ। প্রকাশনী মেইনস্ট্রিম পাবলিকেশন।

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com-এ।

মোদির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা প্রয়াত

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : প্রয়াত হলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান বিবেক দেবরায়। শুক্রবার দিল্লির এইমস হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। বাঙালি অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে।

এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'বিবেক দেবরায় একজন পণ্ডিত ছিলেন। অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা এবং আরও অনেক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তিনি। আর্থিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।' মোদি জানান, নীতিগত বিষয়ের পাশাপাশি প্রাচীন পুঁথিপত্র সম্পর্কেও অগাধ জ্ঞান ছিল তাঁর।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোকবার্তায় লিখেছেন, 'বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান বিবেক দেবরায়ের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে মর্মাহত। বাংলার মেধাবী সন্তান এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত হিসাবে তিনি আমাদের স্মরণে থাকবেন। তাঁর শোকাহত পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা জানাই।' দীর্ঘদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদির ঘনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ হিসাবে পরিচিত বিবেক দেবরায় ছিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী। অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সে। পড়াশোনা করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও।

পুনের গোখেল ইনস্টিটিউট অফ পলিটিক্স অ্যান্ড ইকনমিক্সের চ্যান্সেলার হয়েছিলেন। ২০১৫-য় পদ্মশ্রী সম্মান পান। ২০১৯ পর্যন্ত নীতি আয়োগের সদস্য হিসাবে কাজ করেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। ২০১৪-র পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারে গুরুত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছেন দেবরায়। গত বছর দেশের সংবিধান বদলের দাবির পক্ষে জোর সওয়াল করেছিলেন তিনি। দেবরায় বলেছিলেন, এই সংবিধানের বদলে নতুন সংবিধান প্রবর্তন করা উচিত।

'এক দেশ এক ভোট' ইস্যুতেও শাসক শিবিরের সুরে সুর মিলিয়েছিলেন তিনি। বিবেক দেবরায়ের মতে, গত ৩ দশকে এমন একটি বছর ছিল না যখন কোনও লোকসভা বা বিধানসভা ভোট হয়নি। এর জেরে যেমন নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর চাপ বেড়েছে, তেমনই নির্বাচন সংক্রান্ত খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুলভাবে।

বিবেক দেবরায়

- **জন্ম :** ২৫ জানুয়ারি, ১৯৫৫
- **শিক্ষা :** নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়
- **কর্মজীবন :** রাজীব গান্ধি ইনস্টিটিউট অফ কনটেম্পোরারি স্টাডিজের ডিরেক্টর। পুনের গোখেল ইনস্টিটিউট অফ পলিটিক্স অ্যান্ড ইকনমিক্সের চ্যান্সেলার। অর্থমন্ত্রকের পরামর্শদাতা। ঝাড়খণ্ড ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীদের পরামর্শদাতা পরিষদের সদস্য। রেলের পুনর্গঠন সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান। নীতি আয়োগের সদস্য। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান।

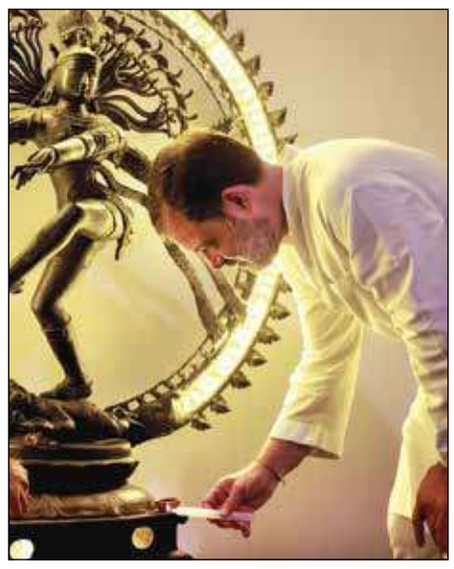

যে কোনও ভূমিকায় সমানে লড়ে যাই... দীপাবলিতে আবারও ভিন্ন মেজাজে ধরা দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কখনও মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে প্রদীপ তৈরি করলেন। আবার কখনও মূর্তির সামনে জ্বালালেন প্রদীপ। এর আগেও আমজনতার সঙ্গে জনসংযোগ সেরেছেন রাহুল।

পাক-চিনের নজরে চন্দ্রভাগা রেলসেতু

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : কাশ্মীরে চন্দ্রভাগা নদীর ওপর গড়ে উঠেছে বিশ্বের উচ্চতম রেলসেতু। এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগ আরও নিবিড় হবে। জম্মুর বিয়াসি জেলায় সেতুর কাজ শেষ করতে ২০ বছরের বেশি সময় লেগেছে। ২৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথের অংশ এই সেতু সম্পর্কে গোপনে তথ্য সংগ্রহ করছে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। এমনটাই দাবি করেছে ভারতের গোয়েন্দা সূত্র। চিনের অঙ্গুলি হেলনে পাকিস্তান ভারতের রেলসেতু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, চন্দ্রভাগা নদীর ওপর গড়ে ওঠা সেতুটি জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে নতুন মাত্রা দেবে। এটির মাধ্যমে যেমন যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে সুবিধা হবে, তেমন জরুরি পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণরেখা এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় সেনা ও রসদ পাঠাতে সেতুটি কাজে আসবে। আর সেই কারণে এই সেতুর ওপর পাকিস্তান ও চিনের নজর পড়েছে।

বান্ধবগড়ে বিশেষজ্ঞ দল

ভোপাল, ১ নভেম্বর : মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় ন্যাশনাল পার্কে চারদিনে ১০টি হাতির মৃত্যুতে নড়েচড়ে বসেছে প্রসাশন। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে দিল্লি থেকে এসেছে বিশেষজ্ঞ দল। মধ্যপ্রদেশ সরকার হাতির মৃত্যু খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে। আলাদা তদন্ত করছে দিল্লি থেকে আসা দল।

মুখ্য বনসংরক্ষক জানিয়েছেন, কেন হাতিগুলি মারা গেল তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই জানা যাবে। আশপাশের খেত, জলাভূমি ও চাষের জমির নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। অতিরিক্ত মুখ্য বনসংরক্ষক এল কৃষ্ণমূর্তি কিন্তু জানিয়েছেন, হাতিদের দেহ পরীক্ষা করে প্রাথমিকভাবে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কী থেকে বিষক্রিয়া, তার নেপথ্যে কোনও চক্রান্ত কাজ করছে কিনা, তাই নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। ১৩টি হাতির মধ্যে ১০টির মৃত্যু হয়েছে। বাকি তিনটি হাতির ওপর নজর রাখা হয়েছে।

গ্যারান্টি নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ

খাড়গের সতর্কবার্তায় নিশানা নমোর

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোটের মুখে গ্যারান্টি ঘোষণা করা নিয়ে কংগ্রেসের অস্বস্তি বাড়ালেন খোদ দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর সাফ বার্তা, বাজেট বুঝে তবেই যেন গ্যারান্টির কথা ঘোষণা করা হয়। না হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অর্থনীতির চরম দুর্দশা হতে বাধ্য। হাতে গরম ইস্যু পেয়ে হাত শিবিরকে আক্রমণ শানাতে দেরি করেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি। নমো বলেছেন, কংগ্রেস সভাপতির পরামর্শের জেরে দলের মুখোশ খুলে গিয়েছে। একের পর এক নির্বাচনে গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে ক্ষমাও চাইতে বলেছে গেরুয়া শিবির।

বিতর্কের সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার সম্প্রতি শক্তি প্রকল্পের পুনর্মূল্যায়ন করা হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন। কর্ণাটকের ভোটে কংগ্রেস যে পাঁচটি গ্যারান্টি দিয়েছিল তার অন্যতম শক্তি প্রকল্পে সাধারণ সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাত্রার সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে সতর্ক করে দিয়ে খাড়গে বলেন, 'কর্ণাটকে আপনারা ৫টি গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। আপনাদের থেকে উৎসাহিত হয়ে আমরা মহারাষ্ট্রে ৫ গ্যারান্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আজ আপনারা বলছেন, ওই পাঁচটির মধ্যে একটি গ্যারান্টি বাতিল করবেন।'

এরপরই মহারাষ্ট্র সহ অন্য ভোটমুখী রাজ্যের প্রদেশ নেতাদের সতর্ক করে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'আমি মহারাষ্ট্রের নেতাদের বলেছি, ৫, ৬, ৭ কিংবা ৮টি গ্যারান্টির প্রতিশ্রুতি দেবেন না। তার বদলে আপনাদের বাজেট অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি দিতে। পরিকল্পনা না করে প্রতিশ্রুতি দিলে রাজ্যে দেউলিয়ার মতো আর্থিক সমস্যা হতে পারে। সরকার যদি নিজেদের গ্যারান্টি পালন করতে না পারে তাহলে তার সম্মানহানি হতে পারে।'

খাড়গের এই সাবধানবাণী সামনে আসতেই কংগ্রেসকে নিশানা করেন মোদি। তিনি শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'অবাস্তব প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া সহজ। কিন্তু সেগুলি ঠিক মতো কার্যকর করা হয় কঠিন, নয়তো অসম্ভব। এটা কংগ্রেস বুঝতে পারছে। একের পর এক প্রচারে তারা এমন সমস্ত কথা বলেছে যেগুলি তাদের পক্ষে পালন করা যাবে না। আজ মানুষের সামনে কংগ্রেসের মুখোশ খুব খারাপভাবে খুলে গিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'হিমাচলপ্রদেশ, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা কংগ্রেসশাসিত যে কোনও রাজ্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাদের আর্থিক স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। তাদের তথাকথিত গ্যারান্টিগুলি পূরণ করা যাচ্ছে না। মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে।'

বাজেট অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি দিন। পরিকল্পনা না করে প্রতিশ্রুতি দিলে রাজ্যে দেউলিয়ার মতো আর্থিক সমস্যা হতে পারে। সরকার যদি নিজেদের গ্যারান্টি পালন করতে না পারে তাহলে তার সম্মানহানি হতে পারে। **- মল্লিকার্জুন খাড়গে**

অবাস্তব প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া সহজ। কিন্তু সেগুলি ঠিক মতো কার্যকর করা হয় কঠিন, নয়তো অসম্ভব। এটা কংগ্রেস বুঝতে পারছে। আজ মানুষের সামনে কংগ্রেসের মুখোশ খুব খারাপভাবে খুলে গিয়েছে। **-নরেন্দ্র মোদি**

অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড উত্তরপ্রদেশে

লখনউ, ১ নভেম্বর : সাত বছরের বালিকাকে ধর্ষণের পর জলে চুবিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় পাথর দিয়ে তার মাথা থেঁতলে হত্যা করেছিল উত্তরপ্রদেশের ইতমাদপুর গ্রামের এক পাহারাদার। ২৩ ডিসেম্বরের ঘটনা। ১১ মাসের মধ্যে রায়। আগ্রার পকসো আদালত রাজীব সিং নামে ওই পাহাদারকে মৃত্যুদণ্ড ও এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আদালতের রায়ে খুশি হতভাগ্য বালিকার পরিজনরা। রায় দেওয়ার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন বালিকার বাবা। তিনি ন্যায্যবিচারের জন্য আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। রাজীব সিংয়ের বিরুদ্ধে কয়েক ডজন সাক্ষী বয়ান দিয়েছেন। তাঁদের সাক্ষ্য প্রাপ্ত প্রমাণের সঙ্গে পর্যালোচনা করে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন পকসো আদালতের বিশেষ বিচারক সোনিকা চৌধুরী।

ধর্ষণের পর খুন

আগ্রার এসিপি সুকন্যা শর্মা জানিয়েছেন, ৩০ ডিসেম্বর ইতমাদপুরে বাড়ির বাইরে খেলছিল বাচ্চা মেয়েটি। তাকে লোভ দেখিয়ে নির্জনস্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে রাজীব সিং। পুকুরের জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে না পেরে পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে দেয়। দেহ মাঠে ফেলে পালায়। চুলের ফরেন্সিক বিশ্লেষণে ডিএনএ-র মিল, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য ও সিসিটিভির ফুটেজ থেকে পাওয়া যায় মেয়েটির সঙ্গে রাজীবের ছবি। আদালতে অভিযুক্তের পরিবারের কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

কমিশনের চিঠির ভাষায় ক্ষুব্ধ কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কংগ্রেসের সংঘাত থামার আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং কমিশনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়ে রাখল দেশের প্রধান বিরোধী দল। হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে অন্তত ২০টি আসনে কারচুপির অভিযোগ তুলে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু সেই নালিশ খারিজ করতে গিয়ে কমিশন যে জবাব দিয়েছিল তাতে চটেছে হাত শিবির। শুক্রবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারকে লেখা এক পত্রবোমায় কংগ্রেস সাফ বলেছে, 'সিইসি এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদের সম্মান জানিয়েই তারা শুধুমাত্র ইস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জবাবে কমিশন যে চিঠি দিয়েছে তার সুর মোটেই সংবেদনশীল নয়।'

কংগ্রেস বলেছে, 'নিরপেক্ষতার মোড়ক থেকে বেরিয়ে আসা যদি বর্তমান নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য হয় তাহলে সেই ধারণা গড়ে তুলতে তারা অবশ্যই দুর্দান্ত কাজ করছে।' কমিশনকে কেসি বেণুগোপাল, অশোক গেহলট, ভূপিন্দর সিং হুডা, জয়রাম রমেশ প্রমুখ ৯ জন শীর্ষ কংগ্রেস নেতার সই সহ লেখা ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশন নিজেই নিজেকে ক্লিনচিট দেওয়ায় তাঁরা মোটেই বিস্মিত নন। কিন্তু কমিশনের জবাবে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার যা সুর রয়েছে তাতে তাঁরা এই চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছেন।

কংগ্রেস নেতারা বলেছেন, 'কমিশন যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে ২০১৯ সালের মতো এবারও আমরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হব। আইনেই সেই অনুমতি রয়েছে।' গত মঙ্গলবার কমিশনের তরফে কংগ্রেসকে জানানো হয়েছিল, যেহেতু আশানুরূপ ফল হয়নি তাই তারা ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছে। হরিয়ানার ভোট ত্রুটিহীন হয়েছে। অবিলম্বে কংগ্রেসের উচিত, মনগড়া অভিযোগ করার প্রবণতা বন্ধে পদক্ষেপ করা। জবাবে কংগ্রেস বলেছে, 'কমিশন যে কথাগুলি বলেছে আমরা তা হালকা ভাবে নিতে নারাজ। নির্বাচন কমিশনের তরফে এখন যে সমস্ত জবাব আসে সেগুলি হয় দলের কোনও নেতাকে আক্রমণ করে লেখা হয়, নয়তো দলকেই আক্রমণ করা হয়। বিচারপতিরা যখন রায় লেখেন তখন কোনও পক্ষকে আক্রমণ করেন না। নির্বাচন কমিশন যদি অবিলম্বে নিজেদের সংশোধন না করে তাহলে আইনের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় থাকবে না।'

ভুবনেশ্বরে গণধর্ষণ

ভুবনেশ্বর, ১ নভেম্বর : চাকরি পেতে বন্ধুত্ব। তা থেকেই বিপত্তি। চার যুবকের হাতে ধর্ষিত হল এক নাবালিকা। অভিযুক্তদের একজন নাবালিকার পরিবারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের লোভে ধর্ষণের ভিডিও করে। তা ভাইরাল করার ভয় দেখিয়ে মা ও মেয়ের কাছ থেকে সে ৬২ হাজার টাকা আদায় করে। শেষপর্যন্ত নিগৃহীতার পরিবার ভয় কাটিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়। বৃহস্পতিবার চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধৃত চার ব্যক্তি রাজা পটনায়ক, দীপক বেহেরা, প্রকাশ বেহেরা, পাপু দ্বিবেদীর বয়স ১৯ থেকে ২৩-এর মধ্যে। তারা পুরোনো ভুবনেশ্বরের বাসিন্দা।

ধোঁয়ার চাদরে ঢাকা রাজধানী। দীপাবলির পর নয়াদিল্লির আকাশ-বাতাস ধোঁয়াময়। শুক্রবার।

একসঙ্গে খুন তিন প্রজন্ম

হায়দরাবাদ, ১ নভেম্বর : গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে একসঙ্গে শেষ হয়ে গেল তিনটি প্রজন্ম। বৃহস্পতিবার দীপাবলির সময় অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া জেলার কাঞ্জুলুরু গ্রামে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। তখনই এক ব্যক্তি, তাঁর ছেলে এবং নাতির মাথা থেঁতলে খুন করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, পুরোনো শত্রুতার কারণেই এই গোষ্ঠী সংঘর্ষ এবং খুন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ওমরের প্রাক্তন ছায়াসঙ্গী প্রয়াত

জম্মু, ১ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার প্রয়াত হলেন জম্মুর প্রভাবশালী বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের ছোটভাই দেবেন্দর সিং রানা। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। ফরিদাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দেবেন্দরের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর পরিবার এবং জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক মহলে। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী তাঁর প্রতি শোকজ্ঞাপন করেছেন। নাগরোটার বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দরকে শেষবিদায় জানাতে তাঁর বাড়িতে মানুষের ভিড় উপচে পড়েছিল। এদিন তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে দীর্ঘ সময় ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ছিলেন দেবেন্দর। প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ওমর আবদুল্লার রাজনৈতিক উপদেষ্টাও ছিলেন তিনি।

ট্রাম্পের তোপের পর হিন্দুদের সমাবেশে বাধা বাংলাদেশে

ওয়াশিংটন ও ঢাকা, ১ নভেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দুদের সভা-সমাবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাংলাদেশ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্যের পরদিনই।

শুক্রবার চট্টগ্রামে সনাতন জাগরণ মঞ্চের প্রতিবাদ সভায় আসার পথে বাধা দেওয়া হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের। চেরাগি পাহাড় মোড়ের সভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় জামাল খান মোড়, আন্দরকিল্লা ও বৌদ্ধমন্দির মোড়ে জনতাকে বাধা দেয় পুলিশ। শেষপর্যন্ত পুলিশের ব্যারিকেড সরিয়ে সভাস্থলে পৌঁছোন হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষরা।

৫ অগাস্টের পালাবদলের পর বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুরা। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ছায়া ফেলেছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। দেওয়ালি উপলক্ষ্যে হিন্দুদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে বাংলাদেশ ইস্যুতে জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিসকে নিশানা করেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর মতে, বাংলাদেশে হিন্দু তথা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাকে উপেক্ষা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা প্রেসিডেন্ট হলে আমেরিকায় হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভাবিত হতে পারে বলেও দাবি করেছেন ট্রাম্প।

সামাজিক মাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, 'বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিস্টান সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী আক্রান্ত হয়েছে। তাদের ওপর ধারাবাহিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। গোলমাল চূড়ান্ত আকার নিয়েছে। আমি থাকলে পরিস্থিতি কখনই এতটা খারাপ হোত না।' বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস মার্কিন ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছে বাইডেন সরকার। সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নিয়েও নীরব আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে ইউনূসের পক্ষে সমস্যা হবে বলে মনে করছেন অনেক বিশ্লেষক।

তাঁর বার্তা, 'আমি হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে বর্বর সহিংসতার তীব্র নিন্দা করছি যাঁরা বাংলাদেশে আক্রমণ, লুটপাটের শিকার। কমলা ও জো হিন্দুদের উপেক্ষা করেছেন। আমরা ভারত এবং বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আমাদের অংশীদারিকে আরও শক্তিশালী করব।'

অ্যানালগ মহাকাশ মিশনে ইসরো

লে, ১ নভেম্বর : মহাকাশে নভশ্চর পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে ইসরো। তবে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার লক্ষ্য আরও বিস্তৃত। ভবিষ্যতে চাঁদ ও বিভিন্ন গ্রহ অভিযানে শামিল হবেন ভারতীয় নভশ্চররা। সেই জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে ইসরো। যে পরিকল্পনার অংশ হিসাবে লাদাখের লে-তে শুরু হয়েছে অ্যানালগ মহাকাশ মিশন। হিউম্যান স্পেস ফ্লাইট সেন্টার, আকা স্পেস স্টুডিও, লাদাখ বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি বম্বে এবং লাদাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করেছে ইসরো।

নভশ্চরদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই মিশনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মহাকাশ সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে। অ্যানালগ মহাকাশ মিশনে রয়েছে হ্যাব-১ নামে একটি বাসযোগ্য কম্প্যাক্ট। এক্স হ্যান্ডেলে সেই ছবি পোস্ট করেছে ইসরো। মহাকাশকেন্দ্রে মহাকাশচারীদের জীবনযাত্রার অনুকরণ করা হয়েছে সেখানে। হ্যাব-১-এর মধ্যে থাকা মহাকাশচারীরা মহাকাশ অভিযানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন। মহাকাশে বা ভিন গ্রহে যেসব সমস্যা হতে পারে সেই ব্যাপারে হাতেকলমে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন তাঁরা।

মোদি-শা'র গুজরাটে এখন মাছ-মাংসের বিক্রি ভালোই

বিশ্বজিৎ মান্না

আহমেদাবাদ, ১ নভেম্বর : বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে বিজেপি এখন যে জায়গায় রয়েছে, বছর তিন-চারেক আগে তেমনটা ছিল না। 'বহিরাগত' কিংবা 'গোবলয়ের দল' তকমা শুনতে হয়েছে। বিজেপি এই ভাবমূর্তি ভাঙার চেষ্টা শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে নির্বাচনি জনসভায় গিয়ে বহুবার বাংলায় বলার চেষ্টা করেছেন। শুধুমাত্র বাংলা ভাষাই নয়, বাঙালির খাদ্যাভ্যাসেও বিজেপি নজর দিয়েছে। মোদি থেকে শুরু করে অমিত শা, বিজেপির অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতাই মাছ-মাংস খান না। তাই বাংলায় দলীয় বৈঠকে এইসব আমিষ খাবার আসত না। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর থেকে বিজেপি এই অবস্থান বদলাতে শুরু করে। বিশেষত বঙ্গের বিজেপি নেতাদের কথা মাথায় রেখে দলীয় বৈঠকে আমিষ খাবারের অনুমতি দেওয়া হয়। সেই বছরের শেষের দিকে প্রথমবারের জন্য কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে এসেছিল ফিশ ফ্রাই, মাছের কালিয়া।

মোদি-শার রাজ্য গুজরাটে কি মাছ-মাংস পাওয়া যায়? আহমেদাবাদে বাড়িভাড়া খুঁজতে গিয়ে এক ব্রোকারের সঙ্গে পরিচয় হয়। ফ্ল্যাটভাড়া ফাইনাল হওয়ার পর তিনি বলেন, 'আপনি তো বাঙালি। মাছ-মাংস নিশ্চয়ই বাড়িতে খাবেন। তবে চেষ্টা করবেন মাছের কাঁটা বা মাংসের হাড় যেন বাইরে কোথাও না পড়ে থাকে। জঞ্জাল ফেলার নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দেবেন।' গত কয়েক মাসে আহমেদাবাদের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখা গেল, রাস্তার ওপর সাধারণত এগরোল বা চিকেন চাউমিনের মতো নন-ভেজ ফাস্ট ফুডের দোকান বিরল। তবে আহমেদাবাদে গুজরাটিদের পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনও বসবাস করেন, যাঁরা আমিষ খাবার খান। তাঁদের কথা মাথায় রেখে শহরের নির্দিষ্ট কিছু স্থানে মাছ-মাংসের দোকান রয়েছে। এই দোকানগুলো রাস্তার পাশে বা ফুটপাতে নয়। মূল রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। দোকানগুলোর সামনে বড় বড় করে লেখা থাকে, এখানে মাছ-মাংস পাওয়া যায়। এছাড়া অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপে চিকেন বিরিয়ানি, মাটন বিরিয়ানি বা তন্দুরি, মোগলাই সবই পাওয়া যায়। উপরন্তু অনলাইনে অর্ডার দিলে কাঁচা চিকেন, মাটনও মেলে। সাধারণত মাছ-মাংসের ব্যাপারে গুজরাটিদের একটু গোঁড়ামি আছে। এমনিতে তাঁরা বাড়িতে এসব খাবার ঢুকতে দেন না। তবে বাইরে খেতে খুব একটা আপত্তি নেই তাঁদের।

আহমেদাবাদের যে কয়েকটি এলাকায় মাছ পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম চাঁদখেরা। মূল শহর থেকে একটু দূরে। এখানে মাছ-মাংসের বেশ কয়েকটি দোকান রয়েছে। এরকমই একটি দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেখানে রুই, কাতলা, ট্যাংরা, পমফ্রেট, ইলিশ, চিংড়ি ছাড়া স্যামন, বাংড়া, কিংফিশের মতো নানা সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। মাছের দোকানের পাশেই রয়েছে চিকেনের দোকান। পশ্চিমবঙ্গের মতো এখানে কাটা মাছ কেনার প্রথা নেই। রুই-কাতলা কিনতে হলে গোটা মাছটাই নিতে হবে। দাম মোটামুটি ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি। পমফ্রেট, চিংড়ি, ট্যাংরা ৬০০ টাকা কেজি। কেজি দেড়েক সাইজের ইলিশ মোটামুটি ১,২০০ থেকে ১,৫০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়। দোকানের এক কর্মী জানালেন, আহমেদাবাদে এই সমস্ত মাছ মূলত পোরবন্দর, দ্বারকা, দিউয়ের মতো আরবসাগর উপকূলবর্তী এলাকা থেকে আসে। দোকানগুলোয় যে মাছ থাকে, তা ঢেলে বিক্রি করা হয় না। ছোট ছোট শোলার বাক্সে বরফ দিয়ে রাখা হয়। মাছ কিনতে গেলে তবেই বাক্স খুলে দেখানো হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ওই মাছের দোকানটি এক গুজরাটি ব্যক্তিই চালান। তাঁর স্ত্রী দোকানে ছিলেন। তিনি বলেন, 'আপনারা বাঙালিরাই শুধু নন, এখানে গুজরাটিরাও প্রচুর মাছ-মাংস খান।'

পুজোর মরশুমে ভোজ্য তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১ নভেম্বর : পুজোর মরশুমে গত কুড়ি-একুশ দিনে সর্ষের তেলের দাম বেড়েছে অনেকটাই। বিভিন্ন ব্র্যান্ডেড কোম্পানির সর্ষের তেলের দাম কয়েক দফায় বেড়েছে। এরফলে বাজারে এমআরপি (ম্যাক্সিমাম রিটেইল প্রাইস)-র চাইতেও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে ভোজ্য তেল। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এনিয়ে বাগবিতণ্ডা লেগেই আছে ক্রেতাদের।

অন্যদিকে, অল্প সময়েই কয়েক দফায় ভোজ্য তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় ফাস্ট ফুডের দাম বেড়েছে। বিক্রি কমেছে বিভিন্ন ধরনের পাঁপড় ও ফুচকা পাঁপড়ের। এরমধ্যে অন্যতম নল পাঁপড় ও ফুচকা পাঁপড়। ফুচকার খুচরো বাজারদর ছিল দশ টাকায় পাঁচটি। তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় দশ টাকায় এখন তিনটি ফুচকা মিলছে। মোগলাই পরোটা বিক্রি হত ষাট টাকায়। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে নব্বই টাকায়। সর্ষের তেলের এই ফাটকা বাজারদর নিয়ে সরব হয়েছেন সাধারণ ক্রেতা থেকে ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার মতো সংগঠন। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবে নাগরিক চেতনা।

ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউতের কথায়, 'বেশ কয়েকজন প্রবীণ নাগরিককে বাজার থেকে ভোজ্য তেল কিনতে গিয়ে এমআরপির চাইতে বেশি দাম দিতে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।'

যদিও ময়নাগুড়ি বাজারের গালামাল ইউনিটের সম্পাদক নয়ন সাহার দাবি, 'দফায় দফায় দাম বাড়ছে। পাইকারদের কাছে প্রিন্ট রেটের চাইতেও বেশি দামে কিনতে হচ্ছে।'

এনিয়ে ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'অহেতুক যদি কোনও ব্যবসায়ী প্রিন্ট রেটের চাইতে বেশি দাম নেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

পুজোর আগে রিফাইন তেলের (সাদা) বাজারদর ছিল প্রতি লিটার ১০৩ টাকা। এরপর কয়েকটি দফায় যথাক্রমে দাম বেড়ে হয়েছে ১০৬, ১২৬, ১৩২, ১৩৫ এবং সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী প্রতি লিটার তেলের দাম হয়েছে ১৪০ টাকা। নতুন যে তেল এসেছে বাজারে তার দাম ১৫৩ টাকা প্রতি লিটার বলে জানা গিয়েছে। একইভাবে সর্ষের তেলের দাম বেড়েছে কয়েক দফায়। দুর্গাপুজোর শুরুতে দাম ছিল ১৩২ টাকা প্রতি লিটার। দাম বেড়ে হয় ১৪৩, ১৭৩ এবং বর্তমানে ১৭২ টাকা প্রতি লিটারে দাঁড়িয়েছে। পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অর্ণব রায় বলেন, 'বাজার থেকে ভোজ্য তেল কিনেছি। এমআরপি লেখা ১২১ টাকা লিটার। দাম দিতে হয়েছে ১৪০ টাকা। বিক্রেতাকে এনিয়ে প্রশ্ন করেও সদুত্তর পাইনি।' একই অভিযোগ পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রবীন দাসেরও।

ফাস্ট ফুড বিক্রেতা অজয় রায় জানালেন, ভোজ্য তেলের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে নল পাঁপড় ও বিভিন্ন রকম ভাজাপোড়ার দাম কিছুটা বাড়াতে হয়েছে।

ফুচকা বিক্রেতা বলদেব শর্মা বলেন, 'আগে দশ টাকায় পাঁচটি ফুচকা দিয়েছি। এখন তেলের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। তাই এখন দশ টাকায় তিনটি, ঊর্ধ্বে চারটি করে বিক্রি করতে হচ্ছে।'

দফায় দফায় বাড়ছে ভোজ্য তেলের দাম। শুক্রবার ময়নাগুড়ি বাজারে।

ধড় ও মুণ্ড উদ্ধারে নরবলি তত্ত্ব

গৌতম দাস

গাজোল, ১ নভেম্বর : সাতসকালে জাতীয় সড়কের ধার থেকে এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির মুণ্ডহীন দেহ তোলপাড় ফেলে দেয় গোটা এলাকায়। মুণ্ড থেকে প্রায় ৪০ মিটার দূর থেকে উদ্ধার হয় ধর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন গাজোল থানার আইসি সহ পুলিশবাহিনী। ধড় ও মুণ্ড নিয়ে আসা হয় গাজোলে। তদন্তের স্বার্থে দুটি জায়গা ঘিরে ফেলে পুলিশ। এই ঘটনায় নানা গুঞ্জন ভাসছে এলাকায়। এটি নিছক দুর্ঘটনা, খুন, নাকি নরবলি তা নিয়ে চলছে চর্চা। ঘটনাস্থলের কিছুটা দূরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটি চারচাকার গাড়ি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই গাড়িটিরও পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে রহস্য। গাড়ির মালিক ও তাঁর ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে গাজোল থানার পুলিশ। তবে সম্পূর্ণ তদন্তের আগে এখনই কোনও মন্তব্যে নারাজ পুলিশ।

ঘটনাস্থল গাজোলের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের হিয়াকোর গ্রামের। ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে দেওতলা ও ২১ মাইল এলাকার মাঝামাঝি জায়গায় আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রাম। বালুরঘাটের দিকে যেতে রাস্তার বামদিকে একটি ঝোপের মধ্যে পড়ে ছিল দেহটি। কিছুটা দূরে পাওয়া যায় মুণ্ড। মৃত ব্যক্তির গায়ে ছিল শুধুমাত্র একটি বারমুডা জাতীয় প্যান্ট। ধড়ের দুই পায়ে এবং বাম হাতে রয়েছে আঘাতের চিহ্ন। তবে স্থানীয়রা কেউ নিহত ব্যক্তিকে চিনতে পারেননি।

কাটা মুণ্ড উদ্ধারের পর হিয়াকোর গ্রামে পুলিশ।

এই ঘটনা ঘিরে মানুষের মধ্যে নানা ধরনের কাহিনী ছড়ায়। কারও মতে এটি নরবলি। আবার কেউ বলেন খুন করে এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবে ঘটনাটি যে অন্য কোথাও ঘটেছে তা পরিষ্কার। কারণ, ধর থেকে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হলে যে পরিমাণ রক্তপাত হওয়ার কথা, ঘটনাস্থলে তা পাওয়া যায়নি।

তদন্তে নেমে দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটি চারচাকার বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার করেছে পুলিশ। গাড়িটির সামনের বামদিকের অংশ বিধ্বস্ত। উইন্ড স্ক্রিনের বাম দিক ভেঙে ভিতরের দিকে ঢুকেছে। তাতে রয়েছে রক্তের দাগ। ঘটনাস্থলের প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে দেওতলার একটি গ্রামের ভিতরে পুকুরপাড় থেকে গাড়িটি উদ্ধার করে পুলিশ। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, গাড়িটি জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী শেফালি সরকারের। গাড়ি কীভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হল তা নিয়ে শেফালিদেবী ও চালকের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। তখনই চালক ও মালিকের পরস্পর বিরোধী মন্তব্য উঠে আসে।

শেফালিদেবীর বক্তব্য, গতকাল রাতে চালক আবদুল ফারুক গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তখনই গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। মৃতদেহের সঙ্গে তাঁর গাড়ির কোনও সম্পর্ক নাই। অন্যদিকে চালকের বক্তব্য, গতকাল রাত ১১টার পর তাঁর কাছ থেকে গাড়ির চাবি নিয়েছিলেন মালিকের ছেলে সুমন। রাত দুটো নাগাদ সুমন এসে বলে, দেওতলার কাছে ফারসাদিঘি এলাকায় একটি কালভার্টের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা লেগেছে। গাড়িতে আশিস নামে তার এক বন্ধু ছিল। তার মাথায় আঘাত লেগে গাড়ির কাচ ভেঙেছে। তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যদিও গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আশিস নামে কেউ হাসপাতালে আসেনি।

যদিও এনিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চায়নি পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ধড় ও মুণ্ডু ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার সবরকম চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটি গাড়ি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসে ক্রমশ কোণঠাসা অধীরপন্থীরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১ নভেম্বর : প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে পথে থাকতে দেখা গিয়েছে শুভঙ্কর সরকারকে। কর্মীদের মতামত তাঁর কাছে সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন তিনি। এর আগে কখনও জাঁকজমক ভাবে প্রদেশ কংগ্রেসকে বিজয়া সম্মিলনী পালন করতে দেখা যায়নি। তবে শুভঙ্কর দায়িত্ব নেওয়ার পরই বিধানভবনে বিজয়া সম্মিলনী পালন হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানেও তাঁর কাছেপিঠে থাকতে দেখা গিয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠদের। যাঁরা দলের অন্দরে অধীর-নীতির বিরোধী হিসেবেই পরিচিত। ফলে দলে নতুন সভাপতি দায়িত্বে আসার পর ক্রমশ অধীরপন্থীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

প্রথম থেকেই 'একলা চলো' নীতির পক্ষে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে শুভঙ্করকে। দলের অন্দরেও একাংশ বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে নারাজ ছিল। তাঁদের অনেকেই এখন নতুন সভাপতি আসার পর সামনের সারিতে আসছেন। বামেদের সঙ্গে উপনির্বাচনে জোট ভেস্তে যাওয়ার পর নির্বাচনের ফলাফল নিয়েও তাঁরা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। বিজয়া সম্মিলনী থেকে শুভঙ্কর মন্তব্য করেন, শাসক দলের বিরুদ্ধে কোনও সংসদীয় বক্তব্য পেশ করা হবে না। বাংলার মানুষ যা নিয়ে বিরোধিতা করছেন, সেই ধরনের বক্তব্যই রাখবেন। যা থেকে স্পষ্ট, তৃণমূল প্রসঙ্গে তাঁর সুর কখনই মাত্রা ছাড়াবে না। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এও বলেন, 'একক শক্তিতে কর্মীরা অনেক বেশি উজ্জীবিত হন। তাই সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।' রাজনৈতিক মহলের মতে, বামেদের সঙ্গে জোটে নারাজ থাকার বিষয়টি নিয়ে কর্মীদের মনোভাবকে গুরুত্ব দেননি প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। বরং তাঁর ঘনিষ্ঠদের ও নিজস্ব মতামতের ওপর ভিত্তি করেই আসন সমঝোতা হয়েছিল। যা দলের অনেকেই ভালো চোখে নেননি। এখন দায়িত্বে বদল আসতেই অধীর-ঘনিষ্ঠ নেতাদের গুরুত্ব ক্রমশ কমছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই প্রদেশ সভাপতির নেতৃত্বাধীন বহু কর্মসূচিতে তাঁদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

অধীর-ঘনিষ্ঠ এক নেতার কথায়, 'দায়িত্বে যখন বদল আসে, তখন সবাই চায় নিজের অনুগামীদের জায়গা করে দিতে। এটাই রীতি। তবে দলের ভালোমন্দের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হয়।'

৬টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের পরই প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন কমিটি ঘোষণা হবে। সেই তালিকায় কাদের নাম জুড়ল আর কারা বাদ পড়লেন, এখন সেটাই দেখার।

ইচ্ছে করে শূন্যে নাচি।। কানাড়া রাজ্যোৎসবে বেঙ্গালুরুর পড়ুয়াদের অনুষ্ঠান। শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে। - পিটিআই

জঙ্গিহানায় জখম দুই

শ্রীনগর, ১ নভেম্বর : দীপাবলির রাতেও রক্তাক্ত হল ভূস্বর্গ। শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরে বুদগামে জঙ্গিদের হানায় উত্তরপ্রদেশের দুই পরিযায়ী শ্রমিক গুরুতর জখম হন। দুজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁরা বর্তমানে বিপন্মুক্ত। এই নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় গত দু'সপ্তাহে চতুর্থবার ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলা চালাল জঙ্গিরা। শুক্রবারের হামলায় আহত দুই পরিযায়ী শ্রমিক হলেন উসমান মালিক এবং সোফিয়ান। ওমর আবদুল্লার নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোট জম্মু ও কাশ্মীরে ক্ষমতায় আসার পর পরিযায়ী শ্রমিকদের জঙ্গিরা যেভাবে নিশানা করছে তাতে ফের প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিরাপত্তা।

মেয়াদ বৃদ্ধি

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় সেচ দপ্তর ফ্লাড কন্ট্রোল রুমের বন্ধের সময় পিছিয়ে দিল। দক্ষিণবঙ্গেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের মুখ্য বাস্তুকার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, ৭ নভেম্বর পর্যন্ত কন্ট্রোল রুম চালু থাকবে। কালীপুজোর সময় উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। উপগ্রহ চিত্র অনুযায়ী নভেম্বরের ৫ তারিখ পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রাজ্যকে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ফলে ৩১ অক্টোবর ফ্লাড কন্ট্রোল রুম বন্ধ করে দিলে দুশ্চিন্তা থাকত।

একগুচ্ছ কর্মসূচি পুলিশের

নাগরাকাটা, ১ নভেম্বর : কালীপুজো ও দীপাবলিতে কড়া নজরদারির কারণে এবার জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজির ব্যবহার রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলেই জানালেন পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। নিষিদ্ধ বাজিপটকা বিক্রির জন্য পুলিশ মোট ২০ জনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ধারায় মামলাও রুজু করেছে। শুক্রবার নাগরাকাটা থানা আবাসিক কালীপুজো কমিটির একটি অনুষ্ঠানে এসে পুলিশ সুপার বলেন, 'আসন্ন ছটপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজোতেও যে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের এমন সহযোগিতা আমরা পাব সেই বিশ্বাস পুলিশের রয়েছে।' জলপাইগুড়ি জেলার প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আগেই চালু করা প্রণাম প্রকল্পের সঙ্গে যুক্তদের ৪টি থানায় দীপাবলির উপহার তুলে দেন পুলিশ সুপার।

শুক্রবার বিকেলে নাগরাকাটা থানা আবাসিক কালীপুজো কমিটির তরফে এবছরের শারদোৎসবে এলাকার সেরা তিনটি পুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করা হয়। এতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে সুখানিবস্তি সর্বজনীন, সুখানিবস্তি মহিলা দুর্গাপুজো ও লুকসান কালচারাল অ্যান্ড স্পোর্টিং ক্লাব। পুলিশ সুপার নিজেই স্মারক তুলে দেন। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য সংবর্ধনা প্রদান করা হয় দুই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা অসিতাভ বসু ও কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মেয়েদের আত্মরক্ষার্থে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের তরফে চালু করা বিজয়িনী প্রকল্পে দারুণভাবে সহযোগিতা করার জন্য সম্মাননা জানানো হয় নাগরাকাটা থানার সিভিক ভলান্টিয়ার রাকেশ মাহালি ও স্বেচ্ছায় এ কাজে অংশ নেওয়া ক্যারাটেকা প্রিয়া রাইকে।

নাগরাকাটার বিভিন্ন চা বাগান থেকে একের পর এক মহিলা খেলোয়াড় তুলে আনার কারিগর ফুটবল প্রশিক্ষক গৌতম গুহ রায়ও সংবর্ধিত হন। বেশ কিছু বাসিন্দাকে বিতরণ করা হয় কম্বল। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ, মালবাজারের এসডিপিও দেশমুখ রোশন প্রদীপ, নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার সহ থানা আবাসিক কালীপুজো কমিটির সভাপতি রাজকুমার গুপ্তা, সম্পাদক কৃষ্ণকুমার ছওছড়িয়া ও কোষাধ্যক্ষ অসিতাভ বসু সমেত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যরা।

এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, এদিন প্রণাম প্রকল্পের মাধ্যমে নাগরাকাটার পাশাপাশি মালবাজার, মেটেলি ও ময়নাগুড়ি থানাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলিতে প্রবীণদের হাতে দীপাবলির পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাতে কম্বল, শীতবস্ত্র, নতুন পোশাক ছাড়াও ছিল বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য হুইলচেয়ার, ওয়াকিং স্টিক-এর মতো সহায়ক সরঞ্জামও।

ময়নাগুড়ি মাচা ইউনিটের প্রতিমা দেখতে ভিড়। - বাণীব্রত চক্রবর্তী

ফারাক নেই রাজনীতি ও অপরাধের

প্রথম পাতার পর

গান্ধিবাদ বনাম মার্কসবাদ বিতর্ক হত। অহিংস গান্ধিবাদের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনার বিষয় ছিল। মাওবাদের প্রয়োগ এ দেশে সম্ভব কি না, তা নিয়ে আলোচনা শুনেছি অনেক।

সবই ছিল। এখন? আদর্শ ফাদর্শ গোল্লায় গিয়েছে। মতবাদ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ভারতের রাজনীতির অভিধানে এখন নতুন নতুন শব্দের ঠাঁই। ধান্দা, দুর্নীতি, কাটমানি, তোলাবাজি, ভোট লুট, রিগিং, বুথ দখল, সন্ত্রাস (যার সঙ্গে জঙ্গিগোষ্ঠীর সম্পর্ক নেই)- তালিকাটা দীর্ঘ। দল ভাঙানো, দলবদল (বাম থেকে রাম, রাম থেকে বামের মতো আপাত অস্বাভাবিক প্রবণতাও আছে), সরকার ফেলে দেওয়া ইত্যাদি রাজনীতির শব্দভাণ্ডারের মণিমাণিক্য হয়ে গিয়েছে।

আর আছে পাচার। নারী পাচার বরাবর ছিল। ঘৃণ্য অপরাধ বলে আমাদের মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল। এখন পাচার যে কত রকম! সেই তালিকাটাও লম্বা। বালি পাচার, পাথর পাচার, কয়লা পাচার, গোরু পাচার। নিছক দুষ্কৃতী কার্যকলাপের সংজ্ঞায় এ সবকে বেঁধে রাখা যায় না। পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে রাজনীতি। দলীয় প্রশ্রয়, নেতাদের মদতে পাচারের কথা এখন শিশুরাও জানে।

মতবাদের অনুশীলন বা প্রচারের জায়গা নিয়েছে কামাই (অনৈতিক রোজগার)। রাজনীতি এখন কামাইয়ের প্ল্যাটফর্ম। মতাদর্শের ভিত্তিতে দলীয় সংগঠন বৃদ্ধির বিষয়টি তাই আর নেই। মালকড়ি না পেলে দলে গিয়ে কী লাভ! ভোটের সঙ্গেও মতবাদের সমর্থনের সম্পর্ক নেই। গান্ধিবাদের সমর্থক কংগ্রেসকে, মার্কসবাদের সমর্থক বাম দলকে, হিন্দুত্বের সমর্থক হলে পদ্মফুলে ছাপ দেবেন- সেদিন গিয়াছে চলিয়া। দলীয় আদর্শকে পছন্দ করে ভোট দেওয়ার দিন ঘুচে গিয়েছে।

যে দলের দেওয়া সুবিধা পছন্দ হবে, সেই দলে ভিড়ে যেতে সামান্যতম দ্বিধা হয় না আজকাল। তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হয়ে ওঠে ভোট 'ক্যাচার' তহবিল। তৃণমূলের নজিরে উৎসাহিত হয়ে মহারাষ্ট্রে বিজেপির জোট সরকার 'লডকি বহিন' চালু করে দেয়। শুধু হিন্দুত্বের টানে যে ভোট আসে না। তেমনই গান্ধি বা মার্কসের ভাবনা প্রচার করে নির্বাচনে জেতার দিন আর নেই। ফ্যালো কড়ি, নাও ভোট- রাজনীতির অভিধানে এখন আরেক শব্দবন্ধনী।

রাজনৈতিক দল ও নেতারা যবে থেকে মতাদর্শের ভিত্তিতে সংগঠন এবং সেই ভাবনায় জনমত তৈরির কাজটা থেকে পিছিয়ে গিয়েছে, তবে থেকে এই নতুন অভিধানের জন্ম। কামাইয়ের জন্য ক্ষমতা চাই। তাই নানা ফন্দিফিকিরে, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল হয়ে উঠেছে রাজনীতির নতুন ভাষ্য। আক্ষেপ শুনি, মেধাবী, শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম আর রাজনীতিতে আসছে না। যারা আসছে, তাদের মোক্ষ ও লক্ষ্য ধান্দা।

বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, এই অন্তঃসারশূন্য রাজনীতিতে কোনও সচেতন তরুণ কেন যোগ দেবেন? বদলে ভদ্রভাবে নিজের আখের গোছাতে কেরিয়ারের পিছনে ছুটবেন। গান্ধিজম নয়, মার্কসইজম নয়, কেরিয়ারিজম। মতাদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতি- এই নিয়মটাই যে পালটে গিয়েছে। রাজনীতি এখন ক্ষমতাকেন্দ্রিক। ফলে রাজনীতিকে এখন পাওয়ার সিন্ডিকেট বলাই ভালো। আলাদা আলাদা দল মানে আলাদা আলাদা সিন্ডিকেট। পাচার, জমির কারবার, তোলাবাজির স্বার্থে সিন্ডিকেট চাই বৈকি। সিন্ডিকেট বিনা তাই গীত নেই জগতে।

আন্তর্জাতিক স্তরে তাইকোন্ডোয় ব্রোঞ্জ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : প্রথমবার আন্তর্জাতিক তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় সিনিয়ার বিভাগে অংশগ্রহণ করে ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন ফুলবাড়ির সুমন্ত রায়। গত ২৬-২৭ অক্টোবর থাইল্যান্ডের ব্যাংককে একটি আন্তর্জাতিক তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ২৮টি দেশের প্রায় পাঁচশোরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম সহ ভারতের অনেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশের প্রতিযোগীরাও সেখানে অংশগ্রহণ করেন। সেই প্রতিযোগিতাতে সিনিয়ার বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করে দেশের হয়ে পদক জেতেন সুমন্ত।

সুমন্ত জানান, গত ২৫ অক্টোবর শিলিগুড়ি থেকে রওনা হয়ে ব্যাংককে পৌঁছান তিনি। সেখানে পৌঁছানোর পর দু'দিন চলে আত্মরক্ষামূলক 'পুমসে' প্রতিযোগিতা। শুক্রবার তিনি বলেন, 'আত্মবিশ্বাস ছিল ছোট থেকেই। আরও ভালো করে প্রশিক্ষণ নিতে চাই।' তুলনায় কম প্রচার পাওয়া এই প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে নতুনদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'একাগ্রতার কোনও বিকল্প নেই। ধারাবাহিক প্রচেষ্টা থাকলে সফলতা আসবেই।'

গত বৃহস্পতিবার কালীপুজোর রাতে ফুলবাড়িতে নিজের বাড়িতে

সফল ফুলবাড়ির সুমন্ত

ফেরেন তিনি। ঘরের ছেলের সাফল্যে উৎসাহিত এলাকাবাসীরা সুমন্তকে সংবর্ধনা জানান। ছেলের সাফল্যে গর্বিত বাবা টেকলাল রায়ের বক্তব্য, 'আমরা সেভাবে ওকে খুব একটা সাহায্য করতে পারিনি। এই ধরনের খেলাধুলো আমাদের জানার বাইরে। ছেলে নিজের চেষ্টায় শুরু করেছিল, খুব ভালো লাগছে।'

সুমন্তর প্রতিবেশী ও বাড়ির লোকেদের কথা অনুযায়ী, ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ ছিল সুমন্তর। ছোটবেলায় ফুলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পর শক্তিগড় উচ্চবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর ভর্তি হন সূর্য সেন কলেজে। যদিও তাইকোন্ডোর প্রতি একাগ্রতার কারণে আর স্নাতক হয়ে ওঠা হয়নি। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ক্যারাটে ও মার্শাল আর্টের প্রতি ঝোঁক বাড়ে তাঁর। প্রায় ১০-১১ বছর বয়সেই কয়েকজন বন্ধু মিলে নিউ জলপাইগুড়ির এক ক্যারাটে মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রাথমিক তালিম শুরু করেন সুমন্ত ও তাঁর বন্ধুরা। পরে সুমন্তর যোগাযোগ হয় কালিম্পংয়ের তাইকোন্ডো প্রশিক্ষক ত্রিলোক সুব্বার সঙ্গে। ২০১৮ সালে এশিয়ান গেমসে ভারতের জাতীয় কোচ ছিলেন ত্রিলোক। ত্রিলোকের কাছেই দশ বছর প্রশিক্ষণ নেন সুমন্ত। বহুদিন সুমন্তকে কালিম্পংয়ে কাটাতে হয়েছে। সুমন্ত বলেন, 'সব সময় সেখানে থাকা সম্ভব হত না। মাঝেমধ্যেই বাড়িতে এসে থাকতাম। সময়মতো প্রশিক্ষণ নিতে চলে যেতাম।'

পরশু শুনানি

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : পুজোর পর জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ বসছে আগামী সোমবার। এই সার্কিট বেঞ্চে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি হবে। আগামী রবিবার কলকাতা থেকে সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতিরা জলপাইগুড়িতে আসবেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মামলার শুনানি হবে সেখানে।

গণপিটুনিতে মৃত্যু ধর্ষণে

প্রথম পাতার পর

২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে হায়দরাবাদের কাছে শামসাবাদে এক মহিলা পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল। ওই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে গোটা দেশে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। চারজন ধরা পড়ে। ঘটনার দায় তারা স্বীকারও করে নেয়। আইনি পদক্ষেপ শুরু হয়। অবাক করা বিষয় বলতে পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ জাতীয় সড়কে একটি সেতুর নীচে চারজনকে মেরে ফেলা হয়। পুলিশের দাবি ছিল, ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে ধৃতদের ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়ার সময় তারা পুলিশকর্মীদের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে হামলার চেষ্টা চালায়। বাধ্য হয়ে পুলিশের পালটা প্রতিরোধে ওই চারজন মারা পড়ে। ঘটনাটি কেন্দ্র করে যথেষ্টই জলঘোলা হয়েছিল। অসমের ধিংয়ের গণধর্ষণ কাণ্ডেও অভিযুক্তদের মধ্যে একজনের এমনই মৃত্যু হয়েছিল। গত অগাস্টের ঘটনা। পুলিশের দাবি ছিল, ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে অভিযুক্তদের ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের একজন পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তাকে বহু সতর্ক করলেও সে কথা শোনেনি। বাধ্য হয়েই পুলিশ গুলি চালায়। মধ্যপ্রদেশে স্কুলছুট এক ছাত্রীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত আইনের এক ছাত্র কিছুদিন আগে গুলি করে আত্মঘাতী হয়। সে আত্মঘাতী না হলে পুলিশই তাকে মেরে ফেলত বলে অভিযোগ উঠেছিল।

মৃত্যুতে উদ্বেগ

প্রথম পাতার পর

ইনজেকশন দেওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই অসুস্থ বোধ করেন ওই গর্ভবতী। দ্রুত তাঁকে সিসিইউতে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। পরিবার দাবি করেছিল, চিকিৎসার গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পরিবারের তরফে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের দাবিও জানানো হয়েছিল। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত হয়। যদিও প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকদের দাবি ছিল, রক্ত জমাট বেঁধে তা শিরার মাধ্যমে ফুসফুসে চলে গিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধার সৃষ্টি করে। তাতেই মৃত্যু হয় রোগীর।

জনকের প্রপৌত্রী

প্রথম পাতার পর

লয়েডকে দার্জিলিংয়ে পাঠান। সেই থেকেই গ্রান্ট দার্জিলিংয়ের জনক হিসেবে পরিচিত। ইতিহাস বলছে, ১৮০৫ থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরি করেছিলেন গ্রান্ট। ১৮০৭ সালে তিনি বিয়ে করেন মার্গারেট নামে এক মহিলাকে। তাঁদের ১১ সন্তান জন্ম নিয়েছিল এই ভারতেই। ১৮২৯ সালে জর্জের বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর মার্গারেট তাঁদের ছেলেমেয়েকে নিয়ে স্কটল্যান্ডে পাড়ি দেন পারিবারিক সম্পত্তি দেখভালের জন্য। এরপরই সম্ভবত স্থানীয় ওই মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান গ্রান্ট। সুজানের কথায়, 'আমি মূলত মার্গারেট (গ্রান্টের কন্যা)-এর বংশধর। আমার শরীরে ভারতীয়র জিন রয়েছে জানতে পেরে, আর চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। তাই ছুটে এসেছি নয় হাজার কিলোমিটার দূরের এই শহরে।' হাজার হাজার মাইল দূরে এসে সুজানের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আদৌ পূরণ হয় কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন।

সোনার জিহ্বা, রুপোর মুণ্ডমালা

সাজাহান আলি

পতিরাম, ১ নভেম্বর : নবরূপে বোল্লাকালী। সাড়ে সাত হাত উচ্চতার মাতৃমূর্তিতে এবার সংযোজন হচ্ছে তিনটি বিশেষ নতুন অলংকার। জিহ্বা, মুণ্ডমালা এবং নূপুর। জিহ্বা সোনার। মুণ্ডমালা ও নূপুর রুপোর। সোনার জিহ্বার ওজন ১০০ গ্রাম। রুপোর জিহ্বা লম্বায় আট ফুট। ওজন চার কেজি।

এই সব অলংকারের সঙ্গে বরাবরের মতো থাকছে সোনার হার, সোনার খড়্গ, সোনার বাজুবন্ধনী, হাতের চূড়, হিরের চোখ, আঙুলে হিরের আংটি, সোনার তৈরি কোমরবিছা, কানপাশা, কানের দুল, গলার চিক, মাথার টিকলি, গলায় আরও দুটি সীতাহার, মঙ্গলসূত্র ইত্যাদি। সোনা ও রুপো মিলিয়ে প্রতিমার শরীরে মোট অলংকার থাকবে প্রায় ৩০ কেজি ওজনের। প্রতিটি গহনা নান্দনিক।

নবরূপে বোল্লাকালী

পুজো ও মেলা কমিটির এবছরের (২০২৪) সভাপতি মানসরঞ্জন চৌধুরী জানান, 'এবছর মাতৃমূর্তি তিনটি নতুন অলংকারে সজ্জিত হতে চলেছেন। জিহ্বা, মুণ্ডমালা এবং নূপুর। এর মধ্যে মায়ের জিহ্বা সোনার। মুণ্ডমালা ও নূপুর রুপোর। এছাড়াও বিগত বছরে মায়ের অঙ্গসজ্জায় যে সমস্ত সোনার ও রুপোর অলংকার থাকত সেগুলিও থাকছে। এবারের পুজো ও মেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আমরা যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করেছি।'

ক্লাব সদস্যের দৃঢ় বিশ্বাস, মানতকারী, ব্যবসায়ী এবং দর্শনার্থীদের ভিড় অতীতকে ছাপিয়ে যাবে। রক্ষাকালীর দর্শন পেতে এবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ছাড়াও সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা দেশ-বিদেশ থেকে অগণিত দর্শনার্থী ভিড় জমাবেন। ভক্তদের বিশ্বাস, দেবী অত্যন্ত জাগ্রত।

আগামী ২২ নভেম্বর থেকে বোল্লায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চার দিনব্যাপী বিরাট আকারের বোল্লা মেলা। এই মেলা উত্তরবঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। গত দুই সপ্তাহ আগে থেকে বোল্লা রক্ষাকালীপুজো ও মেলাকে কেন্দ্র করে মুখরিত হতে শুরু করেছে বোল্লার আকাশ বাতাস।

যমের দুয়ারে কাঁটা চেয়ে প্রার্থনা বোনেদের

ঘরের চার দেওয়ালের ভেতর নিছকই ধর্মীয় আচার বা পারিবারিক উৎসবের গণ্ডি পেরিয়ে ভাইফোঁটা এখন সামাজিক উৎসবের রূপ নিয়েছে। একদিকে যখন উৎসবের আলোর সমারোহ, অন্যদিকে সমাজে প্রতিনিয়ত মেয়েদের সঙ্গে ঘটে চলেছে নানা অপরাধ। এই অস্থির সময়ে দিদি-বোনেদের নিরাপত্তার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাইফোঁটা শুধু একটি শব্দ নয়, একটা প্রতিজ্ঞাও বটে। এই দিনে কী শপথ নিচ্ছেন ভাইবোনরা, খোঁজ নিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি অনীক চৌধুরী।

সম্মানই উপহার

সমাজে প্রতিনিয়ত মেয়েদের প্রতি হিংসা বেড়ে চলেছে। এটা কাম্য নয়। রাস্তাঘাটে মেয়েরা বিপদে পড়লে ছেলেদের উচিত তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করা। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভলগ্নে আমার নিজের ভাই ও দাদাদের কাছে উপহারস্বরূপ এটাই চাইব যে তারাও যেন প্রত্যেক মেয়েকে সম্মান করে। কারও প্রতি অন্যায় হতে দেখলে যেন তার প্রতিবাদ করে।

- রিয়া সেন গৃহবধূ

বোধ ফিরুক

সমাজ রক্ষা করতে নির্ভেজাল সামাজিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ দরকার। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ব আটকে রাখা নিষ্ফল। সময়ের ব্যবধানে সবই পালটে গিয়েছে। ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধটুকুও হারিয়ে যাচ্ছে অনেকের মধ্যে। কোনও ন্যায়নীতি সামাজিক মূল্যবোধের বালাই নেই। এই বোধটুকু ফিরে আসুক সমাজে। এটাই সেরা উপহার হবে ভাইফোঁটার।

- রাত্রি চৌধুরী বেসরকারি সংস্থার কর্মী

ভাইরা শপথ নিক

ভাইবোনের সম্পর্ক পৃথিবীর নিঃস্বার্থ সম্পর্কগুলির মধ্যে একটি। সকল ভাইকে বোনেদের সম্ভ্রম রক্ষার শপথ নিতে হবে। সমাজে নারীঘটিত নানা অপরাধ ঘটছে। যারা বাড়ির বাইরে অন্যের দিদি-বোনকে সম্মান করে না তারা নিশ্চয়ই নিজেদের দিদি-বোনকেও সম্মান করে না। তাই সমস্ত ভাইদের শপথ নেওয়া উচিত সমস্ত পরিস্থিতিতে দিদি-বোনদের সম্মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

- অদিতি মোহন্ত শিক্ষিকা

ছোট থেকে নজর

খবরে নারীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা লাগাতার সামনে আসে। এই ঘটনা কড়া হাতে রোখা উচিত। ছেলেরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে মার্জিত আচরণ করছে কি না, তারা বিপথে যাচ্ছে কি না, এসব বিষয় ছেলেদের ছোট থেকেই শেখানো উচিত।

- সৌরভ বসু রায় বেসরকারি সংস্থার কর্মী

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে

নারীদের অসম্মানের ঘটনা সমাজের আইন ব্যবস্থা ও কিছু মানুষের মানসিকতার দিকে আঙুল তোলে। নারীদের বিরুদ্ধে অন্যায় রুখতে সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে আরও সতর্ক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে মা-বাবাকে। সঠিক আইন প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই ওই অসামাজিক মানসিকতার মানুষের কাছে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত থাকবে।

- নবীন মহাপাত্র ব্যবসায়ী

কঠোর আইন দরকার

বোনদের রক্ষায় সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন প্রয়োজন। লোভ, লালসা, ভোগ চাইছে মানুষ। যা ধীরে ধীরে বিপর্যয়ের রূপ ধারণ করছে। দিদি-বোনেদের অসম্মান রুখতে কঠোর আইন দরকার। কিছু লোকের অসামাজিক চিন্তাভাবনা এবং বিকৃত মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য শিকড় থেকে বদল দরকার। শিশুদের স্কুল থেকেই কাউন্সেলিং প্রয়োজন। তাতে তাদের ঠিক-ভুলের ধারণা স্পষ্ট হবে।

- অশোক কুণ্ডু বেসরকারি সংস্থার কর্মী

মিষ্টির পাশাপাশি চাহিদা কেকেরও

অর্ণব চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১ নভেম্বর : বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে অন্যতম হল ভাইফোঁটা। আর বাঙালির পার্বণ মানেই খাওয়াদাওয়া। একটা সময় ছিল যখন উৎসব অনুষ্ঠানে খাবারের অন্যতম প্রধান পদই ছিল মিষ্টি। তবে যুগের হাওয়া লেগেছে এখানেও। এখন কোনও কোনও জায়গায় তো স্ন্যাক্স বা কেক জাতীয় খাবারই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। যদিও মিষ্টিকে টেক্কা দেওয়া অন্যকিছুর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মনে করেন অধিকাংশ মানুষ। ভাইফোঁটার সকালে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে বোনেরা ভাইয়ের হাতে মিষ্টির প্লেট তুলে দিতেই বেশি আগ্রহী।

মিষ্টির দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বেকারি পদের জন্য ব্যবসায় কিছুটা প্রভাব পড়লেও ভাইফোঁটায় মিষ্টির বিক্রি বেশ ভালো হবে বলেই বিক্রেতারা আশা করছেন। স্থানীয় মিষ্টি বিক্রেতা মুকুল সাহা বলেন, 'ভাইফোঁটায় মিষ্টি বিক্রি ভালো হবে বলেই আশা করছি। আমার দোকানে রসগোল্লা এবং দইয়ের চাহিদা বেশ ভালো থাকে।' আরেক মিষ্টি বিক্রেতা শংকর দত্ত ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে রাজভোগ তৈরি করবেন। বিক্রি ভালোই হবে বলে আশা করছেন তিনিও। ইদানীং মিষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে নানা বেকারির খাবারও। স্থানীয় একটি বেকারি সংস্থার আউটলেটের কর্ণধার মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'গতবার ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে স্পেশাল কেক এনেছিলাম। বিক্রি ভালোই হয়েছিল। তাই এবারও তা থাকছে।'

দপ্তর তৈরি

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : জলপাইগুড়িতে ক্রেতা সুরক্ষা বিভাগের নিজস্ব দপ্তর তৈরি হয়েছে। শহরের ইন্দিরা কলোনি মোড়ে তিস্তা পর্যটক আবাসের পাশে দপ্তরটি তৈরি করা হয়েছে। দ্রুত এই দপ্তরের উদ্বোধন হবে বলে জানা গিয়েছে। ইতিপূর্বে জলপাইগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের উত্তরবঙ্গের সার্কিটের জন্য মনোনীত হয়েছিল। কিন্তু ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের জন্য জমি দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে ক্রেতা সুরক্ষা সার্কিট বেঞ্চের দপ্তর জলপাইগুড়িতে হয়নি।

জরুরি তথ্য

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	৫
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৪
ও নেগেটিভ	–	০

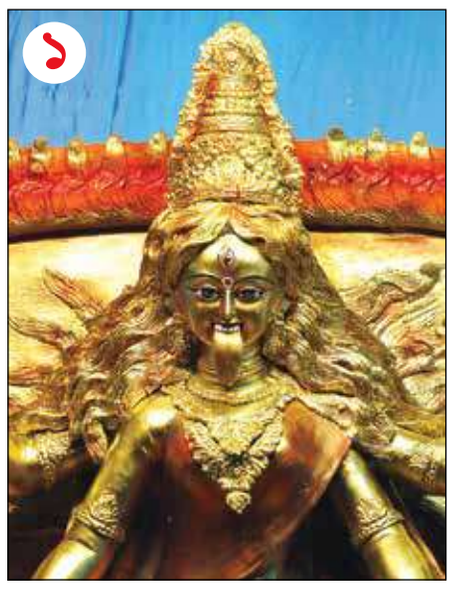

(১) মালবাজারের সৎকার সমিতির প্রতিমা।

(২) জলপাইগুড়ির এফডিআই স্কুল প্রাঙ্গণে যুব ঐক্যের প্রতিমা।

(৩) জলপাইগুড়ির মাষকলাইবাড়ির একটি পুজোমণ্ডপে ভিড়।

(৪) সোনাউল্লা হাইস্কুলে পুজো।

ছবিগুলি তুলেছেন অ্যানি মিত্র ও মানসী দেব সরকার।

পুজোয় বৃষ্টিতে ঠান্ডার আমেজ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : কালীপুজোর পরের দিন সকালটা আর পাঁচটা দিনের মতো ছিল না জলপাইগুড়ি শহরে। রাতে বৃষ্টি হওয়ায় সকাল থেকে রোদের দেখা মেলেনি। বেশ আমেজে দিন কাটল শহরবাসীর। কয়েকদিন ধরেই সকালের দিকে রোদের তাপ অসহ্য লাগতে শুরু করেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে কালীপুজোর রাতের বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি শহরবাসী ঠান্ডা আমেজ পেতে শুরু করেছেন। এই আমেজের সঙ্গে ছুটি মিলেমিশে একাকার হয়ে শহরবাসীকে উপহার দিল এক সুন্দর অনুভূতি।

শুক্রবারের ছবিও বেশ অন্যরকম। রাত জেগে পুজো সেরে প্রায় সকলেই ক্লান্ত। তাই তো যাঁরা বাইরে বেরিয়েছিলেন তাঁদের বেশিরভাগেরই গায়ে জড়ানো ছিল শীতের পোশাক। বৌবাজার, কদমতলা, থানা মোড়, পিডব্লিউডি মোড়, তিস্তার পাড় সহ বেশ কিছু জায়গায় দেখা যায় চায়ের দোকানে তৃপ্তির চুমুক দিতে দিতে আড্ডায় মশগুল আট থেকে আশি। নেই অফিস, কলেজ, স্কুল কিংবা টিউশনের চিন্তা।

আবার যুব ঐক্য, যুব মঞ্চের মতো ক্লাবগুলোতে ড্রাম, কীবোর্ড সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া দিতে দেখা যায় স্থানীয় শিল্পীদের। দুপুর থেকেই শুরু হয়ে যায় তাঁদের ব্যস্ততা। কাজের চিন্তা না থাকায় অনেকেই দাঁড়িয়ে তা উপভোগও করেন। এছাড়াও দুপুরের পর থেকে বিভিন্ন মণ্ডপে ভিড় জমাতে শুরু করেন অনেকেই।

দুপুরে প্যান্ডেল হপিংয়ে আসা কলেজ পড়ুয়া তিয়াস রায়, মাধুরী সরকার, সৌমজিৎ সান্যালরা জানান, কালীপুজোর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে আলোকসজ্জা। সেটা তাঁরা দেখেও ফেলেছেন। এখন যে কয়েকটা পুজো দেখা বাকি রয়েছে সেটাও শেষ হয়ে যাবে দ্রুত। সন্ধ্যায় প্রোগ্রাম দেখার প্ল্যান আছে তাঁদের।

অন্যদিকে, ঠেকে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ৫০ ছুঁইছুঁই অসীম মুখোপাধ্যায় বললেন, 'আমাদের গ্রুপে কেউ চাকরিজীবী, কেউ আবার অবসরগ্রহণ করেছেন। ছুটির দিনগুলো তাই আমরা মিস করতে চাই না। সকলেই সংসার দায়িত্ব সামলে চলে এসেছি কলেজপাড়ার এই আড্ডার ঠেকে। আর এখন পুজোর মরশুম। ছুটির দিন। তাই প্ল্যান হচ্ছে রবিবার আমদের ভূরিভোজের।'

তবে, এদিন গৃহিণীদের রোজকার কাজকর্মে কোনও ছেদ পড়েনি। তবে এক বধূ কৌশানী তরফদার বললেন, 'বিকেলে প্ল্যান আছে বন্ধুরা মিলে কোথাও বসে আড্ডা দেব।'

গরম পোশাকে প্রতিমা দর্শনে। জলপাইগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

পার্কিং নেই, ফিরে যাচ্ছেন গাড়িওয়ালা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১ নভেম্বর : বহুকাল থেকেই চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে শহরবাসীকে। কেনাকাটা করতে এসে যানবাহন রাখার কোনও সুনির্দিষ্ট জায়গা নেই। সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ী যাঁরা রোজ বাজারে আসছেন, তাঁরাও হা-হুতাশ করছেন। কারণ গোটা বাজার এলাকা এবং ময়নাগুড়ি শহরের কেন্দ্রস্থল, কোথাওই পার্কিং জোন নেই। বাজারে এসে সাইকেল, মোটর সাইকেল কিংবা ছোট চারচাকার গাড়ি রাখবেন কোথায়? প্রশ্ন উঠলেও উত্তর অজানা। পুরসভা যেন ঠুঁটো জগন্নাথ। ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'জায়গা নেই বলেই পার্কিং জোন গড়ে তোলা যায়নি।'

কেনাকাটা করতে ময়নাগুড়ি বাজারে এসে সমস্যায় পড়ছেন ক্রেতারা। পরিবারকে নিয়ে শহর লাগোয়া এলাকা থেকেও অনেকে ওই বাজারে যান কেনাকাটা করতে। সেরকমই একজন অমল সরকার। রামশাইয়ের ওই বাসিন্দা বাইকে করে ময়নাগুড়ি এসেছিলেন সস্ত্রীক পুজোর কেনাকাটা করতে। কিন্তু বাইক পার্কিং করতে গিয়ে চরম ঝক্কি পোহাতে হল তাঁকে। ট্রাফিক মোড়, বাজারের ভেতরে কালীবাড়ির সামনে, খেলার মাঠ মোড়, কোথাও তিলধারণের জায়গাটুকুও নেই। অমল তাই চলে গেলেন জলপাইগুড়িতে। তার আগে বললেন, 'গাড়ি রাখার মতো জায়গা নেই গোটা বাজারে।'

একই ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল ক্রান্তি থেকে আসা সুবোধ দাসকেও। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাজারে এসেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, কেনাকাটা করে কিছু খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরব। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কোথাও গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা পেলাম না। পুজোর এই মরশুমে বাজারে অস্বাভাবিক ভিড় হয়। জলপাইগুড়িতে যেতে হবে মনে হচ্ছে।'

ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা কথায়, 'আমরা প্রশাসনের কাছে বারবার পার্কিং জোন নিয়ে দরবার করেছি। কোনও লাভ হয়নি। গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা না পেয়ে ক্রেতারা কেনাকাটা না করেই ফিরে যাচ্ছেন। এতে তো

ময়নাগুড়ি

ব্যবসা মার খাচ্ছে।' ময়নাগুড়ি প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সম্পাদক স্বপন দাস জানালেন, এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চান।

শহরে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় গজিয়ে উঠেছে বেআইনি দোকানপাট। নাগরিকদের একাংশ সেই ফাঁকা জমি দেখিয়ে অস্থায়ীভাবে হলেও সমস্যা নিরসনে পার্কিং জোনের দাবি তুলেছেন। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'সমস্যা আছে আমরা জানি। প্রয়োজনীয় জায়গা পাওয়া যাচ্ছে বলেই পার্কিং করা যাচ্ছে না। আশা করছি পুজোর পর ফাঁকা জায়গা দেখে এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হবে।'

রংদার রোদ্দুর

মেলা

পুজো শেষ, তবে মেলার শেষ নেই। আসছে রাসমেলা। গ্রামবাংলায় সারাবছর লেগে থাকে মেলা। পুজোর সময় থেকে যা আরও গতি পায়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মেলাগুলোর রূপবদল হয়েছে বারবার। কোচবিহার, ডুয়ার্স থেকে শান্তিনিকেতন, কেঁদুলি। সেই বদলই তুলে ধরা হল প্রচ্ছদে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : মৌমিতা আলম, শৌভিক রায় ও রাধামাধব মণ্ডল

গল্প : অম্লানকুসুম চক্রবর্তী

নিবন্ধ : অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা : উত্তম চৌধুরী, মণিদীপা সান্যাল, জয়ন্ত সাহা, মেঘালী চট্টোপাধ্যায়, যাদব চৌধুরী, পিয়ালী হোড়, কণিকা দাস ও আরিফ আনাম

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

সাগরপারের ফোঁটা

ডিজিটাল যুগ। দূর তাই দূর নয়। টালমাটাল ফোঁটার উৎসব। এই ফোঁটারও এখন কত না রকমফের। বিদেশ-বিভুঁইতে বসে স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে ফোঁটা দেওয়ার রীতি এখন জম্পেশ। যেভাবেই হোক, অনাড়ম্বর এই অনুষ্ঠান ভাই-বোনের বন্ধনকে দৃঢ় করে। তবে বলিউডে কিন্তু ডিজিটাল ফোঁটা নয়, একেবারে ভাইয়ের কপাল লেপটে ফোঁটা দেওয়ার সদিচ্ছে এখনও গনগনে। তেমনই কয়েকজন ভাই-বোনের উল্লেখ, যাদের বন্ডিং সত্যিই উল্লেখ করার মতো।

অর্জুন কাপুর, জাহ্নবী কাপুর

বাবা এক, মা দুজন। দুই মায়ের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বনি কাপুরের ছেলে অর্জুন কাপুর এবং মেয়ে জাহ্নবী কাপুরের মধ্যে এক অদ্ভুত বন্ডিং। দুই ভাই-বোন সবসময় একে অপরের পক্ষে থাকেন এবং সমর্থন করেন। বনি কাপুরের দুই স্ত্রীর ঘরে চার সন্তান অর্জুন, আনসুলা, জাহ্নবী এবং খুশি। প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে চমৎকার এক বোঝাপড়া, যা তাঁদের মায়েদের সঙ্গে কোনও দিন ছিল না।

সইফ আলি খান, সোহা আলি খান, সাবা আলি খান

পাতৌদির নবাব পরিবারে জন্ম এই ভাই-বোনেদের। বি-টাউনে এঁরা জনপ্রিয়তার শিখরে। বাবা ক্রিকেটার মনসুর আলি খান পাতৌদি আর মা অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। এই দুই তারকার সম্পর্ক ছিল ভীষণ মধুর এবং গভীর। সইফ-সোহা অভিনয়ে এলেও সাবা রয়েছেন সম্পূর্ণ দূরে। এই ভাই-বোন জুটি তাঁদের কেরিয়ারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও একে অন্যের পরিপূরক।

সারা আলি খান, ইব্রাহিম আলি খান

সইফ আলি খান ও প্রথম স্ত্রী অমৃতা সিং-এর সন্তান সারা ও ইব্রাহিম। ভাই-বোন একসঙ্গে প্রচুর সময় কাটান। ভীষণ খুনসুটি করে কাটে এই ভাই-বোনের সময়। সারা প্রায়ই ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সে সব দুষ্টু-মিষ্টি ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন।

জোয়া আখতার, ফারহান আখতার

বিখ্যাত বাবা জাভেদ আখতারের সন্তান। ভাই-বোন দুজনেই সুপ্রতিষ্ঠিত। ফারহান আখতার অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনাও করেছেন। কণ্ঠ দিয়েছেন সিনেমার গানেও। ফারহানের জনপ্রিয় ছবি 'জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা'। যে ছবির পরিচালক তাঁরই বোন জোয়া আখতার। দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধন। ভাই-বোন মিলে তাঁদের কেরিয়ারে বেশকিছু হিট কাজ উপহার দিয়েছেন।

শ্বেতা নন্দা, অভিষেক বচ্চন

সুপারস্টার পরিবারের দুই সন্তান। অভিষেক অভিনয়ের পথে হাঁটলেও শ্বেতা সে পথে পা বাড়াননি। অমিতাভ বচ্চন-জয়া বচ্চনের কন্যা শ্বেতা নন্দা লেখালেখি এবং ফ্যাশনের দিকেই ঝুঁকেছেন। শ্বেতা তাঁর বাপের বাড়ির পরিবারের সঙ্গে ভীষণ ক্লোজ। বিশেষ করে ভাই অভিষেকের সঙ্গে তো বটেই। প্রায়ই শ্বেতা তাঁর ভাইয়ের ছবি সহ পরিবারের মিষ্টি-মধুর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে থাকেন।

রণবীর কাপুর, ঋদ্ধিমা কাপুর

মিষ্টি জুটি ঋষি কাপুর-নিতু সিং-এর সন্তান রণবীর কাপুর-ঋদ্ধিমা কাপুর। ভাই-বোনের মধ্যে রয়েছে সুন্দর মিষ্টি সম্পর্ক। ভীষণ আমোদি ও ঘনিষ্ঠি এই ভাই-বোনের মধ্যে ভাইটি দাপিয়ে বেড়ান ক্যামেরার সামনে। যদিও বোন উল্টো পথেই হেঁটেছেন।

কেন বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে ফোঁটা?

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা, যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা' এই মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে বাম হাতের কড়ে আঙুলের দ্বারা ভাইয়ের কপালে টিকা দেন বোনেরা। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন ফোঁটা দেওয়ার ক্ষেত্রে বোনেরা কেন বাঁ হাতের কড়ে আঙুলই ব্যবহার করে? কেন হাতের অন্য আঙুলগুলি ব্যবহার করা হয় না?

সনাতন ধর্মের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মানুষের হাতের পাঁচটি আঙ্গুল পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের প্রতীক, যথা - ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। এদের মধ্যে ব্যোম হচ্ছে কড়ে আঙুল। ভাইবোনের ভালবাসা যেমন আকাশের মতো উদার, অসীম ও অনন্ত হয়, তেমনি শাস্ত্র মতে ব্যোম বা কড়ে আঙুল হচ্ছে মহাশূন্যের প্রতীক ও নারী প্রকৃতিস্বরূপা। তাই উদার ভালবাসার প্রতীক হিসেবে কড়ে আঙুলকেই পবিত্র বলে মনে করা হয় ভাইফোঁটা উৎসবের ক্ষেত্রে। ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, তিনবার এই মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে বোনেরা বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের দ্বারা ভাইয়ের কপালে টিকা দেয়। দ্বিতীয়বার দুই কানের লতিতে দুটো টিকা দেয় এবং শেষে কণ্ঠনালিতে একটি টিকা দেয়। এভাবে ফোঁটা দেওয়ার মাধ্যমে ভাইয়ের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বোনেরা। পশ্চিমবঙ্গে এই উৎসবের নাম ভাইফোঁটা হলেও নেপাল ও দার্জিলিং এলাকায় এই উৎসবের নাম 'ভাই টিকা'। উত্তর ভারতে এই উৎসবের নাম 'ভাই দুজ'। পশ্চিম ভারতে আবার একে বলা হয় 'ভাউ বিজ'।

১০ ফোঁটা

১. পৌরাণিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভাইফোঁটা শুরু হয়েছিল কীভাবে?

কৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করেন। ফিরে আসার পর বোন সুভদ্রা তাঁর কপালে ফোঁটা দিয়ে মঙ্গল কামনা করেন। ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন তাঁর 'কৃত্যতত্ত্ব' বইতে ভাইফোঁটার উল্লেখ করেছেন।

২. যমদ্বিতীয়া কী?

ভাইফোঁটা উৎসবের আরেক নাম যমদ্বিতীয়া।

৩. ভাইবিজ কাকে বলে?

হরিয়ানা, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, গোয়া ও কর্ণাটকে ভাইফোঁটাকে 'ভাইবিজ' বলে।

৪. মহারাষ্ট্রে যেসব মেয়েদের ভাই নেই, তারা কাকে ফোঁটা দেয়?

চন্দ্র দেবতাকে ভাই মনে করে ফোঁটা দেয় মহারাষ্ট্রের মেয়েরা।

৫. ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্রে বিশেষ ধরনের মিষ্টি তৈরি হয়, নাম কী?

মহারাষ্ট্রে ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে বাসুন্দি পুরি বা খিরনি পুরি বা শ্রীখণ্ড পুরী বানানো হয় ।

৬. রীতি অনুযায়ী কোথায় ভাইয়েরা বোনেদের হাতে কাপড়-মোড়া বাতাসা তুলে দেন?

উত্তরপ্রদেশে।

৭. কোথায় ভাইদের প্রথমে তেতো ফল খাওয়ানো হয়? এই ফলের নাম কী?

মহারাষ্ট্রে ভাইদের তেতো ফল খাওয়ানো হয়। ফলটির নাম করিথ।

৮. বিহারে এই উৎসবকে ঘিরে কী অদ্ভূত নিয়ম চালু রয়েছে?

আশীর্বাদের বদলে বোনেরা ভাইদের গালাগালি ও অভিশাপ দেন। তারপর জিভে বুনো জাতীয় কাঁটাফল বিধিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

৯. পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার বোনেরা ভাইয়ের কপালে দু-বার ফোঁটা দিয়ে থাকে?

দার্জিলিংয়ের নেপালি মহিলারা দুবার ভাইফোঁটা দিয়ে থাকেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন প্রথম একবার, দ্বিতীয়বার ফোঁটা দেন 'তিহার' উৎসবের সময়। নেপালিরা একে বলেন 'ভাইটিকা'।

১০. ভাই জিন্তিয়া, কোন প্রদেশের ভাইফোঁটা?

ভাই জিন্তিয়া শুধুমাত্র পশ্চিম ওড়িশায় হয়ে থাকে। মহারাষ্ট্র, গোয়া, গুজরাট এবং কর্ণাটক রাজ্যের মারাঠি, গুজরাতি এবং কোঙ্কনি-ভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাউবিজ বা ভববিজ বা ভাইবিজ। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় ভাগিনী হস্ত ভোজনামু।

ভাইয়ের পাতে

সাহেবি কোর্মা

যা যা লাগবে:

মাংস সিদ্ধ: খাসির মাংস ১ কেজি, রসুন বাটা ২ চা চামচ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, টক দই ১ কাপ, এলাচ ৩/৪টি, বড় এলাচ ১টি, দারুচিনি ২ টুকরো, পেঁয়াজ গোল চাক করে কাটা ১ কাপ, তিলের তেল ১ টেবিল চামচ, লংকাগুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, সাদা তিলবাটা ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টি, জল ২ কাপ।

সাহেবি কোর্মার জন্য:

ঘি ৩ টেবিল চামচ, তেল ৩ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, কাঁচালংকা ১০/১২টি (মুখ ভাঙা), কিশমিশ ১ টেবিল চামচ, বাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, তরল দুধ ১ কাপ, ব্রাউন সুগার ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ৩ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন:

প্রথমেই মাংসের সঙ্গে মাংস সিদ্ধ করার সমস্ত উপকরণ দিয়ে মেখে নিন। এরপর সিদ্ধ করে জল শুকিয়ে নিন। এবার কড়াইতে ঘি ও তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভেজে মাংস, কিশমিশ, বাদাম বাটা, ব্রাউন সুগার, তরল দুধ ও কাঁচা লংকা দিয়ে ১০ মিনিট

ঢেকে রাখুন। সবশেষে ১০ মিনিট পর ওভেন বন্ধ করে লেবুর রস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন দারুণ স্বাদের সাহেবি কোরমা।

মিক্সড ফ্রাইড রাইস

বাড়িতেই সহজে বানিয়ে নিতে পারেন দুর্দান্ত স্বাদের মিক্সড ফ্রাইড রাইস।

যা যা লাগবে:

বাসমতি চাল, চিকেন (ছোট টুকরো), চিংড়ি, ডিম, পেঁয়াজ কুচি, গাজর কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, বিনস কুচি, আদাবাটা, রসুনবাটা, সোয়া সস, গোলমরিচ গুঁড়ো, পরিমাণমতো নুন, সাদা তেল।

যেভাবে তৈরি করবেন:

প্রথমে রান্নার জন্য বাসমতি চাল ভালোভাবে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এরপর একটা পাত্রে জলে ভিজিয়ে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিন। এরপর চিকেনের টুকরো একটা পাত্রে নিয়ে তাতে আদা রসুন বাটা, পরিমাণমতো নুন, কিছুটা গোলমরিচ গুঁড়ো আর ১ চামচ মত সোয়া সস দিয়ে ভালো করে সবটা মাখিয়ে নিতে হবে। আর এভাবেই ম্যারিনেট হওয়ার জন্য ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। চিকেনের টুকরোর পর মিক্স ফ্রায়েড রাইস তৈরির জন্য চিংড়ি ম্যারিনেট করে নিন। এর জন্য একটা পাত্রে চিংড়ি নিয়ে তাতে পরিমাণমতো নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো আর আদা রসুন বাটা দিয়ে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন।

এবার কড়ায় বেশ কিছুটা জল দিয়ে গরম করে নিন। জল গরম হলে ভিজিয়ে রাখা চাল দিয়ে রান্না করুন। তবে একেবারে রান্না করলে হবে না। চাল ৯০ শতাংশ সেদ্ধ হলে নামিয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে ৩-৪টে ডিম ফাটিয়ে নিন। তাতে পরিমাণমতো নুন আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। এদিকে কড়ায় কয়েক চামচ সাদা তেল নিয়ে গরম করে ডিম দিয়ে সেটাকে কুচি কুচি করে ভেজে আলাদা করে নিন।

ডিম ভেজে নেওয়ার পর আরও কিছুটা তেল দিয়ে ম্যারিনেট হওয়া চিকেনের টুকরো নেড়েচেড়ে ভেজে নিন। আর ভাজা হয়ে গেলে আলাদা করে নিয়ে একই ভাবে চিংড়িও ভেজে তুলে আলাদা করে নিন।

কড়ায় থাকা তেলের মধ্যেই আদা রসুন কিছু দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। তারপর গাজর কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, বিনস কুচি দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নিন। সবজি ভাজা হয়ে এলে ভাত দিয়ে দিন কড়ায়। এরপর কড়ায় রাখা চিকেন, চিংড়ি আর সব ডিম ভুনা দিয়ে দিন। সঙ্গে পরিমাণমতো নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো আর সোয়া সস দিয়ে হাই ফ্লেমে সবটাকে মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। এভাবে ৪-৫ মিনিট রান্না করলেই তৈরি হয়ে যাবে একেবারে রেস্টুরেন্টের মতো দুর্দান্ত স্বাদের মিক্স ফ্রায়েড রাইস।

বিরাট-রোহিতদের ব্যর্থতা জারি

নিউজিল্যান্ড-২৩৫
ভারত-৮৬/৪

মুম্বই, ১ নভেম্বর : দিওয়ালির আমেজ বলিউড নগরীতেও।

বাকি দেশের সঙ্গে আলোর উৎসবে মায়ানগরী আরও মায়াবী। উৎসবের যে মেজাজ চড়িয়েছে ক্রিকেটের উত্তাপ। চলতি সিরিজে প্রিয় দলের ব্যর্থতাও যে আবেগে এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি।

সকাল হতে না হতেই ওয়াংখেড়েমুখি ক্রিকেটপ্রেমীদের ঢল। বেলা বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে সংখ্যাটা বাড়ল। যদিও দিনভর ব্যাট-বলের দুরন্ত টক্কর শেষে একরাশ চিন্তা নিয়েই ফেরা। রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরের স্পিন যুগলবন্দিতে তৈরি সুবিধা হাতছাড়া টপ অর্ডারের ব্যাটিং ভরাডুবিতে।

পড়ন্ত বিকেলে সূর্যাস্তের আলো-আধারির মাঝে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের নিয়ে আশঙ্কার মেঘ আরও গাঢ়। ক্রমশ স্পষ্ট কেরিয়ারের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া দুই মহাতারকার ক্রিকেট-সূর্যাস্তের দেয়াল লিখন।

ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলার তাগিদে রোহিতের শুরুটা ইতিবাচক। কিন্তু হিটম্যানকে ঘিরে ওয়াংখেড়ের প্রত্যাশার ফানুশ ক্ষণস্থায়ী। ম্যাট হেনরিকে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে একবার জীবনও পান। বেঁচে যান ব্যাটের কানায় লাগিয়ে উইকেটের পিছনে ক্যাচ দিয়েও।

মনে হচ্ছিল, দিনটা হতে চলেছে 'মুম্বইয়ের জান' হিটম্যানের। কিন্তু ভক্তদের হতাশা বাড়িয়ে আঠারোতেই ফিরলেন। অফস্টাম্পের বাইরে বল পড়লেই কেঁপে যাওয়ার চেনা রোগে হেনরির সুইং-বাউন্সে পরাজিত রোহিত। রোগটা টেকনিকে। সাফ কথা অনিল কুম্বলের।

কুম্বলে আরও বলেন, দ্রুত ভুল শুধরে না নিলে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আরও বড় সমস্যা অপেক্ষা করছে রোহিতের জন্য। ক্ষত বাড়িয়ে একেবারে শেষ লগ্নে ব্যাটিং হারাকিরি, ৮ বলের ব্যবধানে আরও তিন উইকেট হারানো।

যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমান গিল ৫৩ রানের পার্টনারশিপে ম্যাচের রাশ যখন ক্রমশ ভারত শক্ত করছে, তখনই উলটপুরান। ২০২১-এ ওয়াংখেড়ে টেস্টে ইনিংসে দশ উইকেটের বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করা মুম্বইয়েরই ছেলে আজাজ প্যাটেলকে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড যশস্বী জয়সওয়াল (৩০)। পরের বলে আউট নৈশপ্রহরী মহম্মদ সিরাজও।

রিভিউ নষ্ট করে গোল্ডেন ডাক হয়ে ফেরেন। আজাজের হ্যাটট্রিক আটকান বিরাট কোহলি। যদিও বেশিক্ষণ নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। আউটের নতুন রাস্তা খুঁজে নিয়ে ফিরলেন বিরাট! মিড অনে ঠেলেই প্রায় অসম্ভব সিঙ্গলস নিতে দৌড়। ঝুঁকির পরিণতি দলকে কোণঠাসা করে বিরাটের প্রত্যাবর্তন। এক টিপে ম্যাট হেনরি যখন উইকেট ভেঙে দেন, তখন অনেকটাই দূরে কোহলি (৪)।

অন্ধকার হয়ে আসা ওয়াংখেড়েতে বিরাটকে প্রথমে বিরাটকে নামানোর ঝুঁকি নেয়নি টিম থিংকট্যাংক। শেষপর্যন্ত নামা এবং আশঙ্কা সত্যি করে বিরাটকে হাতছাড়া। ৭৮/১ থেকে ৬ রানে তিনটি উইকেট খুইয়ে হিসেবে গন্ডগোল। প্রতিপক্ষকে ২৩৫-এ অল আউটের সুবিধা হাতছাড়া। ১৪ উইকেট পড়া প্রথম দিনে ভারতও ৮৬/৪ স্কোরে খোড়াচ্ছে।

শেষ লগ্নের ব্যাটিং-হারাকিরিতে ইনিংস ব্রেকে সাজঘরে ফেরা জাদেজা-সুন্দরদের ঘিরে গম্ভীরদের উচ্ছ্বাস উধাও। বদলে ফের একরাশ দুঃশ্চিন্তা। দিনের শেষে ক্রিজে আছেন শুভমান গিল (৩১) ও ঋষভ পন্থ (১)।

রবীন্দ্র জাদেজাও স্বীকার করে নিলেন, ব্যাটিং ধাক্কা অপ্রত্যাশিত। পরপর এতগুলি উইকেট হারাতে হবে আশা করেননি। আগামীকাল পার্টনারশিপ গড়ার দিকে জোর দিতে হবে।

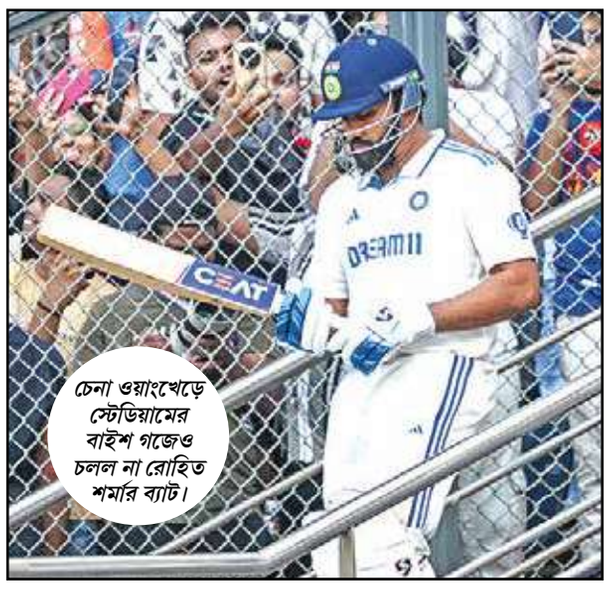

চেনা ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের বাইশ গজেও চলল না রোহিত শর্মার ব্যাট।

জাদেজা-সুন্দরের দাপটেও সুবিধা হাতছাড়া

প্রথম টার্গেট নিউজিল্যান্ডের স্কোর টপকে যাওয়া।

অথচ, প্রথম দিনের শুরুটা একান্তভাবেই ভারতেরই ছিল। হোয়াইটওয়াশ বাঁচানোর ম্যাচে প্রত্যাঘাতের তাগিদ বোলিং আগ্রাসনে। স্পিন দাপট, জুটিতে লুটির গল্প। গল্পের নায়ক রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর।

ভাইরালজনিত অসুস্থতার কারণে নেই জসপ্রীত বুমরাহ। বদলে মহম্মদ সিরাজ। তবে আকাশ দীপের প্রথম ধাক্কার পর স্পিনেই বাজিমাত। জাদেজা-সুন্দরের ঝুলিতে নয়-নয় করে নয় উইকেট। জাদেজার পাঁচ শিকার। ওয়াশিংটনের চার।

টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন টম ল্যাথাম। যদিও প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুবিধা কাজে লাগাতে ব্যর্থ বেশিরভাগ কিউয়ি ব্যাটারই। জাদেজা-সুন্দরের সামনে প্রতিরোধ বলতে উইল ইয়ং (৭১), ড্যারেল মিচেলের (৮২) জোড়া হাফ সেঞ্চুরি। ডেভন কনওয়েকে (৪) ফিরিয়ে শুভ সূচনা করেন আকাশ দীপ। জসপ্রীত বুমরাহহীন পেস ব্রিগেডে নতুন বলটাকে দারুণভাবে ব্যবহারের পুরস্কার। সুন্দর শুরু থেকেই পুনে-টেস্টের মেজাজে। ল্যাথাম (২৮) ও রাচিন রবীন্দ্রর (৫) রক্ষণ ভেঙে যায় যে স্পিন ছোবলে।

এর মাঝেই মিচেলদের উদ্দেশ্যে সরফরাজ খানের 'স্লেজিং' নিয়ে উত্তাপ ছড়াও। কিউয়ি ব্যাটাররা আম্পায়ারের কাছে অভিযোগ করেন। রোহিত, সরফরাজকে ডেকে সতর্কও করা হয়। জল অবশ্য বেশিদূর গড়ায়নি। লাঞ্চে নিউজিল্যান্ড ৯২/৩। মাঝের সেশনে ১৯২/৬। শেষপর্যন্ত ২৩৫-এ গুটিয়ে যায় কিউয়িরা। ইয়ং-মিচেলের প্রতিরোধের পরও প্রতিপক্ষকে আড়াইশে পেরোতে দেননি জাদেজারা। টানা ২২ ওভারের লম্বা স্পেলে ইনিংসে চোদ্দতম ৫ উইকেট প্রাপ্তি। যার সুবাদে জাহির খান, ইশান্ত শর্মাকে (দুইজনেই ৩১১) টপকে ভারতীয়দের তালিকায় পঞ্চম স্থানে পৌঁছে যান জাদেজা (৩১৪ উইকেট)।

টসের সময় রোহিত বলেছিলেন, ওয়াংখেড়ে টেস্ট ভুল শুধরে নেওয়ার আরও একটা সুযোগ করে দিচ্ছে। কাজে লাগাতে চান। যদিও ব্যাটিং-ব্যর্থতার ছবি সেই এক। ব্যর্থ বিরাট, রোহিত। পালাবদলের ইঙ্গিত? উত্তর সময়ের হাতে।

৫ উইকেট নিয়ে বিরাট কোহলির সঙ্গে সেলিব্রেশন রবীন্দ্র জাদেজার। শুক্রবার মুম্বইয়ে।

ডাইভ দিয়েও শেষরক্ষা করতে পারলেন না বিরাট কোহলি।

বিরাট রানআউটে ক্ষুব্ধ সানি-শাস্ত্রীরা

রোহিতের সমস্যা টেকনিকাল : কুম্বলে

মুম্বই, ১ নভেম্বর : ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ব্যর্থতা অব্যাহত। চলতি ব্যর্থতার নির্যাস হিসেবে সামনে আসছে অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অফ ফর্ম। প্রশ্ন উঠেছে, রোহিত-বিরাটের হলটা কী?

ভারতের বর্তমান ও প্রাক্তন অধিনায়কের ঠিক কী সমস্যা হচ্ছে, তা নিয়ে চর্চা চলছে ক্রিকেট সমাজে। তার মধ্যেই প্রাক্তনদের ক্ষোভ বিষয়টিকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। অনিল কুম্বলের মনে হচ্ছে, ভারত অধিনায়ক রোহিতের ব্যাটিংয়ে কিছু টেকনিকাল সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে, আজ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ব্যক্তিগত ৪ রানের মাথায় বিরাট যেভাবে রানআউট হয়েছেন, মেনে নিতে পারছেন না কেউই। প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী, কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকাররা কোহলির রানআউটের ধরনে ক্ষুব্ধ, একই সঙ্গে প্রবল হতাশও। কুম্বলে আরও কঠোরভাবে বিরাটের রানআউটকে 'আত্মহত্যার' সামিল বলে মনে করছেন।

জশপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতিতে ভারতীয় বোলারদের জন্যও দিনটা ভালো যায়নি। রবীন্দ্র জাদেজা পাঁচ উইকেট নিলেও ওয়াশিংটন সুন্দরের 'নো' বলের রোগ প্রাক্তনদের মধ্যে বিরক্তি বাড়িয়েছিল আজ। আর দিনের শেষবেলায় বিরাটের রানআউট সব হতাশাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। বিরক্ত শাস্ত্রীর কথায়, 'উইকেট উপহার দিয়ে গেল বিরাট। আমি জানি না ওর মনের মধ্যে ঠিক কী চলছে। এমন রানআউট অপ্রত্যাশিত।' কোহলির রানআউটের ধরনে প্রবল বিরক্ত কুম্বলেও। এমন রানআউটকে আত্মহত্যা আখ্যা দিয়ে কুম্বলে বলেছেন, 'দিনের খেলার শেষবেলায় বিরাট রানআউট হচ্ছে, তাও রান হয় না এমন একটা অসম্ভবকে সম্ভব করতে গিয়ে উইকেট উপহার দিল, ভাবতে পারছি না। কোহলির থেকে এমন রানআউট অপ্রত্যাশিত। আত্মহত্যা করে গেল ও।' কোহলির প্রতি বিরক্তি ও ক্ষোভের পাশে ভারত অধিনায়ক রোহিতকে নিয়েও হতাশা গোপন করেননি কুম্বলে। হিটম্যানের ব্যাটিংয়ে টেকনিকাল সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়ে কুম্বলে বলছেন, 'বারবার একইভাবে আউট হচ্ছে রোহিত। বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও যেভাবে বোলারদের বলের অ্যাঙ্গেল বুঝতে সমস্যায় পড়েছিল, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাট হেনরি, টিম সাউদিদের সামনেও একই ঘটনা ঘটছে। আমার মনে হয়, রোহিতের ব্যাটিংয়ে টেকনিকাল সমস্যা হচ্ছে। ওকে আরও সতর্কভাবে নিজের ব্যাটিং নিয়ে ভাবতে হবে।'

বেহাল ভারতীয় ব্যাটিং দেখে গাভাসকারের ক্ষোভ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সানি তাঁর হাতে থাকা খাবারের প্লেট ছুঁড়ে ফেলে দেন, জানিয়েছেন শাস্ত্রী। আর সানি নিজে বলেছেন, 'ভারতীয় ব্যাটিংয়ের বারবার এমন বেহাল দশা দেখে সেটা মেনে নেওয়া সহজ নয়। ব্যাটারদের মনের মধ্যে কী চলছে, জানি না। কিন্তু সময়টা ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ভালো যাচ্ছে না। বিশেষ করে বিরাটের রানআউট আমার হতাশা আরও বাড়িয়েছে।'

> উইকেট উপহার দিয়ে গেল বিরাট। আমি জানি না ওর মনের মধ্যে ঠিক কী চলছে। এমন রানআউট অপ্রত্যাশিত।
> -রবি শাস্ত্রী
>
> দিনের খেলার শেষবেলায় বিরাট রানআউট হচ্ছে, তাও রান হয় না এমন একটা অসম্ভবকে সম্ভব করতে গিয়ে উইকেট উপহার দিল, ভাবতে পারছি না। কোহলির থেকে এমন রানআউট অপ্রত্যাশিত। আত্মহত্যা করে গেল ও।
> -অনিল কুম্বলে

রানআউট হয়ে নিজেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বিরাট কোহলি।

খেলায় আজ

১৯৮৮ : মেক্সিকান রেডিও স্টেশন জানিয়ে দেয় গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে হেভিওয়েট বক্সার মাইক টাইসনের। যদিও ২০২৪ সালেও তিনি বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

ভাইরাল

আলাদাভাবে ছেলের জন্মদিন পালন

দুবাইয়ে ছেলে ইজহান মালিকের ষষ্ঠ জন্মদিন পালনে হাজির হয়েছিলেন সানিয়া মির্জা ও শোয়েব মালিক। জন্মদিনে ছেলের সঙ্গে দুইজনেই ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করলেন। কিন্তু তার একটিতেও শোয়েব-সানিয়াকে একফ্রেমে দেখা গেল না।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. বিদেশি দলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের সবচেয়ে বড় জয় কোন বছর এসেছিল?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. রদ্রি, ২. লালা অমরনাথ।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, সুজন মহন্ত, সমরেশ বিশ্বাস, শ্রুতিমান ঘোষ, অসীম হালদার, মৌমিতা শর্মা, সবুজ উপাধ্যায়, অনুকূল দাস, রুদ্র নাগ, বীণাপানি সরকার হালদার, নির্মল সরকার, রাকিবুল হক।

শেষবেলার ব্যাটিং বিপর্যয় অপ্রত্যাশিত : জাদেজা

মুম্বই, ১ নভেম্বর : নজির গড়লেন। কিন্তু স্বস্তি পেলেন না!

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বল হাতে পাঁচ উইকেট নিয়ে দলকে ভরসা দিয়েছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। তাঁর পাঁচ উইকেটের নজিরের সামনে ২৩৫ রানে শেষ হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। অধিনায়ক রোহিত শর্মা রান না পেলেও টিম ইন্ডিয়ার শুরুটা ভালো হয়েছিল। কিন্তু শেষবেলায় আচমকাই বদলে গেল ছবিটা!

যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলের পার্টনারশিপ ভাঙতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে টিম ইন্ডিয়া। ওয়াংখেড়ে টেস্টের প্রথম দিনের শেষবেলার এমন ঘটনায় বিস্মিত ক্রিকেটমহল। পাঁচ উইকেট নেওয়া স্যর জাদেজাও সেই তালিকায়। তাঁর মতে, এমন ব্যাটিং বিপর্যয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। প্রথম দিনের খেলার শেষে চাপে থাকা টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বলেছেন, 'ক্রিকেট মাঠে ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু যেভাবে দিনের শেষে ছবিটা বদলে গিয়েছে আজ, সেটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমরা এখনও ১৫০ রানে পিছিয়ে। শুভমান, যশস্বীরা যেমন পার্টনারশিপ গড়েছিল, তেমন আরও কয়েকটা পার্টনারশিপ প্রয়োজন আমাদের। পরিকল্পনা করে খেলা খুব প্রয়োজন।'

টিম ইন্ডিয়ার হয়ে টেস্টে পাঁচ উইকেট নেওয়ার তালিকায় জাহির খান, ইশান্ত শর্মাদের আজই টপকে গিয়েছেন জাড্ডু। অথচ, তাঁর

প্রশংসায় মঞ্জরেকার

টেস্টে ১৪ বার এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে রবীন্দ্র জাদেজা পেছনে ফেললেন ইশান্ত শর্মাকে।

পারফরমেন্সের পরও দিনের শেষে অস্বস্তিতে টিম ইন্ডিয়া। টিম ইন্ডিয়ার বাঁহাতি স্পিনারের কথায়, 'মাঠে যখন খেলা চলছিল, তখন এমন নজিরের কথা জানা ছিল না আমার। বিষয়টা জানার পর মনে হচ্ছে, একজন ক্রিকেটার হিসেবে সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছি আমি। ওয়াংখেড়ের এই বাইশ গজে গতির হেরফেরের পাশে বৈচিত্র্যের দিকে জোর দেওয়া জরুরি। আমি ঠিক সেটাই করেছি। ভালো লাগছে দলকে ভরসা দিতে পেরে।' ১২ বছর পর ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। ২০ বছর ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জার সামনে রোহিত শর্মারা। এমন অবস্থার মধ্যে কাল ওয়াংখেড়ে টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার জন্য কী অপেক্ষা করে রয়েছে, সময় বলবে। তার আগে জাড্ডু তুলে ধরেছেন চরম বাস্তব। জানিয়েছেন, জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট অভিষেক হওয়ার পর তিনি কখনোই ভাবতে পারেননি যে, ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হারতে হবে। আর সেই স্কোয়াডের সদস্য থাকবেন তিনি। জাদেজার কথায়, 'জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট খেলার পর থেকেই ভাবতাম, ঘরের মাঠে আমরা কোনও সিরিজে হারব না। অথচ, সেটা এই সিরিজেই ঘটে গিয়েছে। আসলে অবচেতন মনে আমরা যা নিয়ে ভয় পাই, হয়তো সেটাই কখনও বাস্তব জীবনে ঘটে যায়। যার ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ কাজের মধ্যে পড়ে না।'

ওয়াংখেড়ে টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার জন্য চলতি টেস্টের বাকি কয়েকদিনে কী অপেক্ষা করে রয়েছে, সময় বলবে। তার আগে আজ ভারতীয় দলের নায়ক জাদেজার প্রশংসায় মেতে উঠেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকার। অতীতে নানা সময়ে স্যর জাদেজার সমালোচনা করেছিলেন মঞ্জরেকার। জানিয়েছিলেন, জাড্ডু অতি সাধারণ মানের ক্রিকেটার। আজ টেস্ট কেরিয়ারে ১৪ বার পাঁচ উইকেট দখলের পর ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে মঞ্জরেকারের গলায়। জাদেজাকে নিজের 'ফেভারিট ক্রিকেটার' তকমা দিয়েছেন তিনি।

অর্ধশতরানের পথে দেবদত্ত পাডিক্কাল (বাঁয়ে) ও বি সাই সুদর্শন। শুক্রবার।

মুকেশের হাফডজনে লড়াইয়ে ভারত 'এ'

ম্যাকে, ১ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় টেস্ট দলে সুযোগ পাওয়া বাংলার দুই ক্রিকেটারের থেকে পাওয়া গেল দুই রকম পারফরমেন্স। দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ অভিমন্যু ঈশ্বরন (১২)। অন্যদিকে, ৬ উইকেট তুলে মুকেশ কুমার (৪৬/৬) দলকে লড়াইয়ে রাখলেন। সেই মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে দলকে টানলেন বি সাই সুদর্শন (অপরাজিত ৯৬) ও দেবদত্ত পাডিক্কাল (অপরাজিত ৮০)। শুক্রবার দিনের শেষে ভারতের স্কোর ২০৮/২। হাতে লিড ১২০ রানের।

এদিন অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলকে প্রথম ধাক্কাটা দেন মুকেশই। তিনি ফেরান ক্রিজে জমে যাওয়া কুপার কনোলিকে (৩৭)। অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের চার ব্যাটার এদিন ৩০ রানের গণ্ডি পার করেন। তাদের মধ্যে তিনজন- কুপার, বিউ ওয়েবস্টার (৩৩) ও টড মার্ফি (৩৩) মুকেশের শিকার। মুকেশকে যোগ্য সংগত দেন প্রসিধ কৃষ্ণা (৫৯/৩)। মুকেশ-কৃষ্ণা জুটিতে অজিরা অল আউট হয় ১৯৫ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ফিরে যান অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৫)। ৩২ বল খেলার পরও অভিমন্যু রান আউট হয়ে ফেরেন। তারপর সুদর্শন-পাডিক্কাল অপরাজিত ১৭৮ রানের জুটিতে ভরসা দেন ভারতীয় 'এ' দলকে।

অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য সিদ্ধান্ত রোহিতদের

'এ' দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ বাতিল!

মুম্বই,১ নভেম্বর : আজব সিদ্ধান্ত। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের মতে, সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত!

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মাদের বেহাল ব্যাটিং দেখার প্রশ্ন উঠেছে, দেশের মাটিতে এমন অবস্থা হলে স্যর ডনের দেশে গিয়ে প্যাট কামিন্স, জস হ্যাজেলউডদের সামনে কী হবে?

এমন জল্পনার মধ্যেই আজ সামনে এসেছে আরও চমকপ্রদ তথ্য। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টের আগে অস্ট্রেলিয়াতেই থাকা ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে তিনদিনের অনুশীলন ম্যাচের ব্যবস্থা করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। নভেম্বরের ১৫-১৭ হওয়ার কথা ছিল সেই ম্যাচ। আজ জানা গিয়েছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তে ইনট্রা স্কোয়াড সেই ম্যাচ বাতিল হয়েছে। কারণ, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট পারথে পৌঁছানোর পর অনুশীলন ম্যাচ না খেলে অনেক বেশি করে নেটে সময় কাটাতে চাইছে। জানা গিয়েছে, অধিনায়ক রোহিত, বিরাট কোহলিরা কোচ গৌতম গম্ভীরকে এই ব্যাপারে রাজি করিয়েছেন। যার নিট ফল, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে কোনও অনুশীলন ম্যাচ না খেলেই অপটাস স্টেডিয়ামে নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া।

২০১৮-'১৯ ও ২০২০-'২১, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষ দুই টেস্ট সিরিজেই জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। এবার পারথে প্রথম টেস্টের আগে ভারতীয় দলের অনুশীলন ম্যাচ বাতিল করার সিদ্ধান্ত চমকে দিয়েছে ক্রিকেটমহলকে। কারণ, ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছানোর পর সেখানকার আবহাওয়া, পিচের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সময় লাগে। সঙ্গে প্রয়োজন পড়ে অনুশীলন ম্যাচেরও। পরিসংখ্যান ও ইতিহাস বলছে, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষ দুই সিরিজ জয়ের আগে অনুশীলন ম্যাচ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বরাবরই অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে সিরিজ শুরুর আগে অনুশীলন ম্যাচের দাবি জানিয়ে এসেছেন।

রোহিত-গম্ভীরদের ভাবনা ও পরিকল্পনা বাস্তবে ভিন্ন খাতে বইছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অনুশীলন ম্যাচ না খেলে টানা নেট সেশন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত টিম ইন্ডিয়াকে আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে কোন পথে নিয়ে যায়, সেটাই এখন দেখার। কামিন্স, স্টিভেন স্মিথদের বিরুদ্ধে সিরিজ হারলে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অনুশীলন ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত ভারতীয় শিবিরে বুমেরাং হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই। বিসিসিআই কিন্তু অনুশীলন ম্যাচের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল রোহিতদের।

কাল বেঙ্গালুরু যাচ্ছেন অনুষ্টুপরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর : রনজি ট্রফির ভাগ্য বদলের লক্ষ্যে রবিবার বিকেলের বিমানে বেঙ্গালুরু উড়ে যাচ্ছে বাংলা ক্রিকেট দল। ৬ নভেম্বর থেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে রনজি মরশুমের চার নম্বর ম্যাচ খেলতে নামবেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা। তার আগে আজ সকালে ইডেন গার্ডেন্সে দীর্ঘসময় অনুশীলন করল বাংলা ক্রিকেট দল। অনুশীলনে মূলত ব্যাটিংয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বোলিং নিয়েও ঈশান পোড়েল, মহম্মদ কাইফ, সুরয সিন্ধু জয়সওয়ালদের সঙ্গে আলাদাভাবে ক্লাস করেছেন বোলিং কোচ শিবশংকর পাল। অনুশীলনের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, 'বিহার, কেরলের বিরুদ্ধে ম্যাচের হতাশা ভুলে নতুনভাবে সামনে তাকাতে চাইছি আমরা। দেখা যাক কী হয়। তবে দলের সাফল্যের ব্যাপারে আমি আশাবাদী।'

> সামিকে পেলে ভালো হত। কিন্তু ও ফিট না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারে বেশি কিছু না বলাই ভালো।
> লক্ষ্মীরতন শুক্লা

অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েল, মুকেশ কুমাররা ভারতীয় 'এ' দলের প্রতিনিধি হিসেবে আপাতত অস্ট্রেলিয়ায়। আকাশ দীপ মুম্বইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে ব্যস্ত। দলের প্রথম একাদশের মোট চারজনকে বাকি থাকা মরশুমের জন্য পাওয়া যাবে না, জেনে গিয়েছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। মহম্মদ সামিকে খেলানোর জন্য প্রবল চেষ্টা হয়েছিল। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে থাকা সামি পুরো ফিট নন। ফলে তাঁকেও কর্ণাটক ম্যাচে পাওয়া যাবে না। মধ্যপ্রদেশ ম্যাচে সামিকে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তার নিশ্চয়তা নেই এখনই। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'যারা রয়েছে, তাদের নিয়েই চলতে হবে আমাদের। সামিকে পেলে ভালো হত। কিন্তু ও ফিট না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারে বেশি কিছু না বলাই ভালো।'

মারাদোনার নামে ফাউন্ডেশন

বুয়েনস আয়ার্স, ১ নভেম্বর : প্রয়াত ফুটবল রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনার নামে ফাউন্ডেশন করার ঘোষণা করেছে তাঁর সন্তানরা। এই ফাউন্ডেশনের অধীনে থাকবে 'এম১০ মেমোরিয়াল', যা আর্জেন্টিনার পর্যটনকেন্দ্র পুয়ের্তা মাদেরায় স্থাপন করা হবে। ২০২৫ সালে এটি দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

কিংবদন্তি মারাদোনার কন্যা ডালমা মারাদোনা বলেছেন, 'আমরা পিতাকে সাধারণ মানুষের ভালোবাসার কাছাকাছি নিয়ে যেতে চাই। যাঁরা তাঁকে ফুল দিতে চান, তাদের সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দিতে চাই।' ১০০০ বর্গমিটার আয়তনের এই 'এম ১০ মেমোরিয়াল'-এ সব আর্জেন্টাইন বিনা খরচে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে মারাদোনা নামাঙ্কিত ফাউন্ডেশনে যারা অর্থ অনুদান দেবে, তারা মেমোরিয়ালের 'হেরিটেজ ওয়াল'-এর সামনে ছবি তোলার সুযোগ পাবে। আশা করা হচ্ছে, বছরে প্রায় দশ লক্ষ দর্শনার্থী এখানে আসবেন।

পুয়ের্তা মাদেরায় আগামী বছর ভক্তদের জন্য খুলে যাচ্ছে এম১০ মেমোরিয়াল।

এএফসি-র কোয়ার্টারে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-৩ (আব্দুল-আত্মঘাতী ও দিয়ামান্তাকোস-২ পেনাল্টি সহ)

নেজমে এসসি-২ (ওপারে ও হোসেন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

সঠিক সময়ে জ্বলল মশাল

জোড়া গোল করে হুংকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের।

কলকাতা, ১ নভেম্বর : দীপাবলির উপহার লাল-হলুদ সমর্থকদের! অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা। এএফসি-র টুর্নামেন্ট বরাবরই পয়া ইস্টবেঙ্গলের। এদিন লেবাননের নেজমে এসসি-কে ৩-২ গোলে হারিয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খারাপ সময় কাটিয়ে ওঠার ইঙ্গিতও দিয়ে গেল লাল-হলুদ বাহিনী।

অল্টিন আসিরের বিরুদ্ধে এই এএফসি-র টুর্নামেন্টেই পতন শুরু হয় লাল-হলুদের। সেখান থেকে ডুরান্ড কাপ হয়ে আইএসএল পর্যন্ত আট ম্যাচে টানা হেরে থিম্পুতে খেলতে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে বাড়তি আশা সম্ভবত সমর্থকদেরও ছিল না। কিন্তু এদিন ৩-২ গোলে লেবাননের নেজমে এসসি-কে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন তারাই। হয়তো বা এখান থেকেই ভাগ্যের চাকা আলোর দিকে ঘুরতে শুরু করল ইস্টবেঙ্গলের! নাহলে পরপর দুই ম্যাচে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলের অগ্রগমন! সত্যিই যেন বদলে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল। লম্বা সময় ভারত ও বাংলাদেশে কোচিং করানো অস্কার ব্রুজোঁ সম্ভবত দায়িত্ব নিয়েই অসুখ ধরে ফেলে সেই অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন দলটাকে চাঙ্গা করতে। ডিফেন্সে দুই বিদেশি এবং মাঝমাঠে সৌভিক চক্রবর্তীকে রেখে সাউল ক্রেসপোকে উঠেনেমে খেলার দায়িত্ব দেওয়াটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তবু অসুখ পুরোপুরি যে এত দ্রুত সারানো সম্ভব নয় তা বোঝা যায় প্রথমার্ধেই ২-২ হয়ে যাওয়ায়।

এমনিতেই ক্লেইটন সিলভার জন্য এক বিদেশি কমই মনে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের। সেখানে এদিন আবার হেক্টর ইউস্তের চোট নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা ছিলই। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে যেহেতু ম্যাচটা জিততেই হত, তাই ঝুঁকি নিয়েই তাঁকে নামিয়ে দেন ব্রুজোঁ। লেবাননের

> এদিন আমাদের সামনে জয় ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা ছিল না। হারলে তো বটেই ড্র করলেও হয়তো আমরা বিদায় নিতাম। তাই জেতার শপথ নিয়ে নামি। দুর্দান্ত এক অনুভূতি।
>
> **দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস**

নেজমে এসসি কিন্তু বসুন্ধরা কিংস নয়। ফলে চোট পাওয়া ইউস্তের দুর্বলতা বুঝে ওই জায়গাতেই আঘাত করা শুরু করে তারা। ৩০ মিনিটে নেজমের প্রথম গোলের ক্ষেত্রে রাবিহ আতায়ার থ্রু পাস থেকে স্রেফ গতিতে গোটা ডিফেন্সকে টপকে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় গোলটা করেন কলিন্স ওপারে। প্রভসুখান সিং গিলের কিছু করার ছিল না। ৪২ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের আগেই একটা হলুদ কার্ড দেখা ইউস্তে ফের বক্সের বাইরে ফাউল করার মাশুল দিলেন। তিনি দ্বিতীয় হলুদ এবং রেড না দেখলেও ফ্রি কিক থেকে দুর্দান্ত শটে ২-২ করে দেন হোসেন মাঞ্জার। তবে নাটকের চমকটা তোলা ছিল দ্বিতীয়ার্ধের জন্য। ৭৮ মিনিটে মাদিহ তালালকে বক্সের মধ্যে ধাক্কা মারলে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। স্পট কিক থেকে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ৩-২ করতে ভুল করেননি। ম্যাচের সেরা হয়ে তিনি বলেছেন, 'এদিন আমাদের সামনে জয় ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা ছিল না। হারলে তো বটেই ড্র করলেও হয়তো আমরা বিদায় নিতাম। তাই জেতার শপথ নিয়ে নামি। দুর্দান্ত এক অনুভূতি।'

এদিনের শুরুটাই আশার আলো জ্বেলে দেয় সমর্থকদের মনে। কাশেম এল জেইনের আত্মঘাতী গোলে মাত্র ৯ মিনিটে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ১৫ মিনিটের মধ্যে ২-০। নাওরেম মহেশ সিংয়ের ক্রস থেকে দিয়ামান্তাকোসের গোল। দলের সেরা স্ট্রাইকারের পরপর তিন ম্যাচেই গোল পাওয়া নিশ্চিতভাবেই দলের জন্য বড় স্বস্তি। তবে ২৬ মিনিটে তালাল ৬ গজ বক্সে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট করার পরই ম্যাচে ফিরে আসে নেজমা। ইস্টবেঙ্গলও কেন যেন নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে গোটা দলটাই ডিফেন্সে নেমে আসায় আক্রমণে ওঠার সুযোগ করে দেয় প্রতিপক্ষকে। বিরতির পর নন্দকুমার শেখর ও তালালের সুযোগ ছাড়া লেবানিজরাই একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে গেলেও গোলমুখে ব্যর্থ। হয়তো সেটাই এদিন গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে সাহায্য করল ইস্টবেঙ্গলকে।

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, আনোয়ার, ইউস্তে, হিজাজি, লালচুংনুঙ্গা, মহেশ, সাউল, সৌভিক, তালাল, নন্দ ও দিয়ামান্তাকোস (ক্লেইটন)।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে জাতীয় পতাকা নিয়ে উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গল দলের। থিম্পুতে।

ফুটবলাররা পদ্ধতিতে আস্থা রেখেছে : ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর : বহুদিন পর সাফল্যের স্বাদ। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত লাল-হলুদ শিবির। ম্যাচের পর ক্লাব পতাকা নিয়ে মাঠেই আবেগে ভাসতে দেখা যায় গোটা দলকে। সমর্থকদের সামনে গিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ফুটবলাররা। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও আপাতত তাদের অপেক্ষা করতে হবে গ্রুপ পর্যায়ের সব ম্যাচ শেষ হওয়ার জন্য। তারপরেই জানা যাবে প্রতিপক্ষ ক্লাবের নাম। দুই দফায় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। ৫ ও ১২ মার্চ কোয়ার্টার ফাইনালের হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে চলেছে তারা। এদিন ম্যাচের পর কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বলেছেন, 'আমাদের কাজটা সহজ ছিল না, বিশেষ করে ঘরোয়া ফুটবলে বেশ খারাপ জায়গায় ছিলাম আমরা। সেখান থেকে ফুটবলাররা আমার পরিকল্পনা ও পদ্ধতির ওপর আস্থা রেখে পরিশ্রম করে গেছে। তারই ফল পেলাম। খুবই খুশি দলের এই সাফল্যে।' এদিকে, গোটা দল শনিবার দুপুরে শহরে ফেরার পর বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে যাবে। সেখানে প্রথা মেনে ক্লাব তাঁবুতে পতাকা উত্তোলন হবে।

মাহি ইস্যুতে কটাক্ষ প্রাক্তনদের

নেতৃত্বে বিরাট, সিদ্ধান্ত নেয়নি আরসিবি

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসিকে এবার রাখেনি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ছেড়ে দিয়েছে মহম্মদ সিরাজ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল সহ একঝাঁক তারকাকেও। বিরাট কোহলির (২১ কোটি) সঙ্গে রিটেনশন তালিকায় শুধু রজত পাতিদার (১১ কোটি) ও যশ দয়াল (৫ কোটি)।

তাহলে কি ফের বিরাটের নেতৃত্বেই ২০২৫-এর মেগা লিগে নামতে চলেছে আরসিবি? কয়েকদিন ধরেই যে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে। রিটেনশনের চূড়ান্ত তালিকা যে সম্ভাবনা আরও উসকে দিয়েছে। যদিও আরসিবি-র ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট মো বোবাট পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, অধিনায়কত্ব নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

বোবাট বলেন, 'আরসিবি-র অধিনায়কত্ব নিয়ে অনেকরকম কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তবে এখনও আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। এই ব্যাপারে খোলা মনে সবদিক খতিয়ে দেখেই পদক্ষেপ করা হবে। আপাতত মূল টার্গেট নিলাম-স্ট্র্যাটেজি তৈরি।'

মাত্র তিনজনকে ধরে রেখে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া। আরসিবি-র যে সিদ্ধান্তে অনেকেই অবাক। যে প্রসঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজির ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের যুক্তি, 'শক্তিশালী ভারতীয় কোর-গ্রুপ তৈরিই আমাদের মূল লক্ষ্য এবার। সেই লক্ষ্যেই রিটেনশনের সিদ্ধান্ত। নিলামেও যা গুরুত্ব পাবে। দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে জড়িয়ে বিরাট। ওর উপস্থিতি বাকিদের উজ্জীবিত করবে।'

> আরসিবি-র অধিনায়কত্ব নিয়ে অনেকরকম কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তবে এখনও আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। এই ব্যাপারে খোলা মনে সবদিক খতিয়ে দেখেই পদক্ষেপ করা হবে। আপাতত মূল টার্গেট নিলাম-স্ট্র্যাটেজি তৈরি।
>
> **মো বোবাট**
> আরসিবি-র ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট

মেনে নিলেন মহম্মদ সিরাজকে না রাখা সিদ্ধান্ত কঠিন ছিল। বোবাট বলেন, 'কঠিন সিদ্ধান্ত। ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ভারতীয় দলে দীর্ঘদিন ধরে ওর অবদানকে আমরা সম্মান করি। তবে আমরা নিলামে বাড়তি বিকল্প হাতে নিয়ে নামতে চাইছি।'

নতুন দল তৈরিতে অবদান রাখতে প্রস্তুতি বিরাটও। আরসিবির পোস্ট করা ভিডিওয় বলেন, 'আরসিবির সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্পেশাল। দীর্ঘদিন ধরে তা গড়ে উঠেছে। সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চাই। নিলাম, নতুন দল তৈরি নিয়ে আমিও উত্তেজিত। পরের তিন বছরের আইপিএল বৃত্তে মূল টার্গেট থাকবে অন্তত একবার ট্রফি জয়। বরাবরই সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশাবাদী আগামীতে সবাইকে গর্বিত করতে পারব।'

এদিকে, মহেন্দ্র সিং ধোনিকে 'আনক্যাপড' প্লেয়ার হিসেবে ধরে রাখার চেন্নাই সুপার কিংসের পদক্ষেপ নিয়ে কটাক্ষের ঝড়। প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ বলেছেন, 'দারুণ খেলল সিএসকে। ১০-১৫ কোটি টাকা বাঁচিয়ে নিল। সবাই চেয়েছিল এমএস ধোনি আরও এক বছর খেলুক। সেই আবেগের কারণেই নিয়ম বদল। নিয়মটা কাজে লাগাল চেন্নাই। ফলে নিলামে বাড়তি অর্থ দিয়ে তারকাকে ঘরে তুলতে সুবিধা হবে।'

সঞ্জয় মঞ্জরেকার ঠাট্টার ছলে বলেন, 'ধোনির জন্যই নিয়মে পরিবর্তন। সেই নিয়মের সদ্ব্যবহার করেছে সিএসকে। এই সিদ্ধান্তের একটি ইতিবাচক দিকও রয়েছে। এখন তুমিও (কাইফ) আনক্যাপড প্লেয়ার। আমিও।'

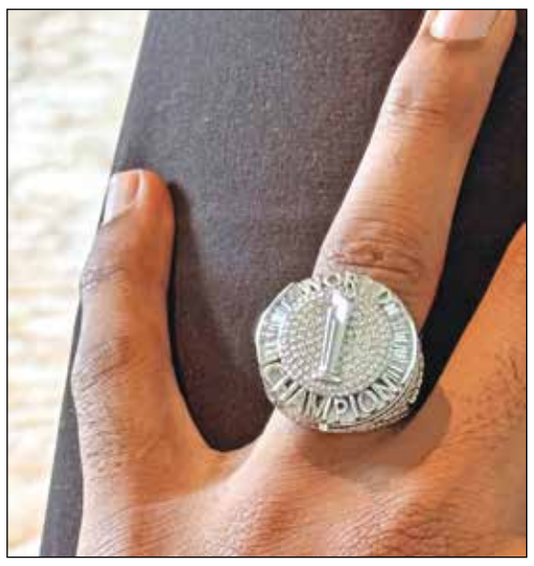

কয়েকমাস আগেই টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এবার বিশ্বকাপ ট্রফির আদলেই আংটি বানালেন তিনি। হংকংয়ে আন্তর্জাতিক সিক্স ম্যাচের শেষে দুই পাকিস্তান ক্রিকেটার ফাহিম আশরফ ও আসিফ আলির সঙ্গে মনোজ তিওয়ারি।

হার্দিকই অধিনায়ক : জয়বর্ধনে

মুম্বই, ১ নভেম্বর : পাঁচ আঙুল। এক মুষ্টি।

পাঁচজনের রিটেনশন তালিকা নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের বার্তা গতকালই দিয়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। অসন্তুষ্ট রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদবদের নিয়ে সামনের দিকে এগোনোর কথা শুনিয়েছিলে।

ইঙ্গিত মিলেছিল হার্দিকের কাঁধেই অধিনায়কের দায়িত্ব থাকার। এদিন ইঙ্গিত নয়, হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধনে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন হার্দিকই দলের অধিনায়ক। ২০২৫-এ হার্দিকের সঙ্গে জুটি বেঁধেই নামবেন ষষ্ঠ আইপিএল খেতাবের লক্ষ্যপূরণে।

রিটেনশনে সর্বোচ্চ ১৮ কোটি টাকা পেয়েছেন বুমরাহ। সূর্য ও হার্দিক দুইজনই ১৬.৩৫ কোটি। রোহিত সেখানে ১৬.৩০ কোটি। সূর্য আবার ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়কও। টেস্টে রোহিতের ডেপুটি সেখানে বুমরাহ। যদিও টিম ইন্ডিয়ার যে অঙ্ক বদলে যাচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে। জাতীয় দলের তিন নেতাই খেলবেন হার্দিকের অধিনায়কত্বে!

রিটেনশন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যা পরিষ্কার করে দিলেন হেডকোচ মাহেলা। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ব্যাটার বলেছেন, 'হার্দিক অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। রিটেনশন নিয়ে হার্দিকের পাশাপাশি আমরা কথা বলেছিলাম সিনিয়ার প্লেয়ারদের সঙ্গেও। প্রতিটি পদক্ষেপে যা কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে।' মুম্বইয়ের সফলতম কোচ মাহেলা। যদিও ২০২৩-এ মাহেলাকে সরিয়ে মার্ক বাউচারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফের প্রত্যাবর্তন মাহেলার। কোর টিম ধরে রাখতে সিনিয়ারদের রাজি করানোর ক্ষেত্রে রোহিত-বুমরাহদের সঙ্গে মাহেলার সম্পর্কে কাজ করেছে।

জয়বর্ধনে বলেন, 'রিটেনশন নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছি আমরা। চারজন সিনিয়ার ক্রিকেটার যে বৈঠকে অংশও নেন। গত আইপিএলের ঘটনা পিছনে ফেলে কীভাবে সামনের দিকে এগোনো সম্ভব, তা নিয়ে কিছুটা চিন্তা ছিল। চূড়ান্ত পদক্ষেপে করার ক্ষেত্রে সিনিয়ারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ইতিবাচক।'

ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কর্ণধার আকাশ আম্বানি বলেন, 'মুম্বই ইন্ডিয়ান্স একটা পরিবার। যে পরিবারের শক্তি নিহিত দলের কোর-টিমের মধ্যেই। আমরা খুশি তা ধরে রাখতে পেরে। ভালো লাগছে জসপ্রীত, সূর্য, হার্দিক, রোহিত, তিলকের মতো প্লেয়াররা আমাদের দলের মুখ।'

আসিফের তাণ্ডবে হার ভারতের

হংকং, ১ নভেম্বর : ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ সবসময়ই উত্তেজনা খোরাক দেয় ক্রিকেটপ্রেমীদের। ফরম্যাট যেমনই হোক না কেন। হংকং আন্তর্জাতিক সিক্স প্রতিযোগিতাতেও অন্যথা হল না। ছয় ওভারে ম্যাচে পাকিস্তান ভারতকে হারাল ৬ উইকেটে। পাক দলকে জেতাতে মুখ্য ভূমিকা নিলেন আসিফ আলি। তিনি ১৪ বলে অপরাজিত ৫৫ রান করেন। ইনিংস সাজান সাতটি ছক্কা ও দুইটি চারে। তাঁর ঝোড়ো ইনিংসে ভর করে পাক দল ১২০ রানের জয়ের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে ৫ ওভারেই। প্রথম ইনিংসে ভারতের হয়ে বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন ভরত চিপালি। রিটায়ার্ড হার্ট হওয়ার আগে তিনি ১৬ বলে ৫৩ রান করে যান। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন রবীন উথাপ্পা (৮ বলে ৫৩)। তাঁদের সৌজন্যে ভারত ৬ ওভারে ১১৯/২ স্কোর করে।

জেতালেন লুইস

নর্থ সাউন্ড, ১ নভেম্বর : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ৮ উইকেটে জিতেছে ক্যারিবিয়ানরা। প্রথমে ইংল্যান্ড ৪৫.১ ওভারে ২০৯ রানে অল আউট হয়। ক্যারিবিয়ানদের হয়ে ৪১ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন গুডাকেশ মোতি। জবাবে ১৫ ওভারে যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ৮১ তখন বৃষ্টির কারণে খেলা সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টি থামলে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ক্যারিবিয়ানদের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৫ ওভারে ১৫৭ রান। ওপেন করতে নেমে ঝড় তোলেন এভিন লুইস (৬৯ বলে ৯৪ রান)।

ম্যাঞ্চেস্টারের দায়িত্বে অ্যামোরিম

লন্ডন, ১ নভেম্বর : জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচের দায়িত্ব নিলেন রুবেন অ্যামোরিম। কয়েকদিন আগেই খারাপ ফলের জন্য এরিক টেন হ্যাগকে বরখাস্ত করে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। পরিবর্তে অন্তবর্তীকালীন কোচ হিসেবে রুড ভ্যান নিস্তেলরুইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। একাধিক নাম উঠে এলেও, সবচেয়ে বেশি জল্পনা হয়েছে অ্যামোরিমের নাম নিয়ে। ৩৯ বছরের এই পর্তুগিজ কোচ স্পোর্টিং লিসবনের দায়িত্বে ছিলেন। পর্তুগিজ ক্লাবটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অ্যামোরিমের জন্য ১১ মিলিয়ন ইউরো রিলিজ ক্লজ দিতে রাজি হয়ে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ১০ নভেম্বর ক্লাব ব্রাগার বিরুদ্ধে শেষবার স্পোর্টিংয়ের ডাগ আউটে বসবেন অ্যামোরিম।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত অ্যামোরিমের সঙ্গে ক্লাব চুক্তি করেছে। পরে তা এক বছর বাড়ানোর সুযোগও রয়েছে। এই পর্তুগিজ কোচের সহকারী হিসেবে কারা থাকবেন, তা পরে জানাবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। নয়া কোচের অধীনে ম্যাঞ্চেস্টার যাত্রা শুরু করবে ২৪ নভেম্বর। ওইদিন লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ইপসওয়াচ টাউন। স্যর আলেক্স ফার্গুসন পরবর্তী জমানায় অ্যামোরিম সপ্তম স্থায়ী কোচ হিসেবে নিযুক্ত হলেন।

অশ্বীন-চাহালদের না রাখার পিছনে সঞ্জু, বলছেন দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ১ নভেম্বর : অধিনায়ক হিসেবে তিনি তাঁর জায়গা ধরে রেখেছেন। যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগ, শিমরন হেটমায়ার, ধ্রুব জুরেল, সন্দীপ শর্মাদের মতো সতীর্থদেরও তিনি ধরে রেখেছেন।

অথচ রবিচন্দ্রন অশ্বীন, যুযবেন্দ্র চাহাল, জস বাটলারদের তিনি ধরে রাখতে পারেননি। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই সফলতম স্পিনারের পাশে বাটলারকে রাজস্থান রয়্যালস রিটেইন না করায় ক্রিকেটমহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। কেন এমন সিদ্ধান্ত?

জাতীয় দলের পর এবার রাজস্থান রয়্যালসেও কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়কে পাচ্ছেন সঞ্জু স্যামসন।

> সর্বোচ্চ ছয়জন ক্রিকেটারকেই ধরে রাখতে পারতাম আমরা। অধিনায়ক হিসেবে সঞ্জু যেটা ভালো মনে করেছে, সেই সিদ্ধান্তই নিয়েছে ও।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

বিষয়টি নিয়ে আজ মুখ খুলেছেন রাজস্থানের কোচ কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়। কোন কোন ক্রিকেটারকে রাখা হবে, আর কাদের রাখা হবে না-এই কঠিন সিদ্ধান্ত রাজস্থানের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন নিয়েছেন বলেই জানিয়েছেন দ্রাবিড়। কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। কিন্তু অধিনায়ক ও ক্রিকেটার হিসেবে রাজস্থানের দীর্ঘসময় কাটিয়ে ফেলার পর সঞ্জুকেই ফ্র্যাঞ্চাইজির পাশাপাশি কোচ দ্রাবিড় পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার, সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আজ এই কথা জানিয়েছেন রাজস্থানের কোচ। দ্রাবিড়ের কথায়, 'রাজস্থানের রিটেনশনের তালিকা চূড়ান্ত করার ব্যাপারে সঞ্জুর বড় ভূমিকা রয়েছে। ওর কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। অনেক চ্যালেঞ্জের সামনেও পড়তে হয়েছিল ওকে। কিন্তু তারপরও সফলভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। আসলে রাজস্থান দলটার সঙ্গে দীর্ঘসময় সঞ্জু জড়িয়ে থাকার ফলে ওর পক্ষে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার কাজটা সহজ হয়েছে।'

অধিনায়ক সঞ্জু দলের রিটেনশনের তালিকা চূড়ান্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও কোচ দ্রাবিড়ও তাঁর পাশে ছিলেন। অশ্বীন-চাহাল-বাটলারদের মতো তারকাদের রাখা হয়নি রাজস্থানের তালিকায়। এব্যাপারে কোচ দ্রাবিড়ের সহজ স্বীকারোক্তি, 'সর্বোচ্চ ছয়জন ক্রিকেটারকেই ধরে রাখতে পারতাম আমরা। যদি তালিকাটা আরও দীর্ঘ হত, তাহলে হয়তো ওদেরও ধরে রাখা যেত। অধিনায়ক হিসেবে সঞ্জু যেটা ভালো মনে করেছে, সেই সিদ্ধান্তই নিয়েছে ও। সঞ্জুর সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

কাল থেকে ওডিশা এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর : তিন পয়েন্ট অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু তার সঙ্গে নিজেদের গোল অক্ষত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। আর সেই নির্দেশ ফুটবলাররা ঠিকঠাক পালন করতে পারায় উচ্ছ্বসিত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ। খুশি গোটা সবুজ-মেরুন শিবিরই।

তবে মোলিনা মনে করেন, তাঁর দল আরও বেশি গোলে জিততে পারত। তাঁর মন্তব্য, 'মনবীর সিংয়ের গোলটা হওয়ার পর আমরা হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিই। তারপর থেকে ওদের চেয়ে আমরা পায়ে বেশি বল রাখতে পেরেছি। গোলের সুযোগও বেশি তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে আরও গোল পেতে পারতাম।'

হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে খানিকটা নিষ্প্রভ ছিলেন জেমি ম্যাকলারেন। তাঁকে এবং পরে গ্রেগ স্টুয়ার্টকে তুলে নিয়ে দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেসন কামিংসকে নামালে দুইজনেই প্রতিপক্ষ বক্সে ক্ষিপ্রতা দেখিয়েছেন। যদিও গোল আসেনি কিন্তু তাঁদের গোলের জন্য তৎপরতা নজরে পড়েছে। নিশ্চিতভাবেই এই স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাকে মোলিনা কাজে লাগাতে চাইবেন। এতে যে তাঁর দলের গোল করার লোক বাড়বে বলেই সম্ভবত প্রথমদিকে দিমি-কামিংস জুটিকে বসিয়ে ম্যাকলারেন-স্টুয়ার্টকে খেলাচ্ছেন। যাতে প্রথম দুই অজির মধ্যে নিজেদের প্রমাণ করার বাড়তি প্রচেষ্টা থাকে। আর হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সেটা দেখাও গিয়েছে। আপাতত মোলিনা তিনদিন ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন ফুটবলারদের। জানালেন, 'আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই সময়টা কাটাতে সবাই চায়।

রিহ্যাবে আদজেই

কলকাতা, ১ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেই। শুক্রবার তিনি অনুশীলন করেননি। সাইডলাইনে রিহ্যাব করেন আদজেই। সূত্রের খবর, তাঁর চোট গুরুতর নয়।

ওদের সেই সুযোগটা দিতে চাই। বৃহস্পতিবার থেকে তিনদিন ছুটি কাটিয়ে ওরা আবার কঠোর পরিশ্রম শুরু করবে। কারণ পরবর্তী ম্যাচ খুব কঠিন। ওডিশা অসম্ভব ভালো দল। ওই ম্যাচে পরিশ্রম করে সেরাটা দিতে হবে।' রবিবার থেকে ফের অনুশীলন শুরু হবে। আগামী ১০ নভেম্বর ওডিশা এফসি-র বিপক্ষে খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ওই ম্যাচও অ্যাওয়ে। অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে গিয়ে খেলতে হবে মোলিনাবাহিনীকে। আর সেটাই চিন্তায় রাখছে বাগান কোচকে।

DISHARI CLUB
LUCKY COUPON DRAW RESULT
LUCKY DRAW FOR CLUB DEVELOPMENT & MEDICAL ASSISTANCE TO NEEDY PEOPLE
Draw Date: 31/10/2024

1st Prize:	1426
2nd Prize:	4603
3rd Prize:	8737
4th Prize:	8205
5th Prize:	5045
6th Prize:	1474
7th Prize:	5517
8th Prize:	1458

CONSOLATION PRIZES
1915, 2915, 3915, 4915, 5915, 6915, 7915, 8915
Sd/- Secretary

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা মলিনা রানী দোলাই -

কে 23.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 97B 81075 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাদের এলাকার অধিকাংশ মানুষের জীবনে আর্থিক ভাণ্ডারের উৎসে পরিণত হয়েছে। এটি অনেক মানুষের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং ডিয়ার লটারি সামান্য পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে এটি আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি সহজ পদ্ধতি প্রদান করে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর নিজেকে একজন আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো অনুভব করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।